Line upon Line.—Part I

অরুণোদয়

অর্থাৎ

শিশুদিগের বোধগম্য ধর্ম্মোপদেশ।

নং ।

CALCUTTA

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,
BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1st *Ed.*] 1852. [2000 *copies.*

নির্ঘণ্ট।

পাঠ

অরুণোদয়

অর্থাৎ

শিশুদিগের বোধগম্য

ধর্ম্মোপদেশ

নং ২।

---

১ পাঠ।

সৃষ্টিকরণের বিষয়।

হে প্রিয় শিশুগণ, বোধ হয় তোমরা শুনিয়া থাকিবা ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন মনুষ্য কি এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত?

না, মনুষ্য এরূপ জগৎ সৃষ্টি কখনই করিতে পারিত না। মনুষ্যেরা সিন্দুক ঝুড়ি ইত্যাদি অনেক বস্তু বানাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারে না।

কি জানি তোমরা কোন ছুতার মিস্ত্রিকে চিন; সে ব্যক্তি সিন্দুক বানাইতে পারে।

ভাল, যদি তোমরা তাহাকে এক শূন্য ঘরে বদ্ধ রাখিয়া কহ, যে তুমি একটা সিন্দুক না গড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিবা না, তবে কি সে মনুষ্য কখন বাহির হইতে পারিবে? না, কখন নহে; কেননা মনুষ্য সিন্দুক গড়িবার কাষ্ঠ প্রেক ও অস্ত্র ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্য না

পাইলে কোন মতেই তাহা বানাইতে পারে না। মনুষ্যেরা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে গেলে তাহার উপযুক্ত দ্রব্যাদির অপেক্ষা করে; কিন্তু দেখ, যাহাতে জগৎ নির্ম্মাণ করা যায় ঈশ্বরের নিকটে এমত কোন বস্তু ছিল না। তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি হইল।

ঈশ্বর ছাড়া কেহই কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না।

ঈশ্বরকে কেন সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায়, তাহা কি তোমরা জান? তাহার কারণ এই; তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা হন। স্বর্গীয় দূতগণ আর মনুষ্য সকল কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না; তাহারা এক বিন্দুমাত্র জল কিম্বা একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারে না।

ঈশ্বর ছয় দিনের মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি কোন দিনে কি২ করিলেন, তাহা আমি কহি, শুন।

প্রথম দিবসে ঈশ্বর কহিলেন, "দীপ্তি হউক," তাহাতে দীপ্তি হইল।

দ্বিতীয় দিবসে ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জল হইল। সেই জলের এক ভাগ আকাশে উঠিয়া মেঘ হইল, ও আর এক ভাগ নীচে রহিল। তখন জল ভিন্ন আর কোন বস্তু দেখা গেল না। ঈশ্বর সকল শূন্য স্থান বায়ুতে পূর্ণ করিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখা যায় না।

তৃতীয় দিবসে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে জলহইতে শুষ্ক ভূমি পৃথক্ হইল, এবং জল ঈশ্বরসৃষ্ট এক গভীর স্থানে ধাইল। ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম পৃথিবী এবং জলের নাম সমুদ্র রাখিলেন। আমরা সেই ভূমির উপর চলিয়া বেড়াই; কিন্তু

জলের উপর বেড়াইতে পারি না। সমুদ্রের জল সর্ব্বদা উচ্চ নীচ হইতেছে; কিন্তু যে মহা গভীর স্থানে ঈশ্বর তাহাকে রাখিয়াছিলেন, সে তাহাহইতে বাহির হইতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য মাত্রেই পৃথিবীহইতে সকল তৃণ পুষ্প শস্য ও বৃক্ষাদি জন্মিল।

চতুর্থ দিবসে ঈশ্বরের বাক্যেতে সূর্য্য চন্দ্র ও তারাগণ সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আলো দিতে লাগিল। আর রাত্রিযোগে অর্থাৎ আমাদিগের শয়ন কালে অন্ধকার যেন হয়, এই নিমিত্তে তিনি সূর্য্যকে প্রাতঃকালে উদয় হইতে ও সন্ধ্যাকালে অস্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। আর কখন ২ রাত্রিকালে আমাদিগের উপকারের জন্যে ঈশ্বর চন্দ্র ও তারা সকলকে কিরণ দিতে আজ্ঞা করিলেন। আমরা তারা সকলকে গণনা করিতে পারি না।

পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর প্রাণি সকলকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাক্যমাত্রে জল মৎস্যেতে পরিপূর্ণ হইল, এবং পক্ষি সকল জলহইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের উপরে উড়িয়া বসিল।

ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বরের বাক্যমাত্রেই সিংহ মেষ গোরু ঘোড়া ইত্যাদি পশু সকল, আর টিকটিকি সর্প পিপীলিকা কীট মৌমাছি পতঙ্গ ইত্যাদি পৃথিবীহইতে জন্মিল।

শেষে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যেতে মনুষ্যের সৃষ্টি করি। ঈশ্বর প্রথম মনুষ্যের শরীর মৃত্তিকাতে নির্ম্মাণ করিয়া পশ্চাৎ তাহাতে প্রাণ বায়ু প্রদান করিলেন। সেই মনুষ্যের আত্মা ও শরীর দুই ছিল, তাহাতে সে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পারিত।

পরে ঈশ্বর ঐ মনুষ্যের পাঁজরার এক অস্থি লইয়া এক জন স্ত্রীকে নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মনুষ্যের নাম আদম্ ও স্ত্রীর নাম হবা।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে আর২ সকল প্রাণিদের কর্ত্তা করিয়া এদন নামে এক সুন্দর বাগানে রাখিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আদমকে ঐ বাগান সাবধান করিয়া রাখিতে বলিলেন।

ঈশ্বর আপনার তাবৎ সৃষ্টি সাঙ্গ করিয়া দেখিলেন, সকলই উত্তম হইয়াছে; তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। দেখ, দীপ্তি তেজোময়, বায়ু মনোহর, পৃথিবী হরিদ্বর্ণ তৃণাদিদ্বারা সুশোভিতা, সূর্য্য ও চন্দ্র অতি উজ্জ্বলরূপে কিরণ দিতে লাগিল। পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণিমাত্রেই উত্তম ও সুখী ছিল, এবং আদম্ ও হবা সকলহইতে উত্তম; কারণ তাহারা ঈশ্বরের ধ্যান ও প্রশংসা করিতে পারিত।

সপ্তম দিবসে ঈশ্বর আর কোন বস্তুর সৃষ্টি না করিয়া আপনার সকল কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিলেন, সেই জন্যে তিনি সপ্তম দিবসকে বিশ্রাম দিন কহিলেন। অতএব তাঁহার প্রাচীন সেবকেরা ঐ দিনকে ঈশ্বরের দিন বলিয়া তাহাতে তাঁহার ন্যায় বিশ্রাম করিত; অর্থাৎ তাহারা আপন২ সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়িয়া ঈশ্বরের সেবা ও প্রশংসা ব্রত সেই দিন যাপন করিত।

ঐ সকল সৃষ্ট প্রাণিদের মধ্যে আদম্ ও হবা ব্যতিরেকে আর কেহ ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে পারিত না। কেবল স্বর্গেতে দূতগণ এবং পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে পারে।

হে আমার বাছা সকল, তোমরা কি কখন ঈশ্বরের প্রশংসা কর? তোমরা তাঁহার স্তবের এই ক্ষুদ্র গান শিখিয়া থাকিবা।

১ গেল গেল দিনমান ধন্য ধন্য ভগবান
তাঁর দয়া কৃপাবর দেন তিনি নিরন্তর।
২ শিশুকাল বহে যায় মোর পাপ অতিশয়
গত পাপ ক্ষমা কর দেহ পুন উপকার।
৩ থাকি যখন নিদ্রা ঘোরে রাখ কৃপা দৃষ্টি করে
অন্ধকারে যতক্ষণ চৌকি দেয় দূতগণ।
৪ সদা প্রভু থাক পাশে নিদ্রা যাই অনায়াসে
প্রাতে কর দয়া অতি উঠে যেন করি স্তুতি।।

হে শিশুগণ, ঈশ্বর কি তোমাদিগের স্তব শুনিতে বাঞ্ছা করেন? হাঁ, তোমরা যদি তাঁহার প্রশংসা কালে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে ভাল বাস, তবেই তিনি শিশুদেরও মুখে স্তবস্তুতি শুনিয়া সন্তুষ্ট হন।

স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহাকে একান্ত মনে সর্ব্বদা প্রশংসা করে, আমাদেরও সেই রূপ করা কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর কোন২ দিনে কি২ সৃষ্টি করিলেন; তাহা আমরা এক্ষণে পুনর্ব্বার বলি।

১ প্রথম দিবসে দীপ্তি।

২ দ্বিতীয় দিবসে বায়ু ও মেঘ।

৩ তৃতীয় দিবসে শুষ্ক ভূমি ও সমুদ্র এবং শস্য বৃক্ষ ইত্যাদি।

৪ চতুর্থ দিবসে সূর্য্য চন্দ্র এবং তারা সকল।

৫ পঞ্চম দিবসে মৎস্য এবং পক্ষি সকল।

৬ ষষ্ঠ দিবসে পশু ও কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীবগণ ও মনুষ্য।

৭ সপ্তম দিবসে ঈশ্বর কোন বস্তুর সৃষ্টি না করিয়া বিশ্রাম করিলেন্‌।

১ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা কেন বলা যায়?
মনুষ্য সকল কি সূর্য্যগণ কোনো বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে?
প্রথম দিবসে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করিলেন?
দ্বিতীয় দিবসে? তৃতীয়? চতুর্থ? পঞ্চম? ষষ্ঠ?
ঈশ্বর শেষে কি নির্ম্মাণ করিলেন?
সপ্তম দিবসে ঈশ্বর কি করিলেন?
প্রাণিদের মধ্যে কোন্২ প্রাণী ঈশ্বরকে প্রশংসা করিতে পারে?

---

২ পাঠ।

আদমের পাপের বিষয়।

হে প্রিয় বাছা সকল, ঈশ্বর আদম্‌ ও হবাকে এক সুন্দর বাগানে রাখিয়াছিলেন; ইহা তোমাদের স্মরণে থাকিবে। তাহারা সেখানে পরম সুখে বাস করিত, ও পরস্পর কখন বিবাদ করিত না, এবং তাহাদের পীড়া বা দুঃখ কখন হইত না। আদম্‌ ঐ বাগানে থাকিয়া কর্ম্ম করিত, কিন্তু সে তাহাতে ক্লান্ত হইত না; কারণ অতিশয় শীত কিম্বা গ্রীষ্ম সেখানে না থাকাতে আদমের কোন দুঃখ বোধ হইত না, বরং কর্ম্মে সে সন্তোষ পাইত। এদন বাগানে শিয়াল কাঁটা ও ঘাস ইত্যাদি কিছুই ছিল না।

তোমরা শুনিয়া থাকিবা, ঈশ্বর আদমকে সে বাগানের এক বৃক্ষের ফল খাইতে বারণ করিয়াছিলেন; ঐ বৃক্ষের নাম "ভাল মন্দ জ্ঞানের বৃক্ষ।"

ঈশ্বর আদমকে কহিয়াছিলেন, যদ্যপি তুমি এই বৃক্ষের ফল খাও তবে মরিবা; কিন্তু বাগানের মধ্যে আর ২ সকল বৃক্ষের ফল অবশ্য খাইতে পারিবা।

অতএব ভাল মন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ব্যতিরেকে তাহাদের আর যথেষ্ট আহার ছিল। তাহারা প্রথমে ঐ ফল খাইতে বাঞ্ছা করিত না, কারণ ঈশ্বর তাহা খাইতে তাহাদিগকে বারণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসিত; তিনিও তাহাদের বন্ধু ছিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে ঐ বাগানে বেড়াইতেন ও কথোপকথন করিতেন। এক্ষণে তোমরা শুনিবা কি প্রকারে আদম্ ও হবা উত্তম স্বভাব হারাইয়া মন্দ ও দুষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেক ২ মন্দ দূত আছে, ইহা তোমরা জান। তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম শয়তান; সে ঐ সকল দুষ্ট দূতগণের রাজা। শয়তান জানিত, যদ্যপি আদম্ ও হবা দুষ্টাচারী হয়, তবে তাহারা অবশ্য মরিবে, ও নরকে যাইবে। অতএব ঐ দুষ্ট দূতরাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া অসুখী করিতে বাঞ্ছা করিল; তাহাতে সে এই প্রকার মনে করিল, ঈশ্বর যে ফল খাইতে বারণ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে সেই ফল খাওয়াইব। ইহা বলিয়া শয়তান এক সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়া বাগানে আইল।

পরে সে হবাকে দেখিয়া দয়ার ছলে কহিল, ওগো, তোমরা কি নিমিত্তে এই গাছের ফল খাও না?

হবা কহিল, ঈশ্বর এই ফল খাইতে আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন; আরও বলিয়াছেন, তোমরা স্পর্শও করিও না, তাহা করিলে মরিবা।

কিন্তু ঐ সর্পরূপী শয়তান কহিল, তোমরা কখন মরিবা না, বরং এই ফল খাইলে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞানী হইবা।

নারী ইহা শুনিয়া প্রথমে ফল খাইতে ভীতা হইল বটে, কিন্তু সে বারং তাহার প্রতি তাকাইতে লাগিল, পরে তাহা অতি সুন্দর ও মিষ্ট বোধ করিয়া খাইতে ইচ্ছা করিল। শেষে হবা নিজে ঐ ফল খাইল, আর আদমকেও খাইতে দিল।

হায়২ কি দুঃখ! তখন আদম্ ও হবার সুখের সময় বহিয়া গেল। সেই অবধি তাহারা ক্রমেং দুষ্ট হইয়া উঠিল, এবং আপন দুষ্কর্ম্ম জানিয়া ঈশ্বরকে দেখা দিতে ভয় করিল। অতএব তাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিবামাত্র বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, এবং আপন উলঙ্গ শরীরকে ঢাকিবার নিমিত্তে বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া পরিল।

তখন ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, হে আদম্, তুমি কোথায়?

আদম্ কহিল, আমি উলঙ্গ আছি, তাহাতে ভয় করিয়া লুকাইয়াছি।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, কে বলিল তুমি উলঙ্গ আছ? তুমি কি সেই বৃক্ষের ফল খাইয়াছ?

তাহাতে আদম্ উত্তর করিল, আপনি যে স্ত্রীকে আমার সহিত বাস করিতে দিয়াছেন, সেই আমাকে ঐ ফল খাওয়াইয়াছে।

পরে ঈশ্বর ঐ নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলা?

তাহাতে সে কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইল, তাহাতে আমি খাইলাম

তখন ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; বিশেষতঃ ঐ



আদম ও হবা বৃক্ষের আড়ালে লুকায়।

৮ পৃষ্ঠ।



আদম ও হবা ঐদনহইতে দূরীকৃত হয়।

৯ পৃষ্ঠ।

সর্পের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা বুকে হাঁটিতে ও ধূলা খাইতে অভিশাপ দিলেন।

পরে ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি বার২ পাড়িতা হইবা, ও আদম্ তোমার কর্ত্তা হইবে, তাহাতে তুমি উহার বশে থাকিবা।

শেষে ঈশ্বর আদমকে কহিলেন, তোমাকে বড় পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে; অর্থাৎ তুমি আহারের জন্যে মাটী খুঁড়িবা, কিন্তু মাটীতে কাঁটা ও বনঘাসাদি জন্মিবে, তাহাতে তুমি এমত কষ্ট পাইবা, যে তোমার কপালের ঘাম বিন্দু২ হইয়া ভূমিতে পড়িবে। আর তুমি যাবজ্জীবনে ভাবিত থাকিয়া, শেষে মরিবা। তোমার দেহ মাটীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার মাটীতে মিশিয়া যাইবে।

হায়২ পাপের শাস্তি কেমন কঠিন! আদম্ ও হবা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের কেবল এই শাস্তি হইল, এমত নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ সুন্দর বাগানহইতে বাহির করিয়া দিলেন; আর তাহারা পুনর্ব্বার না আসিতে পারে, এই জন্যে তিনি এক জন দূতকে খড়্গ হাতে লইয়া বাগানে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। তথাপি ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সেই কালে দয়া প্রকাশ করিলেন, বিশেষতঃ তাহারা বৃক্ষপত্র সেলাই করিয়া পরিয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি তাহাহইতে উত্তম বস্ত্র অর্থাৎ পশুচর্ম্ম পরিতে আজ্ঞা দিলেন।

আদম্ ও হবার এই প্রকার ঐহিক দুঃখ যদি ঘটিল, তবে তাহারা মরিলে পর তাহাদের আত্মা কোথায় যাইবে, ইহাতে তোমাদের কি বোধ হয়? কি শয়তানের

নিকটে? শয়তান এই প্রকার বাঞ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু দয়াল যীশু খ্রীষ্ট আপন পিতা পরমেশ্বরের নিকটে পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; আমি পৃথিবীতে নামিয়া আদম্ ও হবাকে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে নরক-হইতে রক্ষা করিব।

অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্রাণের ভরসা দিয়া কহিলেন, নারীর বংশ সর্পের মস্তকে আঘাত করিবে। আদম্ ও হবা ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা পাইল।

এই সকল ঘটনা যীশুর জন্মের অনেক বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনি আসিয়া ক্রুশেতে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

হে আমার বাছা সকল, যীশু স্বর্গহইতে আসিয়া আমাদের নিমিত্তে মরিবেন, এই কথা কহাতে কি তাঁহার অতিশয় দয়া প্রকাশ হয় না? অতএব তাঁহাকে ভাল বাসা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বর আদমকে কোন্ বৃক্ষের ফল খাইতে বারণ করিলেন?
কে হবাকে তাহা খাইতে পরামর্শ দিল?
হবা তাহা খাইল কেন?
হবা কাহাকে ঐ ফল খাইতে দিল?
ঈশ্বর সর্পকে কি প্রকার শাস্তি দিলেন?
তিনি হবাকে কি শাস্তি দিলেন?
আদমকে কি শাস্তি দিলেন?
ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদন বাগানে থাকিতে দিলেন না কেন
যীশু আপন পিতার স্থানে কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন?

৩ পাঠ।

কাবিল্ ও হাবিলের বিষয়।

আদম্ ও হবা ঐ এদন বাগানহইতে বাহির হইলে পর তাহাদের দুইটি সন্তান জন্মিল; বড় ভাইয়ের নাম কাবিল্ ও ছোট ভাইয়ের নাম হাবিল্।

কাবিল্ শয়তানের মত দুষ্ট ছিল, কিন্তু হাবিল্ ভাল মানুষ। ফলতঃ সে স্বাভাবিক পাপী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে আপন পবিত্র আত্মা দিয়াছিলেন; তাহাতে সে ঈশ্বরকে ভাল বাসিত। হাবিল্ আপন পাপের জন্যে খেদিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিত, তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা ও প্রেম করিতেন।

ঐ দুই ভ্রাতাকে আপন পিতা আদমের মত পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম করিতে হইত; বিশেষতঃ কাবিল্ মাটী খুঁড়িয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিত, আর শস্য কাটিত, এবং হাবিল্ মেষ পালন করিত, অর্থাৎ রাখাল ছিল।

তাহারা দুই জন ঈশ্বরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত, তাহা এক্ষণে কহি শুন।

ঈশ্বর এদন্ বাগানে আসিয়া মনুষ্যের সহিত যেরূপ আলাপ করিতেন, তদ্রূপ আর করিলেন না; কিন্তু তিনি কখন২ তাহাদের সহিত কথা কহিতেন, এবং আপনার ভজনা করিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিতেন।

যীশু আদম্ ও তাহার বংশের রক্ষার নিমিত্তে মরিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা তোমাদের স্মরণে থাকিবে; এবং ঈশ্বরও তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়াছিলেন,

নারীর বংশ সর্পের মস্তকে আঘাত করিবে, ইহা মনে রাখিবার উপায় তাহাদিকে দেখাইলেন। বিশেষতঃ তিনি এক বেদী অর্থাৎ পাথরের ঢিপী করিতে আজ্ঞা করিলেন; সে বেদীর উপরে কাষ্ঠ রাখিয়া তাহাতে একটা মেষ বদ্ধ করিতে, ও ছুরি দিয়া তাহাকে কাটিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে বলিলেন। এইরূপ কর্ম্মকে বলি উৎসর্গ করা কহা যায়।

ইহাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল; ফলতঃ যেমন মেষ বেদীতে বদ্ধ হইয়া মরিল, তেমনি যীশু মনুষ্যদের পাপের জন্যে হত হইবেন, ইহা ঐ বলিদ্বারা প্রকাশ পাইল।

হাবিল্ ঈশ্বরের ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করিয়া মেষ-বাচ্চা বলিদ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করিল, তাহাতে ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহার বলি গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কাবিল্ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস না করিয়া মেষের বদলে কিছু ফলমাত্র আনিয়া উৎসর্গ করিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বলি গ্রাহ্য করিলেন না।

ইহা দেখিয়া কাবিল্ অতিশয় রাগান্বিত হইল; ফলতঃ হাবিল্ ধার্ম্মিক হওয়াতে ঈশ্বর তাহাকে ভাল বাসিতেন, সেই জন্যে কাবিল্ তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা করিতে লাগিল।

অপর ঈশ্বর কাবিলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন রাগ করিতেছ? যদি তুমি আমাকে প্রেম করিয়া সেবা কর, তবে আমি তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইব, নতুবা তুমি শাস্তি পাইবা।

কিন্তু কাবিল্ আপন দুষ্টতা ত্যাগ করিল না। শেষে



কাবিল ও হাবিলের বলি দেওয়া।

১২ পৃষ্ঠ।



কাবিল হাবিলের প্রতি হিংসা করে।

১৩ পৃষ্ঠ।

কি করিল, তাহা শুন। এক দিন কাবিল্ তাহার ভ্রাতার সহিত ক্ষেত্রে বেড়াইতে গিয়াছিল; সেখানে কথা কহিতে২ ঐ দুষ্ট হঠাৎ হাবিলকে মারিয়া ফেলিল।

এই রূপে হাবিলের রক্ত ভূমিতে পড়িল। মনুষ্য জাতির মধ্যে তাহার মৃত্যু প্রথম হইল। আঃ, পাপের গতি দেখ; কাবিল্ আপন সহোদর হাবিলের প্রতি প্রথমে ঘৃণা করিয়া অবশেষে তাহাকে প্রাণে মারিল।

কিছু কাল পরে ঈশ্বর কাবিলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমার ভ্রাতা কোথা?

তাহাতে সে দুষ্ট উত্তর করিল, আমি জানি না। আমি কি ভ্রাতার পালক?

তখন ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার রক্ত মাটীতে দেখিয়াছি। তুমিই তাহাকে মারিয়াছ, অতএব তুমি শাপগ্রস্ত হইলা। এখন অবধি তুমি পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিবা।

কাবিল ইহা শুনিয়া কহিল, আমি এ শাস্তি সহ্য করিতে পারিব না; কি জানি কোন লোক আমাকেও বধ করিবে।

ঈশ্বর কহিলেন, না, কেহ তোমাকে বধ করিবে না; কিন্তু তোমাকে স্থানে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

পরে কাবিল দূর দেশে গিয়া আপনার ও আপন সন্তান সন্ততিদিগের জন্যে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিল। তাহার বংশ সকল মন্দ কর্ম্ম করিয়া কাল যাপন করিত, ফলতঃ তাহারা শয়তানের বংশ হওয়াতে ঈশ্বরকে মান্য করিত না।

দেখ, আদম ও হবা এই রূপে আপনাদের দুই সন্তান-

কে হারাইল; কেননা হাবিল মরিল, ও কাবিল তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দূর দেশে গেল। তাহারা প্রিয় হাবিলকে মাটী দিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় কাবিলের দুষ্টতা দেখিয়া আরো অধিক দুঃখ পাইল।

অবহ্যা! তাঁহারা শয়তানের কথা শুনিয়া কেন ঐ ফল খাইল? যদি না খাইত, তবে কাবিল্ দুষ্ট হইত না ও হাবিল মরিত না, এবং তাহারা অসুখী হইত না।

কিন্তু ঈশ্বর আদম ও হবার প্রতি দয়াবান হইয়া শেথ নামক আর এক সন্তান তাহাদিগকে দিলেন। সে পবিত্র আত্মা পাইয়া ধার্ম্মিক মানুষ হইয়া উঠিল; এবং তাহার বংশও ঈশ্বরকে ভয় করিত, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে ভাল বাসিয়া আপন সন্তান বলিয়া ডাকিতেন।

৩ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

আদমের প্রথম দুই সন্তানের নাম কি?
তাহাদের স্বভাব কি মন্দ ছিল?
ঈশ্বর হাবিলকে কি রূপে উত্তম করিলেন?
কাবিল্ কি ব্যবসায় করিত?
হাবিল্ কি করিত?
তখনকার লোকেরা কি রূপে বলি উৎসর্গ করিত?
ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে বলি উৎসর্গ করিতে কেন বলিলেন?
ঈশ্বর কাবিলের বলি অগ্রাহ্য করিয়া হাবিলের বলি কেন গ্রাহ্য করিলেন?
কাবিল কি জন্যে হাবিলকে বধ করিল?
ঈশ্বর যখন কাবিলকে জিজ্ঞাসিলেন, হাবিল কোথায়? তখন সে কি বলিল?
ঈশ্বর কাবিলকে কি রূপ শাস্তি দিলেন?
আদমের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি?

৪ পাঠ।

জলপ্লাবনের বিষয়।

কালক্রমে কাবিলের অনেক সন্তান সন্ততি জন্মিল, এবং শেতেরও অনেক বংশ হইয়াছিল।

বহু বৎসর পরে আদম ও হবা ও কাবিল ও শেৎ সকলেই মরিল; কিন্তু তাহারা ছাড়া পৃথিবীতে অনেকং মনুষ্য ছিল। ঐ সকল মনুষ্য ভাল কি মন্দ ছিল?

প্রথমে কেহং ভাল ছিল বটে, কিন্তু ক্রমেং এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে সকলেই দুষ্ট হইয়া উঠিল। সেই ব্যক্তির নাম নোহ; সে ঈশ্বরকে ভাল বাসিত, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহার হৃদয়ে ছিলেন।

ঈশ্বর ঐ দুষ্ট লোকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে স্থির করিলেন; অতএব তিনি নোহকে কহিলেন, আমি অতিশয় বৃষ্টি বর্ষণ করাইব, তাহাতে তুমি ও তোমার পরিবার ব্যতিরেকে সকলেই জলে ডুবিয়া মরিবে। এই ক্ষণে তুমি একখান জাহাজ নির্ম্মাণ কর।

নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া অতি বড় এক জাহাজ প্রস্তুত করিতে লাগিল। সে অনেকং বৃক্ষ কাটিয়া তক্তা ও কড়িকাঠ বানাইল, পরে তাহা একত্র করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করিল। সেই জাহাজের পার্শ্বে কেবল একটি দ্বার, ও উপরিভাগে একটি জানালা রাখিল।

ইহার মধ্যে নোহ সকল মনুষ্যকে বারং বলিত, তোমরা দুষ্টতা ত্যাগ কর; যদি না কর, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিবেন। কিন্তু তাহারা নোহের

কথা মানিত না, বরং ঈশ্বরকে তুষ্ট না করিয়া কেবল খাওয়া পরা ইত্যাদিতে মত্ত হইয়া থাকিত।

তাবৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ জলপ্লাবনে নষ্ট হয়, ঈশ্বরের এমত ইচ্ছা ছিল না; অতএব তিনি নোহকে সকল প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে গোরু মেঁষ কপোত ইত্যাদি সাতং করিয়া, আর বাঘ সর্প কাক ইত্যাদি দুইং করিয়া জাহাজে লইতে কহিলেন; এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে এমন দমন করিলেন, যে তাহারা পরস্পর বিবাদ না করিয়া আপনা আপনি নোহের কাছে আসিয়া জাহাজে উঠিল। নোহ তাহাদের আহারের নিমিত্তে শস্য ঘাস ইত্যাদি অনেক বস্তু জাহাজে তুলিয়া লইল।

এই রূপে ঘুঘু চিল চড়াই চাতক শ্যামা ইত্যাদি পক্ষি সকল, এবং ঘোড়া কুকুর ছাগল টিকটিকি পিপীলিকা প্রজাপতি মৌমাছি ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার প্রাণী জাহাজে গেল।

পরে নোহ আপনার স্ত্রীকে ও তিন পুত্রকে ও তাহাদিগের স্ত্রীগণকে লইয়া জাহাজে উঠিল। জাহাজে কয় জন মানুষ ছিল? আট জন মাত্র। কিন্তু নোহ জাহাজের দ্বার বন্দ করিল না; ঈশ্বর করিলেন, এবং নোহ জানিত যে ঈশ্বরের আজ্ঞা না পাইলে তাহা খোলা উচিত নহে।

তখন দিবারাত্রি বড় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্ট লোকেরা কি মনে করিল? বোধ হয় তাহারা তখন নোহের বাক্য স্মরণ করিয়া খেদ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা বৃক্ষে কিম্বা উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়াছিল, তাহারাও রক্ষা পাইতে পারিল না; কারণ চল্লিশ দিবারাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে বৃক্ষ পর্ব্বত ইত্যাদি সকলই ডুবিয়া

গেল; তাহাতে জাহাজে যে সকল প্রাণী ছিল, তাহা ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ তাবৎ বৃদ্ধ যুবা শিশু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সকলেই মরিল

অবশেষে জলের উপর জাহাজ ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না। নোহ্ জাহাজে কত কাল বাস করিল? প্রায় এক বৎসর।

বৃষ্টি ধরণের বহুদিন পরে জল শুষ্ক হইয়াছে কি না, নোহ ইহা জানিতে বাঞ্ছা করিয়া এক দাঁড়কাককে জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিল। দাঁড়কাক সহজে পোষ মানে না, আর জাহাজে থাকিতে ভাল বাসে না। যদ্যপিও দাঁড়কাক জল ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না, তথাপি সে জাহাজে নোহের নিকটে ফিরিয়া আইল না, কিন্তু দিবারাত্রি জলের উপরে উড়িতে লাগিল।

অতএব নোহ পুনর্ব্বার পক্ষিগণের মধ্যে গিয়া জানালা খুলিয়া একটা কপোতকে ছাড়িয়া দিল। কপোত চারিদিগে কেবল জল দেখিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া জানালাতে ঠোকর মারিতে লাগিল, তাহাতে নোহ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ভিতরে লইল।

নোহ্ আরো সাত দিন অপেক্ষা করিয়া ঐ কপোত পক্ষিকে পুনর্ব্বার বাহিরে ছাড়িয়া দিল। সে সময়ে কপোত কতক বৃক্ষ দেখিয়া এক পত্র ঠোঁটে লইয়া নোহের নিকটে আইল। বোধ হয় নোহ ঐ কপোতকে বড় ভাল বাসিত।

নোহ্ আর সাত দিবস অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কপোতকে ছাড়িলে সে আর ফিরিয়া আইল না; তাহাতে নোহ্

জানিতে পারিল যে পৃথিবী শুষ্ক হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত তাহাকে আজ্ঞা না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত সে জাহাজহইতে বাহির হইল না।

কিছু কাল পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি এবং তোমার স্ত্রী ও পুত্রেরা ও তাহাদের স্ত্রীগণ এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীব সকল জাহাজহইতে বাহির হও।

জাহাজের দ্বার খুলিবা মাত্র পশু সকল বাহিরে আইল। মেষগণ কোমল ঘাসে শয়ন করিয়া ও ছাগগণ উচ্চ পর্ব্বতের উপরে পুনর্ব্বার উঠিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইল, তাহা বলা যায় না।

জানালা খুলিবামাত্র পক্ষি সকল উড়িয়া বৃক্ষেতে পুনর্ব্বার বসিল, তাহাতে বোধ হয় তাহারাও বড় আহ্লাদিত হইয়াছিল।

নোহ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা পুনর্ব্বার নবীন ঘাস ও পর্ব্বত ও ক্ষেত্র দেখিল, কিন্তু সে সকল দুষ্ট মনুষ্যদের মুখ আর দেখিতে পাইল না।

এই রূপে নোহ ঈশ্বরের অনুগ্রহে জলপ্লাবনহইতে রক্ষা পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া প্রস্তরের রাশিতে এক বেদী নির্ম্মাণ করিল। পরে সে কতক গুলিন পশু ও পক্ষিকে আনিয়া ঈশ্বরের নিকটে বলিরূপে উৎসর্গ করিল, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন ঈশ্বর দয়া করিয়া নোহের নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি জলদ্বারা জগৎকে আর নষ্ট করিব না। অতএব তোমরা ভারি বৃষ্টি দেখিয়া কদাচ মনে করিবা না



নোহের জাহাজ ও কপোত।

১৭ পৃষ্ঠ।



আরারট পর্ব্বত, যাহার উপরে জাহাজ লাগিল।

১৮ পৃষ্ঠ।

যে জল প্লাবন হইবে। বৃষ্টির পরেই আকাশে এক ধনুক দেখিতে পাইবা, সে আমার প্রতিজ্ঞার চিহ্ন জানিবা।

হে প্রিয় শিশুরা, তোমরা কি কখন ঐ ধনুককে দেখিয়াছ? সে কত বড়, ও কি সুন্দর বর্ণেতে বিভূষিত! তাহা দেখিয়া আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি যে ঈশ্বর পুনর্ব্বার জলপ্লাবনদ্বারা জগৎকে নষ্ট করিবেন না।

শেষ দিবসে যীশু আসিয়া অগ্নিদ্বারা জগৎকে পোড়াইবেন। তখন আমরা যেন নোহের মত রক্ষা পাই! কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরকে তুষ্ট না করিয়া কেবল আহার বিহার ইত্যাদিতে সর্ব্বদা মত্ত থাকি, তবে তিনি আমাদিগকেও জগতের সহিত অগ্নিতে নষ্ট করিবেন।

৪ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

ঈশ্বর কি নিমিত্তে জগৎকে জলে ডুবাইতে স্থির করিলেন?
নোহ কি প্রকারে রক্ষা পাইল?
ঈশ্বর তখনকার দুষ্ট লোকদিগকে ডুবাইয়া মারিবেন, ইহা কি তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন?
নোহ কোন২ পাখী জাহাজহইতে ছাড়িয়া দিল?
কি জন্যে তাহা ছাড়িয়া দিল?
ঈশ্বর নোহের নিকটে কি প্রতিজ্ঞা করিলেন?
আকাশে ধনুককে দেখিলে আমাদের কি স্মরণ করা উচিত?

---

৫ পাঠ।

ইব্রাহীমের আজ্ঞাবহতার পরীক্ষা।

নোহের পুত্রদিগের অনেক সন্তান হইল, এবং তাহাদেরও অনেক সন্তান সন্ততি জন্মিল। শেষে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি অধিক হইল।

ঐ সকল মনুষ্যেরা ভাল কি মন্দ ছিল?

তাহারা প্রায় মন্দ ছিল, ও মন্দ কর্ম্ম করিত। বিশেষতঃ তাহারা বৃক্ষ কাটিয়া তাহাতে ছেল্যেদের পুত্তলির ন্যায় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত, ও তাহাদের নিকটে হাঁটু গাড়িয়া পূজাদি করিত, এবং বলিত এই আমাদের ঈশ্বর! ইহারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।

সেই সকল প্রতিমা দেবতা নামে খ্যাত হইত। ফলতঃ জগতের প্রায় সমস্ত লোক সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ প্রকার প্রতিমাপূজা করিত। কোনং প্রতিমা কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, আর কোনং প্রতিমা প্রস্তরে কিম্বা রূপাতে অথবা স্বর্ণদ্বারা গঠিত হইত।

হে আমার প্রিয় শিশুগণ, তোমাদিগের পিতা মাতা তোমাদিগকে প্রতিমাপূজা করিতে না শিখাইয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

ঈশ্বর স্বর্গহইতে নীচে তাকাইয়া সকল লোককে প্রতিমা পূজা করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রাণে নষ্ট করিলেন না। কারণ যীশু অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আমি মনুষ্যদের পাপের নিমিত্তে আপন প্রাণ দান করিব।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমি এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাহাকে আমার প্রেম ও সেবা করিতে শিক্ষা দিব। সেই কালে ইব্রাহীম্ নামক এক ব্যক্তি ছিল, তাহার পিতা ও বন্ধুবর্গ প্রতিমাপূজা করিত। ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে ইব্রাহীম, তুমি আপন ঘর দ্বার ও

আত্মীয় বন্ধু সকলকে ত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাইব সেই দেশে চল। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব।

ঈশ্বর কোন্ স্থানে যাইতে কহিলেন, ইব্রাহীম তাহা না জানিয়াও তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র চলিয়া গেল। ইব্রাহীম ঈশ্বরের আজ্ঞা বড় মান্য করিত।

সারা নামে ইব্রাহীমের প্রিয়তমা স্ত্রী তাহার সঙ্গে চলিল। তাহাতে সে কতক গুলিন মেষ গোরু গাধা ইত্যাদি ও তাহাদের রক্ষার নিমিত্তে২ এক জন দাসকেও আপনার সঙ্গে লইল।

পথের মধ্যে মাঠ ও বৃক্ষ সকল ব্যতিরেকে মনুষ্যদের থাকিবার বাসস্থান অল্প ছিল। অতএব ইব্রাহীম রাত্রিতে কোথায় শয়ন করিত? সে তাম্বু বানাইয়া রাত্রিকালে তাহাতে শয়ন করিয়া থাকিত।

ইব্রাহীম আপন তাম্বু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ তাহাকে উচ্চ পর্ব্বতের উপরে এবং বড় নদীর পারে বহু ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হইত। শেষে যাইতে২ সে কিনান্ নামে এক সুন্দর দেশে গিয়া পৌঁছছিল। ঈশ্বর সেই দেশ তাহার বাসের নিমিত্তে স্থির করিয়াছিলেন।

ইব্রাহীম সে দেশে থাকিয়া সপরিবারে তাম্বুতে বাস করিত, এবং কখন২ প্রস্তর রাশিতে বেদী বানাইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে পশুবলি উৎসর্গ করিত। কিনানীয় লোকেরাও প্রতিমা পূজা করিত, কিন্তু ইব্রাহীম করিত না।

ঈশ্বর ইব্রাহীমকে বার২ কহিয়াছিলেন, আমি তোমা-

কে আশীর্ব্বাদ করিয়া রক্ষা করিব; তাহাতে কেহ তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। সে ঈশ্বরের কথানুসারে আপন ঘর ও দেশ ছাড়িয়াছিল, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতেন।

হে আমার প্রিয় বৎস সকল, তোমরাও ইব্রাহীমের মত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে ঘর ও দেশ ও ভাই বন্ধুকে ছাড়িতে কহেন নাই। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে উত্তম হইতে, ও সত্য কথা কহিতে, ও পিতামাতার আজ্ঞা মানিতে, এবং তাঁহার প্রতি প্রেম করিতে ধর্ম্মপুস্তকে কহিয়াছেন; এবং তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যদি তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর, তবে তিনি তোমাদিগকেও আপন বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন। আহা! ইহাতে তোমাদের কেমন সন্তোষ হইবে।

৫ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

জগতিস্থ প্রায় তাবৎ লোকেরা কাহার নিকটে প্রার্থনা করিত?
ঈশ্বর আপন বন্ধু বলিয়া কোন্ ব্যক্তিকে মনস্থ করিলেন?
ইব্রাহীমের স্ত্রীর নাম কি?
ইব্রাহীম পথের মধ্যে যাইতে২ কোথায় শয়ন করিত?
ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কোন্ দেশে লইয়া গেলেন?
কিনান্ দেশে কি প্রকার লোক বাস করিত?
ঈশ্বর ইব্রাহীমের প্রতি কেন সন্তুষ্ট হইলেন?
ঈশ্বর তাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেন?
তোমরাও কি ঈশ্বরের বন্ধু হইতে পার?

৬ পাঠ।

ইব্রাহীমের বিশ্বাসের পরীক্ষা।

ইব্রাহীম ও সারা কিনান্ দেশে থাকিয়া তাম্বুতে বাস করিত। তাহাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, আর তাহারা দুই জনেই অতি বৃদ্ধ, বোধ হয় তোমাদিগের পিতামহ পিতামহী অপেক্ষাও প্রাচীন ছিল। ইব্রাহীমের বয়স প্রায় ১০০ এক শত বৎসর, ও সারার প্রায় ৯০ নব্বই বৎসর হইয়াছিল।

পরে এক রাত্রিতে ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, তুমি তাম্বুর বাহির হইয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখ। তুমি কি ঐ তারা সকল দেখিতেছ?

তখন ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, এই তারাগণের ন্যায় তোমার বংশ অগণ্য হইবে, অর্থাৎ তোমার পুত্র পৌত্রাদি এমত বাহুল্য হইয়া উঠিবে যে তাহাদিগকে কেহ গণনা করিতে পারিবে না। আর তাহারা দুষ্ট কিনানীয় লোকদিগকে দূর করিয়া এ দেশে বাস করিবে।

সে সময়ে ইব্রাহীমের একটিও সন্তান ছিল না, তথাপি সে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস করিল। ঈশ্বরের বাক্যে প্রত্যয় করা ইব্রাহীমের উচিত ছিল বটে, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বদা সত্য কহেন, ও আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

কিছু দিন পরে উত্তাপ সময়ে ইব্রাহীম বৃক্ষতলে আপন তাম্বুর দ্বারে বসিয়াছিল, এমত সময়ে সে কিছু দূরে তিন জন মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের নিকটে দৌড়িয়া গেল, ও প্রণাম করিয়া তাহাদের মধ্যে এক জনকে কহিল

হে প্রভো, এখানে আসিয়া বিশ্রাম করুন! আমি আপনকাদের পা ধুইবার জন্যে জল ও আহারের নিমিত্তে কিছু রুটী লইয়া আসি, পরে আপনারা যাইবেন। তাহাতে তাহারা কহিল, ভাল, আমরা এ স্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিব।

সেই মনুষ্যেরা কে, তাহা কি তোমরা জান? তাহারা স্বর্গীয় দূতগণ; ফলতঃ তাহারা মনুষ্যরূপ ধরিয়া ঈশ্বরের নিকটহইতে কোন সংবাদ লইয়া ইব্রাহীমের কাছে আসিয়াছিল। ঈশ্বর মনুষ্যদের নিকটে সমাচার দিতে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহারা আমাদের নিকটে থাকিলেও আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না, কারণ তাহারা আত্মাস্বরূপ, এই জন্যে বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হয়।

ঐ দূতেরা তাম্বুর বাহিরে বৃক্ষতলে ছায়াতে বসিয়াছিল। ইব্রাহীম কিছু ময়দা লইয়া তাম্বুর ভিতরে গিয়া সারাকে শীঘ্র পিঠা প্রস্তুত করিতে কহিল; পশ্চাৎ সে আপনার পালের নিকটে গিয়া একটা হৃষ্ট পুষ্ট বৎস আনিয়া এক জন দাসকে বলিল, ইহাকে মারিয়া শীঘ্র রন্ধন কর।

এই সকল প্রস্তুত হইলে পর ইব্রাহীম মাখন ও দুগ্ধ ও পিঠা এবং মাংস ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য আনিয়া বৃক্ষতলে সাজাইয়া দিল। পরে ঐ তিন জন মনুষ্য তাহা খাইতে আরম্ভ করিল, ইহার মধ্যে ইব্রাহীম তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা খাইতেং ইব্রাহীমকে কহিল, তোমার স্ত্রী সারা কোথায়? সে কহিল, সারা তাম্বুর ভিতরে আছে।

তাহাতে তাহাদের মধ্যে এক জন কহিলেন, সারার এক পুত্র হইবে।

সারা তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া দূতের এই কথা শুনিল, কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিয়া সে হাসিতে লাগিল; কারণ সে মনে করিল, আমি বড় বুড়া হইয়াছি, আমার কি সন্তান হইতে পারিবে?

তাহাতে তিনি কহিলেন, সারা কি নিমিত্তে হাসিতেছে? উহার এক পুত্র অবশ্যই হইবে।

পরে সারা ভীতা হইয়া কহিল, আমি হাসি নাই। কিন্তু তিনি কহিলেন, হাঁ, তুমি হাসিয়াছ, বই কি।

তখন ঐ তিন জন উঠিয়া চলিয়া গেল; ইব্রাহীমও তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে২ কিছু দূরে গিয়া পুনর্ব্বার আপন তাম্বুতে ফিরিয়া আইল।

ঈশ্বর আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণে রাখিলেন, তাহাতে আগামি বৎসরে সারার এক পুত্র জন্মিল; তাহার নাম ইস্‌হাক্ রাখা গেল। সে অতি উত্তম বালক, এবং ঈশ্বর তাহাকে ভাল বাসিতেন। বোধ হয়, ইব্রাহীম ও সারা আপনাদের শিশু পুত্রকে দেখিয়া অতি আনন্দিত হইল।

দেখ দেখি, ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞা কি রূপে রক্ষা করিলেন। তিনি যেমন ইব্রাহীম ও সারাকে কহিয়াছিলেন, তোমাদের এক পুত্র হইবে, তাহাই হইল।

ইব্রাহীম ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাল কর্ম্ম করিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন; সারা প্রথমে বিশ্বাস করে নাই বটে, কিন্তু পশ্চাৎ বিশ্বাস করাতে ঈশ্বর তাহারও প্রতি তুষ্ট হইলেন।

হে আমার প্রিয় বাছা সকল, তোমাদিগকেও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতে হইবে। তোমরা বল দেখি, তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? যাহারা আমার নিকটে পবিত্র আত্মা যাচ্ঞা করে, আমি তাহাদিগকে তাহা দিতে প্রস্তুত আছি; ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তোমরা কি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস কর? তবে তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে তিনি অবশ্য আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন; ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও।

৬ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কত সন্তানাদি দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন
তিন জন দূত ইব্রাহীমের তাম্বুতে কি জন্যে আসিয়াছিল?
ইব্রাহীম তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল?
কত কাল পরে সারার পুত্র হইবে, এ বিষয়ে তাহারা কি কহিল
সারা কি সেই কথা শুনিবামাত্রেই বিশ্বাস করিল?
ঈশ্বর কি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন?
ইব্রাহীম ও সারার পুত্রের নাম কি?
ঈশ্বর ইব্রাহীমের প্রতি কেন সন্তুষ্ট হইলেন?

---

৭ পাঠ।

ইব্রাহীমের প্রেমের পরীক্ষা।

ইস্‌হাক্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইব্রাহীম ও সারার ন্যায় তাম্বুতে বাস করিত। তাহারা তিন জনে পরস্পর বড় প্রেম করিত ও ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া অনেক বৎসর পরম সুখে কাল যাপন করিল।

ইব্রাহীমের অনেক ধন ছিল; বিশেষতঃ গোরু গাধা মেষ ছাগল ইত্যাদি অনেক পাল, ও অনেক তাম্বু ও দাস দাসী এবং সোণা রূপা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু এই সকল ধন অপেক্ষা ইব্রাহীম এক বস্তু অধিক ভাল বাসিত; হে বাছা সকল, সে কি বস্তু, তাহা তোমরা জান? না, তাহার প্রিয় পুত্র ইস্‌হাক্, ফলতঃ সে তাহাকে আরং সকল বস্তু-হইতে অধিক ভাল বাসিত।

কিন্তু ইস্‌হাকহইতেও ইব্রাহীম ঈশ্বরকেই আধক ভাল বাসিত। ভাল, কি নিমিত্তে ইব্রাহীম আরং সকলহইতে ঈশ্বরকে প্রেম করিত? কারণ ঈশ্বরই তাহাকে সকল বস্তু দিয়াছিলেন।

অতএব ইব্রাহীম জগতের সকল বস্তুহইতে আপন পুত্রকে অধিক প্রেম করে, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তা-হার পুত্র ইস্‌হাকহইতেও সে আমাকে অধিক ভাল বাসে কি না, ইহার পরীক্ষা লইতে ঈশ্বর বাসনা করিলেন।

অপর ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, আমি যে স্থান তোমাকে দেখাইব, সেই স্থানে তুমি আপন প্রিয় পুত্র ইস্‌হাককে মেষ বাচ্চার ন্যায় আমার নিকটে বেদীর উপরে উৎসর্গ কর।

ইব্রাহীমের পক্ষে এ বড় কঠিন আজ্ঞা ছিল বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরকে অতিশয় ভাল বাসিত, এই জন্যে তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিত। অতএব ইব্রাহীম কিছু কাঠ কাটিয়া একটা গাধার পীঠে সাজা-ইয়া দিল, পরে ইস্‌হাককে এবং দুই জন দাসকে সঙ্গে আসিতে কহিয়া সারাকে তাম্বুতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চারি জনে তিন দিবসের পথ গিয়া সম্মুখে এক উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইল।

তখন ইব্রাহীম জানিল যে এই স্থানেই বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এই নিমিত্তে সে আপন দাসগণকে কহিল, আমি ও ইস্‌হাক্ ঐ পর্ব্বতের উপরে গিয়া ঈশ্বরকে পূজা করিয়া যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি, সেই পর্য্যন্ত তোমরা এই স্থানে গাধার সহিত থাক। পরে গাধার পীঠহইতে কাষ্ঠ খুলিয়া ইস্‌হাকের স্কন্ধে দিল, এবং আপনি এক হস্তে ছুরি ও অন্য হস্তে অগ্নি লইয়া ইস্‌হাকের সহিত পর্ব্বতের উপরে উঠিল।

ইস্‌হাক জানিতে পারিল না যে পিতা আমাকে মেষের বদলে বলিদান দিতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব সে ইব্রাহীমকে বলিল, হে পিতঃ, কাষ্ঠ ও অগ্নি আছে, কিন্তু মেষ বাচ্চা কোথায়?

ইব্রাহীম উত্তর দিল, হে আমার পুত্র, ঈশ্বর আপনি মেষ বাচ্চাকে যোগাইবেন। কিন্তু ইস্‌হাককে মেষবাচ্চার ন্যায় বেদীর উপরে উৎসর্গ করা যাইবে, ইহা ইব্রাহীম সে সময়ে তাহাকে কহিল না।

শেষে তাহারা পর্ব্বতের শৃঙ্গে গিয়া পৌঁহছিল। তখন ইব্রাহীম কতক গুলিন প্রস্তর লইয়া বেদী নির্ম্মাণ করিল, এবং ইস্‌হাকের স্কন্ধহইতে কাষ্ঠ লইয়া ঐ বেদীর উপরে রাখিল। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি মেষ বলি হইবে, তাহা ইস্‌হাক বুঝিতে পারিল; কারণ যে রজ্জুতে কাষ্ঠ বাঁধা ছিল, ইব্রাহীম তাহা লইয়া ইস্‌হাকের হাত পা বাঁধিয়া মেষের মত কাষ্ঠের উপরে রাখিল।



ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক বলি দিতে যায়।

২৮ পৃষ্ঠ।



যূষফের ভ্রাতারা তাহাকে নষ্ট করিতে পরামর্শ করে।

৪৬ পৃষ্ঠ।

তখন ইব্রাহীম ইস্‌হাককে কাটিতে ছুরি লইল; কিন্তু হাত তুলিবামাত্র শুনিল যেন আকাশে ঈশ্বরের দূত ডাকিয়া কহিতেছে, হে ইব্রাহীম২! তুমি আপন পুত্রকে নষ্ট করিও না, ও কোন ক্লেশ দিও না; কেননা ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রেম আছে, ইহার প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন, যেহেতুক তুমি আপনার একমাত্র পুত্র তাঁহাকে দিতে অস্বীকার করিলা না।

দূতের এই কথা শুনিয়া ইব্রাহীম শীঘ্র করিয়া ইস্‌হাকের হাত পা হইতে রজ্জু খুলিতে লাগিল, এবং তাহাকে বধ করা আবশ্যক নয়, ইহা জানিয়া সে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না।

ইব্রাহীম মুখ ফিরাইয়া ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ একটা মেষকে দেখিল, তাহাতে সে গিয়া ঐ মেষকে আনিয়া ইস্‌হাকের পরিবর্ত্তে বলি দিল। ইব্রাহীম আপন পুত্রকে ঈশ্বরহইতে পুনর্ব্বার পাইয়া তাঁহাকে পরম আনন্দে ধন্যবাদ করিল।

পরে ঐ দূত আকাশহইতে আর এক বার ইব্রাহীমকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আপনার এক মাত্র পুত্র ঈশ্বরকে দিয়াছ, ইহাতে তিনি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং তোমাকে ও তোমার পুত্র পৌত্র ইত্যাদি বংশ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আর তোমার বংশীয় এক সন্তান তাবৎ দেশীয় মনুষ্যদিগকে সুখী করিবেন।

হে প্রিয় শিশুগণ, ইব্রাহীমের সেই সন্তান কে, ইহা কি তোমরা জান? তিনি ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট। কলতঃ

অনেক বৎসর পরে যীশু ইব্রাহীমের বংশে মরিয়মের গর্ব্ভে জন্ম লইলেন, এবং মনুষ্যদের জন্যে স্বর্গগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া তাবৎ দেশীয় লোকদিগকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দূতের কথা শেষ হইলে ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক দুই জন পর্ব্বতহইতে নামিল। তখন ইস্‌হাকের পৃষ্ঠে কাষ্ঠের বোঝা ছিল না, এবং ইব্রাহীমের মনের বোঝাও তোলা গেলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হইয়া পথে চলিল। পরে তাহারা দাসদিগকে গাধার সহিত সেই স্থানেই পাইয়া সকলে একত্র হইয়া সারার নিকটে তাম্বুতে ফিরিয়া গেল।

হে বাছা সকল, তোমরা কি নিশ্চয় জান যে ইব্রাহীম ঈশ্বরকে ভাল বাসিত? তাহা কি প্রকারে জানিলা? কারণ সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া আপন পুত্রকে তাঁহার নিকটে বলি দিতে প্রস্তুত ছিল। তবে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরকে ভালবাসা তোমাদেরও কর্ত্তব্য কি না? হাঁ, কর্ত্তব্য বটে; কেননা ঈশ্বর তোমাদিগকে সকলই দেন।

তোমরা আপনং পিতা মাতাকে বড় ভাল বাস, কিন্তু তাহাদের হইতে এবং খেলনা ও আহার ইত্যাদি সকল প্রিয় বস্তুহইতেও ঈশ্বরকে ভালবাসা তোমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা যদি ঈশ্বরকে ভালবাস, তবে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবা। তোমরা মিথ্যা কথা কহিবা না, ও রাগ করিবা না, এবং কাহাকেও গালি দিবা না, কারণ তিনি এই সকল করিতে বারণ করেন; কিন্তু ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবা। তাহাতেই তোমরা ইব্রাহীমের মত ঈশ্বরের প্রিয় হইবা।

৭ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বর ইব্রাহীমকে আপন পুত্র উৎসর্গ করিতে কহিলেন কেন?
ইব্রাহীম কি ঈশ্বরের ঐ কথা মানিল?
ইস্‌হাক পিতার সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া তাহাকে কি বলিল?
ইব্রাহীম পর্ব্বতের উপরে পৌঁছিয়া কি করিতে লাগিল?
ইব্রাহীম ইস্‌হাককে প্রাণে মারিল না কেন?
আর২ সকলহইতে ঈশ্বরকে অধিক প্রেম করা কর্ত্তব্য কেন?

---

৮ পাঠ।

যাকুবের স্বপ্ন।

ইব্রাহীম্ ও সারা অতি বৃদ্ধ হইলে পর সারার মৃত্যু হইল। ইব্রাহীম তাহাকে কবর দিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু কিনান্ দেশের মধ্যে তাহার নিজের কিছু মাত্র ভূমি না থাকাতে সে রূপা দিয়া কিনানীয় লোকদের নিকটহইতে এক ক্ষেত্র ক্রয় করিল।

ঐ ক্ষেত্র বৃক্ষেতে বেষ্টিত ও তাহাতে একটা বড় গহ্বর ছিল। ইব্রাহীম সারার মৃত দেহ লইয়া ঐ গহ্বরে রাখিল। অবশেষে ইব্রাহীমও মরিল, তাহাতে ইস্‌হাক তাহার শরীরকে ঐ গহ্বরে পুতিল।

ইব্রাহীম শেষ দিবসে অর্থাৎ বিচার দিনে ঐ গহ্বরহইতে উঠিয়া ঈশ্বরের সহিত স্বর্গে বাস করিবে। কেননা কিনান দেশ আমার অধিকার হইবে, ইব্রাহীম এমত ইচ্ছা না করিয়া তাহাহইতে উত্তম দেশে অর্থাৎ স্বর্গে ঈশ্বরের সহিত বাস করিতে বাসনা করিত।

ইব্রাহীমের আত্মা মরে নাই, সে এখনও ঈশ্বরের নিকটে আছে, এবং শেষদিনে তাহার দেহও জীবৎ হইবে। হে বাছা সকল, তোমরা তাহাকে দেখিতে পাইবা, এবং যদি ইব্রাহীমের মত ঈশ্বরকে ভাল বাস, তবে তোমরাও তাহার সহিত স্বর্গেতে বাস করিবা।

ইস্‌হাক রিব্‌কা নাম্নী এক জন উত্তমা কন্যাকে বিবাহ করিল; সেই স্ত্রী সারার তাম্বুতে থাকিত।

ইস্‌হাকের দুই পুত্র জন্মিল; তাহাদের নাম এষৌ ও যাকূব। তাহারা যমক, অর্থাৎ এক সময়ে জন্মিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের স্বভাব ও আকার প্রকার ইত্যাদি সকলই বিভিন্ন ছিল।

এষৌ যুবা হইয়া শিকারী হইল; অর্থাৎ সে হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনেতে পক্ষি ও হরিণকে মারিয়া বাটীতে আনিত। পরে সে তাহাদের মাংস রন্ধন করিয়া পিতাকে খাইতে দিত।

শিকার করা ও মাংস রন্ধন করা মন্দ কর্ম্ম নয় বটে; কিন্তু এষৌর মন ধার্ম্মিক ছিল না, তাহাতে সে ঈশ্বরের আরাধনাহইতে খাদ্য পানাদি অধিক ভাল বাসিত; ফলতঃ সে কখন ঈশ্বরের চিন্তা করিত না।

যাকূব রাখাল ছিল; সে আপন পিতা মাতার সহিত তাম্বুর নিকটে থাকিয়া ছাগল মেষ ইত্যাদি চরাইত।

আমি দুঃখিত হইয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, ইস্‌হাক বৃদ্ধ বয়সে যাকূবহইতে এষৌকে অধিক ভাল বাসিত, কারণ এষৌ তাহাকে উত্তমং মাংসাদি খাইতে দিত। কিন্তু সেই নিমিত্তে তাহাকে অধিক ভালবাসা উচিত ছিল না।

রিব্কা যাকূবকে ভাল বাসিত, কারণ সে তাহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিত।

বোধ হয় যাকূব ও এষৌ পরস্পর প্রেম করিত না। যাকূব কখন২ এষৌর প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিত, তাহাতে এষৌ যাকূবকে ঘৃণা করিয়া নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিত। এক দিন সে কহিল, আমার পিতা শীঘ্র মরিবেন, পরেই আমি যাকূবকে বধ করিব।

রিব্কা এষৌর এই দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া ভীতা হইল, তাহাতে সে যাকূবকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, এষৌ তোমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব তুমি আপন মামা লাবনের কাছে গিয়া কিছু কাল বাস কর; পরে এষৌর ক্রোধ সম্বরণ হইলে আমি তোমাকে ডাকাইয়া আনিব।

যাকূব আপন মাতার কথা শুনিয়া ইস্হাকের নিকটে বিদায় লইল। বিদায় কালে ইস্হাক্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল; কিন্তু সে পিতার নিকটহইতে কিছু চাহিল না।

এই রূপে যাকূব দাস কিম্বা মেষ ছাগ ইত্যাদি কোন পশু সঙ্গে না লইয়া একাকী ভাবিতেং চলিয়া গেল। তাহার চড়িবার একটী গাধাও ছিল না; আর যেখানে তাহার মামা ছিল, সে স্থান সে কখন দেখে নাই, অতএব দিনহীন যাত্রির ন্যায় যাকূব যষ্টি হস্তে লইয়া সেই দূর দেশে গেল।

হে আমার বাছা সকল, তোমরা আপনং পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া দূরস্থানে গমন করিতে কি দুঃখিত হইতা না? বোধ হয়, যাকূবও সেইরূপ দুঃখিত হইত।

পথের মধ্যে তাহার তাম্বু কিম্বা শয়ন করিবার ঘর ছিল না, তাহাতে রাত্রি হইলে সে পাথর বালিশ করিয়া মাটীতে শয়ন করিত। সেই দেশে ভালূক ও নেকড়ে বাঘ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর যাকূবকে রক্ষা করিলেন, এবং তাহার ভাবনা জানিয়া তাহাকে এক বড় মনোরঞ্জক স্বপ্ন দিলেন।

যাকূব স্বপ্নেতে দেখিল, যেন পৃথিবীহইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত এক বড় সিঁড়ি লাগান আছে, তাহাদ্বারা অনেক অতি সুন্দর দূত নামিতেছে এবং উঠিতেছে; সকলের উপরে সে ঈশ্বরকে দর্শন করিল। পরে যাকূব ঈশ্বরের রব শুনিল, যেন তিনি ডাকিয়া কহিতেছেন, আমি ইব্রাহীম্ ও ইস্হাকের ঈশ্বর। তুমি যে দেশে যাইতেছ সে দেশে আমি তোমাকে রক্ষা করিব, এবং পুনর্ব্বার এদেশে আনিব; এবং যেখানে তুমি শয়নে আছ, এই কিনান্ দেশে তোমার সন্তানাদি বাস করিবে।

যাকূবের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে তাহার অন্তঃকরণে সন্তোষ জন্মিল; কারণ সে জানিল, ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণ আমাকে চৌকি দিয়া রক্ষা করিতেছেন। পরে সে ঐ মনোরঞ্জক স্বপ্নের স্থান যেন না ভুলে, এই জন্যে আপন বালিশের নিমিত্তে যে প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা স্তম্ভের ন্যায় স্থাপন করিল। ইহাতে সে মনে করিল, আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার এ দেশে আসিয়া সহজে এই স্থান দেখিতে পাইব।

সে স্থানে মেষ না থাকাতে যাকূব মেষবলি উৎসর্গ করিতে পারিল না, অতএব সে কিঞ্চিৎ তৈল প্রস্তরের উপরে ঢালিয়া ঈশ্বরকে ভজনা করিল। সে আরও কহিল,

যদি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়া আহার ও পরিধান বস্ত্র যোগাইয়া দেন, এবং পুনর্ব্বার আমাকে এই দেশে লইয়া আইসেন, তবে তিনিই আমার ঈশ্বর হইবেন, এবং এই প্রস্তর তাঁহার মন্দির হইবে।

যাকূব আপন মনে নিশ্চয় জানিত যে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার নিজ দেশে আনিবেন, কারণ ঈশ্বর ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, ঈশ্বর যাকূবের ন্যায় তোমাদেরও রক্ষা করেন; তিনি আপন দূতগণকে তোমাদের চৌকি দিতে পাঠান।

৮ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

কে সারাকে মাটী দিল?
ইব্রাহীম কোন্ স্থানে তাহাকে পুতিল?
ইসহাকের স্ত্রীর নাম কি?
তাহার পুত্রদের নাম কি?
তাহারা কি ব্যবসায় করিত?
যাকূব পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া দূরদেশে কেন গেল?
সে মাটীতে শয়ন করিয়া কি স্বপ্ন দেখিল?
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে কি করিল?
যাকূব ঈশ্বরকে কি কহিল?

---

৯ পাঠ।

যাকূবের প্রবাস।

যাকূব বহু দিবস ভ্রমণ করিয়া শেষে উত্তম তৃণযুক্ত এক স্থানে গিয়া পৌঁছিল। সে স্থানে এক কূপ ও তাহার উপরে এক বড় প্রস্তর দেখিল, ঐ কূপের চারিদিগে মেষ-

পাল ও কতক রাখাল ছিল। যাকূব্ কূপ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল, কেননা সে দেশে জল সকল স্থানে পাওয়া যাইত না।

পরে যাকূব রাখালদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা লাবনকে চিন?

তাহারা কহিল, হাঁ চিনি।

তাহাতে যাকূব কহিল, তিনি কি ভাল আছেন?

রাখালেরা উত্তর দিল, ভাল আছেন; আর এই দেখ, তাঁহার কন্যা রাহেল্ পিতার মেষপালকে লইয়া আসিতেছে।

ইহা শুনিয়া যাকূব অতি আনন্দিত হইল, কারণ রাহেল তাহার মামাতো ভগিনী। অতএব সে তাহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কান্দিতে লাগিল।

যাকূব কি জন্যে কান্দিল? বোধ হয়, আহ্লাদ প্রযুক্ত কান্দিল; কারণ সে অনেক দিন অবধি কোন আত্মীয় লোককে দেখিতে পায় নাই।

যাকূব প্রথমে পরিচয় না দেওয়াতে রাহেল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কিন্তু সে পশ্চাৎ বলিল, আমি তোমার ভাই যাকূব, আমি অনেক দূরহইতে আসিয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র রাহেল দৌড়িয়া গিয়া আপন পিতা লাবনকে কহিল, আমার ভ্রাতা যাকূব আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে কূপের নিকটে বসিতে দেখিয়াছি।

তখন লাবন্ শীঘ্র গিয়া যাকূবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল; আমি তোমার মামা, অতএব তুমি আমার বাটীতে আইস। এই রূপে যাকূব লাবনের বাটীতে গেল।

কিছু কাল পরে সে লাবনের মেষরক্ষক হইল, এবং শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া সিংহ ভালূক ইত্যাদি হিংসুক জন্তুর ভয়হইতে দিবারাত্রি মেষ রক্ষা করিত।

লেয়া ও রাহেল্ নামে লাবনের দুই কন্যা ছিল। সে উভয়কেই যাকূবের সহিত বিবাহ দিল, তাহাতে যাকূবের দুই স্ত্রী হইল। ফলতঃ সে সময়ের লোকেরা কখন২ অনেক বিবাহ করিত।

ঈশ্বর যাকূবকে অনেক সন্তান সন্ততি দিলেন, সে সকলের নাম আমি তোমাদিগকে এখন বলিতে পারিব না। যাকূব বহু দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্র লইয়া তাম্বুতে বাস করিল। সে লাবনের মেষ রক্ষা করিত, ইহার নিমিত্তে লাবন তাহাকে কতক মেষ ও ছাগ বার২ দিত। ঈশ্বর যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই মত যাকূব ঐ দূর দেশে যথেষ্ট আহার ও বস্ত্র ইত্যাদি পাইত; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করেন।

কিন্তু যাকূব পিতা মাতা ও আপন জন্ম ভূমি কিনান দেশকে ভুলিতে পারিল না। সে বিলক্ষণ জানিত যে ঈশ্বর ঐ দেশ ইব্রাহীম ও ইস্হাক ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তে যাকূব পুনর্ব্বার সেই দেশে বাস করিতে বাঞ্ছা করিল।

যে ধার্ম্মিক লোকেরা প্রথমে কিনান দেশে বাস করিত, তাহাদের ও তাহাদের স্ত্রীদিগের নাম এক্ষণে লিখি।

ইব্রাহীম্———— সারা
ইস্হাক্———— রিব্কা
যাকূব্———— লেয়া ও রাহেল্।

৯ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

রাহেল কে?
যাকূব প্রথমে কোথা তাহার দেখা পাইল?
যাকূবের মামার নাম কি?
যাকূব লাবনের নিকটে কি কর্ম্ম করিত?
যাকূবের স্ত্রীগণের নাম কি?
যাকূবের নিজের কোন মেষ ছাগল ইত্যাদি ছিল কি না?
সে কিনান দেশে পুনর্ব্বার বাস করিতে চাহিল কেন?

---

১০ পাঠ।

যাকূব ও এষৌর পুনর্ম্মিলন।

অনেক কাল পরে যাকূব আপন মামা লাবনকে কহিল, আমি বহু দিবস তোমার দাসত্ব করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আপন দেশে যাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু লাবন যাকূবকে যাইতে দিল না, বরং তাহার প্রতি কঠিন ব্যবহার প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাতে যাকূব দেশে যাইবার কারণ আরও ব্যাকুল হইল।

কোন সময়ে যাকূব মাঠে মেষপাল চরাইতে২ ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, যেন ঈশ্বর কহিতেছেন, তুমি আপন পিতার নিকটে ফিরিয়া যাও, তাহাতে আমি তোমার সহিত যাইব।

অতএব যাকূব জাগিয়া উঠিলে রাহেল ও লেয়াকে ডাকিতে এক জন দাসকে পাঠাইল। তাহারা আইলে যাকূব কহিল, ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া পিতার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া রাহেল ও লেয়া কহিল, আমরা তোমার সঙ্গে যাইব।

পরে যাকূব আপনার তাম্বুর বস্ত্রাদি এবং আর২ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বান্ধিল, এবং উট ও গাধা সকলের পীঠে বোঝাই করিয়া দিল। যাকূব আপন স্ত্রীগণ ও একাদশ সন্তানকে উটের উপরে চড়াইয়া দাসদিগকে কহিল, তোমরা আমার অগ্রে এই মেষ গোরু ছাগ গাধা ইত্যাদি পশু সকল হাঁকাইয়া যাও। এই রূপে তাহারা সকলে যাত্রা করিতে লাগিল।

যাকূবের তাম্বু লাবনের বাসস্থানের নিকটে ছিল না, তাহাতে সে শীঘ্র জানিতে পারিল না যে তাহারা দেশে চলিয়া গিয়াছে। শেষে যাকূব পলাইয়াছে, ইহা শুনিয়া লাবন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িল, এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া যাকূবকে ফিরিয়া আসিতে বিনতি করিল, কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকার করিয়া কিনান দেশে যাইতে স্থির করিল।

যাকূব আনন্দিত মনে কিনান দেশে গমন করিত, কিন্তু আপন ভ্রাতা এসৌর কথা স্মরণ করিয়া সে ভীত হইল; ফলতঃ এসৌ পূর্ব্বে কহিয়াছিল, যে আমি যাকূবকে বধ করিব, যাকূব ইহা স্মরণ করিয়া ভয় পাইল, পাছে এসৌ আসিয়া আমাকে সপরিবারে নষ্ট করে।

কিছু কাল পরে যাকূব শুনিল, এখন এসৌ ৪০০ চারি শত মনুষ্যকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন; ইহাতে সে মনে করিল, আমাকে বধ করিতে আসিতেছেন। একারণ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল; হে ঈশ্বর, তুমি

আমার প্রতি বড় দয়া করিয়া নানা প্রকার বিষয়াদি দিয়াছ; এক্ষণে এই নিবেদন করি, এষৌকে আমার প্রতি এবং আমার স্ত্রী পুত্রদের প্রতি হিংসা করিতে দিও না, কেননা তুমি আমাকে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ।

ঈশ্বর যাকূবের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

যাকূব মনে২ পরামর্শ করিল, আমি আপন ভ্রাতার নিকটে ভেট পাঠাই. তাহাতে তিনি আমার পুনর্ম্মিলনের ইচ্ছা বুঝিবেন। ইহা স্থির করিয়া যাকূব অনেক ছাগ মেষ গোরু গাধা উট ইত্যাদি পশু আপন দাসগণকে দিয়া কহিল, তোমরা এই সকল লইয়া এষৌর নিকটে যাও, আর তাহাকে বল, আপনার দাস যাকূব আপনকার নিকটে এই ভেট দিয়াছেন।

পরে যাকূব বিরলে গিয়া সেই সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে যাকূব এষৌকে ৪০০ চারি শত জন সঙ্গে লইয়া নিকটে আসিতে দেখিল। যাকূব তাহাতে পলায়ন করিল না, কিন্তু অগ্রে গিয়া সাত বার দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইল।

তখন এষৌ কি করিল?

ঈশ্বর এষৌর অন্তঃকরণকে বড় দয়ার্দ্র করিয়াছিলেন, তাহাতে সে দৌড়িয়া গিয়া যাকূবের গলা ধরিয়া চুম্বন করিল। পরে দুই জনে কান্দিতে লাগিল।

যাকূব আপন ভ্রাতা এষৌর এইরূপ দয়া দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইল। সে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা

করিয়াছিল, যে এষৌ আমার প্রতি দয়া করে তা-হাতে ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা সফল করিলেন।

পরে এষৌ রাহেল ও লেয়া এবং বালকদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহারা কে?

যাকূব উত্তর দিল, ইহারা আমার সন্তান। ঈশ্বর আ-মার প্রতি দয়া করিয়া এই সকল পরিবার দিয়াছেন।

পরে রাহেল ও লেয়া এবং বালক ও দাসীগণ প্রভৃতি সকলেই নিকটে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া এষৌকে নমস্কার করিল। কনিষ্ঠ বালকের নাম যূষফ, সে রা-হেলের পুত্র।

পরে এষৌ যাকূবকে কহিল, আমি পথের মধ্যে অনেক মেষ গোরু এবং ছাগল ইত্যাদি দেখিয়াছি, কি জন্যে তুমি ঐ সকল আগে পাঠাইয়াছ?

যাকূব কহিল, ঐ সকল পশু আপনকার ভেটের নি-মিত্তে পাঠাইয়াছি।

তাহাতে এষৌ উত্তর করিল, হে ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তোমার যাহা আছে তাহা আপনারই জন্যে রাখ।

যাকূব কহিল, নিবেদন করি আপনি আমার ভেট গ্রহণ করুন, কেননা ঈশ্বর আমাকে যথেষ্ট দিয়াছেন। এইরূপ যাকূবের অনেক বিনয় বাক্য শুনিয়া এষৌ শেষে ভেট গ্রহণ করিল।

পরে এষৌ যাকূবকে কহিল, আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া চলি; আমি তোমাদের আগে২ যাই।

কিন্তু যাকূব কহিল, আমি আপনকার মত শীঘ্র যাইতে পারিব না, কেননা আমার সহিত অনেক ছোট২ শিশু ও

মেষবাচ্চা ও ছাগল ছা ইত্যাদি আছে। যদি এক দিবস তাহাদিগকে অধিক দৌড়াইয়া লইয়া যাই, তবে তাহা-রা মরিয়া যাইবে। এ প্রযুক্ত যাকূব এষৌর সহিত গমন করিল না।

তখন এষৌ আপনার বাটীতে চলিল; তাহার বাটী কিনান দেশহইতে দূর ছিল, অতএব সে কিনান দেশে বিলম্ব করিতে পারিল না; কিন্তু যাকূব কিনান দেশে রহিল, কারণ সে ঐ দেশে বাস করিতে ইচ্ছা করিত।

দেখদেখি, ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে যাকূবকে পুনর্ব্বার কিনান দেশে আনিলেন।

যাকূব যে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা ভুলিল না; অতএব সেখানে গিয়া তাহার যে বালিশের পাথর স্তম্ভ রূপে রাখিয়াছিল, তাহা সে পুনর্ব্বার অনায়াসে দেখিতে পাইল। যাকূব সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদানাদি করিল। ফলতঃ ঈশ্বর এইরূপে তাহার প্রতি অতি দয়াবান হইয়া আপন প্রতিজ্ঞামতে তাহাকে আহার ও বস্ত্র দিয়া কিনান দেশে পুনর্ব্বার আনাইয়াছিলেন; তাহা কেবল নয়, বরং প্রতিজ্ঞার অধিকও আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি পুত্র দাস গো মেষ ইত্যাদি দিয়া তাহার ভ্রাতা এষৌর মন নম্র করিয়াছিলেন। এই সকল অনুগ্রহ প্রযুক্ত যাকূব ঈশ্বরের প্রতি বড় প্রেম করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিল।

হে প্রিয় শিশুরা, ঈশ্বর কি তোমাদেরও প্রতি নিত্যং দয়া করেন না? তিনি তোমাদিগকে কিং বস্ত্র দিয়াছেন. তাহা আমাকে কহ।

তিনি পিতা মাতা ভাই বন্ধু ঘর বস্ত্র আহার ইত্যাদি অনেক বস্তু দিয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সকলের নিমিত্তে ঈশ্বরকে অতিশয় প্রেম করা তোমাদিগের উচিত হয়।

১০ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

যাকুবকে আপন পিতার স্থানে ফিরিয়া যাইতে কে বলিলেন?
যাকুব দেশে যাইতে কেন ভয় করিল?
সে ভীত হইয়া কি করিল?
এষৌ যাকুবের দেখা পাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিল?
যাকুব যে স্থানে দূতের দর্শন পাইয়াছিল, সেই স্থানে কি কখন ফিরিয়া যায় নাই?
সেই দর্শনের পরে ঈশ্বর যাকুবের প্রতি কিরূপ দয়া করিয়াছিলেন?

---

১১ পাঠ।

যূষফের স্বপ্নের বিষয়।

যাকুব আপন বৃদ্ধ পিতা ইস্‌হাকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার কিছু কাল পরে ইস্‌হাক্ মরিল, এবং যে স্থানে ইব্রাহীম ও সারার মৃত দেহ পোতা গিয়াছিল, সেই স্থানে যাকুব ও এষৌ তাহাকে পুতিয়া রাখিল। তাহারা সকলে একত্র হইয়া শেষ দিবসে উঠিবে। ফলতঃ কিনানহইতে এক উত্তম দেশে অর্থাৎ স্বর্গে বাস করিতে ইস্‌হাকের নিতান্ত বাসনা ছিল।

এষৌ কিনান দেশে বাস করিত না, কিন্তু যাকুব আ-

পন পরিবার ও পশুপাল ইত্যাদি লইয়া কিনান দেশে থাকিতে ইচ্ছা করিত।

যাকূবের আর২ সকল সন্তানেরা বয়স প্রাপ্ত হইলে বিন্‌য়ামীন্ নামক কনিষ্ঠ সন্তান অতি শিশু ছিল। যূষফ তাহার সহোদর ভ্রাতা, সে তাহাহইতে বড়, কিন্তু আর২ সকলের ছোট ছিল।

যূষফ যাকূবের সকল সন্তান অপেক্ষা উত্তম; ফলতঃ অন্য দশ জন দুষ্ট লোক ছিল। তাহারা পিতার মেষ ও ছাগাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিত, এবং যূষফ তাহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদের দুষ্ট ব্যবহার দেখিয়া অতি দুঃখিত হইত; ফলতঃ তাহারা সর্ব্বদা তাহাকে বড় কর্কশ বাক্য কহিত।

যাকূব যূষফকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতারা তাহার প্রতি হিংসা ও ঘৃণা করিত।

একবার যাকূব যূষফকে একটা বড় সুন্দর কুর্ত্তী দিয়াছিল; তাহা নানা বর্ণেতে চিত্র বিচিত্র, বোধ হয় যূষফ বড় সন্তুষ্ট হইয়া তাহা পরিত।

শয়তান মনুষ্যদের মনে হিংসা জন্মায়, অতএব আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই যাচ্ঞা করি, হে প্রভো, আমাদিগকে হিংসাহইতে রক্ষা কর। এক্ষণে তোমরা শুন, ঐ দশ ভ্রাতারা আপন ছোট ভাই যূষফের প্রতি হিংসা করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিল।

এক রাত্রিতে যূষফ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল, যেন সে আপন ভ্রাতাদের সহিত এক শস্য ক্ষেত্রে থাকিয়া বড়২ শস্যের আটি বান্ধিতেছে। পরে আটি সকল উঠিয়া

দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার ভাইদের আটি সকল তাহার আটির নিকটে ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যূষফ মনে করিল, এ অতি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! পরে সে আপন ভ্রাতাদের নিকটে তাহা কহিল; কিন্তু তাহারা শুনিবামাত্র বড় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুমি আমাদের কনিষ্ঠ হইলেও আমরা কি তোমাকে নমস্কার করিব? বুঝি তোমার এই অভিপ্রায়। অতএব তাহারা যূষফের প্রতি আরো হিংসা করিল।

কিছু কাল পরে যূষফ আর এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল, যেন সূর্য্য ও চন্দ্র এবং একাদশ তারা তাহাকে প্রণাম করিতেছে। এই স্বপ্ন পূর্ব্ব স্বপ্নহইতেও আশ্চর্য্য, এবং ইহাও সে ভ্রাতৃগণকে এবং পিতাকে বলিল।

যাকূব ইহা শুনিয়া তাহাকে ধমকাইয়া কহিল, এ কি স্বপ্ন দেখিলা? তুমি কি মনে কর, যে সূর্য্যের মত আমি এবং চন্দ্রের মত তোমাদের মাতা এবং তারাগণের মত তোমার ভাইরা আমরা সকলেই আসিয়া তোমাকে প্রণাম করিব? কিন্তু যাকূব তাহাকে এইরূপ ধমকাইয়াও মনে করিল যে ঈশ্বর ইহাকে এই স্বপ্ন দিয়া থাকিবেন, অতএব ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যূষফের ভ্রাতারা তাহার প্রতি আরো ঈর্ষ্যা করিল।

ঐ দশ ভ্রাতৃগণকে অনেক মেষ ও ছাগপাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত, কিন্তু তাম্বুর নিকটে তাহাদের চরিবার যথেষ্ট তৃণাদি না থাকাতে তাহারা সেই পালকে অনেক দূরে লইয়া যাইত। যূষফ তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকটে থাকিত, ও বিন্য়ামীন্ অতি শিশু প্রযুক্ত তাম্বুতে থাকিত।

পরে যাকূব তাহার পুত্রদের মঙ্গল জানিবার কারণ যূষফকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদের নিকটে গিয়া তাহাদের ও পাল সকলের মঙ্গল দেখ, পরে আসিয়া আমাকে সমাচার দেও।

যূষফ পিতার আজ্ঞা পালনে করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল, অতএব সে বিলম্ব না করিয়া একেবারে চলিয়া গেল। সে কোন দাসকে সঙ্গে লইল না, কিন্তু ঐ সুন্দর কুর্ত্তা পরিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিল; আর কত কাল পরে প্রিয় পিতার মুখ দর্শন করিব, এমত ভাবনা তাহার মনে একবার উদয় হইল না।

যূষফ অনেক দূরে গেল, কিন্তু ভ্রাতাদের কোন সন্ধান পাইল না। শেষে এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার অন্বেষণ করিতেছ?

যূষফ উত্তর দিল, আমি আপন ভ্রাতাদের অন্বেষণ করিতেছি; তুমি কি বলিতে পার, তাহারা কোন্ স্থানে মেষদিগকে চরাইতেছে?

তখন তাহারা যে স্থানে গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি তাহা দেখাইয়া দিলে যূষফ বহু ক্লেশে তাহাদের দেখা পাইল।

অপর তাহার ভ্রাতারা অনেক দূরে যূষফকে আসিতে দেখিয়া ঐ সুন্দর কুর্ত্তাদ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিল। ইহাতে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, স্বপ্ন দর্শক আসিতেছে; আইস আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি। পরে পিতাকে কহিব, কোন সিংহ কিম্বা ভালূক তাহাকে মারিয়া খাইয়া থাকিবে।

অতএব যূষফ তাহাদের নিকটে আসিবামাত্র তাহারা

তাহাকে ধরিল। সে তাহাদিগকে দয়া ও প্রেম করিয়া তাহাদের শারীরিক মঙ্গল জানিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি বড় নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিল। অতএব সে যেন বাঘ ও সিংহ দলের মধ্যে এক নম্র মেষ বাচ্চার ন্যায়, অথবা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন বাগানে যিহূদি লোকদের হস্তে ধরা পড়িলেন, তাঁহারি মত ছিল।

যূষফের ভ্রাতৃগণ যখন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, তখন রুবেণ নামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কহিল, ইহাকে না মারিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দিই। রুবেণ অন্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা কিছু দয়ালু ছিল, ফলতঃ তাহার এই অভিপ্রায় যে যূষফকে গর্ত্তহইতে উঠাইয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে লইয়া যাই। ইহাতে ভ্রাতৃগণ তাহাকে বধ করিতে ক্ষান্ত হইল; কিন্তু তাহারা যূষফের নানা বর্ণের কুর্ত্তা খুলিয়া লইল।

ইহা দেখিয়া যূষফ হায়২ করিয়া আপন দুরবস্থা জানিল, তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে২ কাকুতি পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিয়া কহিল, আমাকে পিতার নিকটে যাইতে দেও। কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হওয়াতে তাহারা তাহার বাক্য শুনিল না।

তাহারা যূষফকে গভীর অন্ধকার গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। সেখানে সে ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে কাতর হইয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে এক বিন্দু জলও পাইল না। আহা কি দুঃখের বিষয়! যূষফ মনে করিল, আমি আর পিতার নিকটে ফিরিয়া যাইতে পারিব না. তাহাতে তিনি আমাকে মৃত জানিবেন।

দুষ্ট ভ্রাতারা তাহার কাতরোক্তি না শুনিয়া ইচ্ছা-

মতে আহার বিহার করিতে লাগিল; কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গীয় সিংহাসনহইতে তাহা দেখিয়া অতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

১১ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

যাকুবের কত জন পুত্র ছিল?
তাহাদের মধ্যে উত্তম কে?
যাকুব্ কাহাকে অধিক প্রেম করিত?
যূষফের ভ্রাতারা কেন তাহাকে ভাল বাসিত না?
যাকুব্ যূষফকে কি দিল?
যূষফ্ কি প্রকার স্বপ্ন দেখিল?
ঐ স্বপ্ন শুনিয়া যূষফের ভ্রাতৃগণ কেন বিরক্ত হইল?
যাকুব যূষফকে ভ্রাতৃগণের নিকটে কি জন্যে পাঠাইয়া দিল?
যূষফের ভ্রাতৃগণ তাহাকে কোথায় ফেলিয়া দিল?

---

১২ পাঠ।

যূষফের দাসত্ব।

যূষফের ভ্রাতারা আহার করিতেং কএক জন লোককে উটের উপর চড়িয়া আসিতে দেখিল। সেই মনুষ্যেরা কে, তাহা আমি তোমাদিগকে বলি শুন।

তাহারা অন্য দেশের ব্যাপারি লোক ছিল। বিশেষতঃ তাহারা কোন পর্ব্বতে গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও নানা প্রকার মিষ্ট মসালা ঐ পর্ব্বতহইতে লইয়া উটের পীঠে বোঝা বান্ধিয়া কোন দূর দেশে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল।

তাহারা এইরূপ ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত। ফলতঃ ইহা উত্তম ব্যবসায় বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহারা দুষ্ট লোক ছিল।



আরবীয় ব্যাপারি লোক।

৪৮ পৃষ্ঠ।



যুবক রাজার ন্যায় মিসরদেশে ভ্রমণ করে।

৭৪ পৃষ্ঠ।

তখন যিহূদা নামে এক ভ্রাতা কহিল, চল আমরা যূষফকে ঐ ব্যক্তিদের নিকটে বিক্রয় করি; কেননা উহাকে নষ্ট করিলে আমাদের কিছু লাভ হইবে না, বরং বিক্রয় করিলে কিছু টাকা পাইব। আরও দেখ, যূষফ আমাদের ভ্রাতা, অতএব উহাকে বধ করা অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম।

কিন্তু যূষফকে বিক্রয় করা কি নিষ্ঠুর কর্ম্ম নহে? হাঁ অবশ্য, আর ইহাতে বোধ হয় যিহূদার যথার্থ দয়া ছিল না। অন্যং ভ্রাতারা তাহার দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া কহিল, হাঁ, যূষফকে বিক্রয় করা ভাল। তাহাতে তাহারা ব্যাপারিদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি এক জন বালককে ক্রয় করিবা?

ঐ ব্যাপারি লোকেরা কহিল, হাঁ, করিব।

তাহাতে ভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিল, ইহার নিমিত্তে আমাদিগকে কত মূল্য দিবা?

তাহারা ২০ বিশ টাকা দিতে স্বীকার করিল।

তখন যূষফের ভ্রাতারা তাহাকে গর্ত্তহইতে টানিয়া বাহির করিল। এমত সময়ে কি জানি যূষফের বোধ হইল ইহাঁরা আমাকে পিতার নিকটে লইয়া যাইবেন। কিন্তু সে শীঘ্র জানিতে পারিল যে ভ্রাতারা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন না। যূষফ তাহাদের নিকটে কাকুতি করিয়া রক্ষা চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা শুনিল না।

ঐ ব্যাপারিগণ গর্ত্তের নিকটে উট সকল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; পরে তাহারা ভ্রাতাদিগকে টাকা দিয়া যূষফকে লইয়া গেল।

যুষফ গেলে পরে তাহার ভ্রাতারা পরস্পর কহিল, পিতা যুষফের কথা জিজ্ঞাসিলে আমরা তাঁহাকে কি কহিব? আইস, আমরা যুষফকে দেখিয়াছি, ইহা না বলিয়া তাহার কুর্তী মাঠেতে পাইয়াছি ইহাই কহিব।

তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া একটা ছাগলের বাচ্চাকে কাটিল, এবং তাহার রক্ত যুষফের ঐ সুন্দর কুর্তীতে মাখাইয়া পরস্পর কহিল, যে এই কুর্তী পিতাকে দেখাইব। ইহা বলিয়া তাহারা ঐ রক্তময় কুর্তী ও যুষফকে বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা লইয়া পিতার নিকটে গেল।

হে শিশুরা, তোমরা কি বোধ কর যে তাহারা মনেং সুখী ছিল? না, কখনই নহে; দুষ্ট লোকেরা সুখী হইতে পারে না। ঈশ্বর আপন পুস্তকে তাহাদের দুষ্টাচরণ লিখিয়া রাখিলেন।

যুষফ ব্যাপারি লোকদের সঙ্গে থাকিলেও সে প্রকার অসুখী ছিল না, কারণ ঈশ্বর তাহার বন্ধু ছিলেন।

বৃদ্ধ যাকূব পুত্রগণের নিমিত্তে ভাবিত হইয়াছিল, ফলতঃ মেষের শব্দ শুনিয়া তাহাদের আসিবার সমাচার বুঝিল, তাহাতে সে বড় আহ্লাদিত হইল। কিন্তু যুষফ উহাদের সঙ্গে নাই, আর উহারা একটা রক্তময় বস্ত্র হাতে লইয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়া যাকূব মনে বড় ভয় পাইল। পরে তাহারা নিকটে আসিয়া ঐ বস্ত্র দেখাইয়া কহিল, আমরা ইহা মাঠে পাইয়াছি, এ আপনার পুত্রের কুর্তী কি না তাহা দেখুন।

যাকূব ঐ কুর্তী দেখিয়া কহিল, হাঁ, ইহা আমার

পুত্ত্রের বটে, কোন সিংহে কিম্বা ভালুকেতে যূষফকে খণ্ড২ করিয়া খাইয়া থাকিবে।

যাকূব তাহার প্রিয়তম পুত্ত্রের নিমিত্তে কি প্রকার দুঃখেতে রোদন করিল, ও ভ্রাতাদিগকে অন্বেষণ করিতে তাহাকে একাকী প্রেরণ করিয়াছিল তাহাতে কি পর্য্যন্ত ভাবিত হইল, তাহা বলা অসাধ্য। ঐ দুষ্ট পুত্ত্রেরা যাকবকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইয়া কহিল, আপনি এমত ক্রন্দন করিবেন না; কিন্তু যাকূব তাহাদের প্রবোধ বাক্য না শুনিয়া কহিল, আমি মরিয়া যূষফের সহিত থাকিব, কারণ ইহকালে আর কখন সুখী হইতে পারিব না।

সেই অবধি যাকূবের কনিষ্ঠ পুত্ত্র বিনয়ামীন্ তাহার অতি প্রিয় হইল, তাহাতে যদ্যপিও সে জানিত না যে আমার বড় সন্তানেরা যূষফের প্রতি কি রূপ দুষ্টাচরণ করিয়াছে, তথাপি সে তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া বিনয়ামীন্কে তাহাদের সঙ্গে যাইতে দিল না।

দেখ, পাপের গতি ক্রমে২ আরও মন্দ হয়। যূষফের ভ্রাতারা প্রথমে তাহার প্রতি হিংসা করিত, পরে তাহাকে বিক্রয় করিল, শেষে আপনাদের পাপ গোপন করিবার নিমিত্তে মিথ্যা কথা কহিল।

বালক বালিকারা আপন দোষ ঢাকিবার নিমিত্তে যদি মিথ্যা কথা কহে, তবে ঈশ্বর তাহাতে অধিক ক্রোধ করেন। অতএব হে আমার প্রিয় বাছা সকল, তোমরা স্মরণে রাখ যে ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্বদা দেখেন। তিনি মিথ্যাবাদি লোকদিগকে ঘৃণা করেন, এবং তাহাদিগকে আপনার নিকটে স্বর্গে বাস করিতে দিবেন না।

১২ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

যূষফের ভ্রাতারা গর্ত্তের কাছে খাইতে বসিলে তাহাদের নি-
কটে কে আইল?
যিহূদা অন্য ভ্রাতাদিগকে কি পরামর্শ দিল?
তাঁহারা কত টাকায় যূষফকে বিক্রয় করিল?
তাহারা যূষফের কুর্ত্তা লইয়া কি করিল?
কি জন্যে তাহাতে রক্ত মাখাইল?
যাকুব তাহা দেখিয়া কি বোধ করিল?
দুষ্ট লোকেরা আপন২ দোষ ঢাকিবার নিমিত্তে কি করে?

---

১৩ পাঠ।

যূষফের কারাবাস।

ঐ মনুষ্যেরা যূষফকে ক্রয় করিয়া মিসর দেশে লইয়া তাহাকে ঘোড়া কিম্বা গোরুর মত বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিল। আমাদের এ দেশে এখন কেহ মনুষ্যদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে না, কিন্তু কোন২ দেশে আজি পর্য্যন্ত মনুষ্য বিক্রয় হয়। ঐ সকল মনুষ্যকে গোলাম অর্থাৎ ক্রীত দাস কহে, এবং তাহাদিগকে কঠিন কর্ম্ম করিতে হইলেও তাহারা কিছু বেতন পায় না, বরং কখন২ মারি খায়।

এই রূপে যূষফ দাস বলিয়া বিক্রীত হইল। মিসর দেশীয় পোটীফর নামক এক জন ধনি ব্যক্তি তাহাকে কিনিয়া বাটী লইয়া গেল। সে ব্যক্তি যূষফকে দয়া করিয়া ক্ষেত্রের কর্ম্ম করিতে না দিয়া আপন বাটীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিল, তাহাতে যূষফকে কোন শক্ত কর্ম্ম করিতে হইত না।

যূষফ্ উত্তম দাস হইতে চেষ্টা করিত। যদিও পিতার নিকটে থাকিতে তাহার নিতান্ত বাসনা ছিল, তথাচ সে আপন কর্ত্তাকে তুষ্ট করিবার কারণ মিথ্যা শোকে কাল ক্ষেপণ না করিয়া উত্তম কর্ম্মে মনোযোগী থাকিত। তাহার কর্ত্তা কোন কর্ম্ম করিতে কহিলে যূষফ্ সেই মত করিত, তাহাতে পোটীফর তাহার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইত। ঈশ্বর যূষফকে এ প্রকার উত্তমরূপে কর্ম্ম করিতে সমর্থ করিলেন, এবং তাহার কর্ত্তাও ইহা জানিত। বোধ হয় যূষফ তাহাকে কহিয়া থাকিবে, কারণ পোটীফর সত্য ঈশ্বরকে না জানিয়া প্রতিমা পূজা করিত।

যূষফ্ দিনেং কর্ত্তার প্রিয়পাত্র হইল। শেষে পোটীফর কহিল, আমি তোমাকে বড় বিশ্বাস করি, অতএব আমি যখন ঘরে না থাকি, তখন তুমি আমার পরিবর্ত্তে আরং দাসগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবা; আমি বাটী বাগান ক্ষেত্র ইত্যাদি সকলের ভার তোমাকে দিলাম।

পোটীফর এই রূপে যূষফের হস্তে সকল বস্তুর ভার সমর্পণ করিল, তাহাতে অন্য দাস সকল তাহার কথা মানিত, এবং তাহার কর্ত্তা বাহিরে গমন করিলে সে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিত। কিন্তু যূষফ তাহার কর্ত্তার সাক্ষাতে যেরূপ কর্ম্ম করিত, তাহার অসাক্ষাতেও সেইরূপ করিত; কারণ সে ইহা বিলক্ষণ জানিত যে ঈশ্বর আমার প্রতি সর্ব্বদা দেখিতেছেন। অনেক ছেল্যেরা পিতামাতা বাহির হইলে মন্দ আচরণ করে, ইহাতে জানা যায় তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না।

যূষফের নিকটে উত্তমং খাদ্য দ্রব্য ও সুন্দরং বস্ত্র

থাকিত, কিন্তু তাহার কর্ত্তার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সে কিছু লইত না। সে সর্ব্বদা ক্ষেত্রের কিম্বা বাটীর কর্ম্মেতে ব্যস্ত থাকিত, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ক্ষেত্রের ও বাটীর কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে চলিত। অতএব পোটীফরের কিছু-মাত্র ভাবনা ছিল না, কারণ সে দেখিল যে যূষফ আমার পরিবর্ত্তে সকল কর্ম্ম উত্তমরূপে চালাইতেছে।

যূষফের ইচ্ছামত সকল হইলেও সে আপন পিতাকে ও ক্ষুদ্র বিন্য়ামীন্কে সর্ব্বদা স্মরণ করিত; কিন্তু তাহার মাতা রাহেল্ ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে মরিয়াছিল।

অপর যূষফের দুর্ঘটনার কথা শুন।

পোটীফরের স্ত্রী অতি দুষ্ট লোক ছিল। সে যূষফকে বাহির করিয়া দিতে চাহিল, কারণ যূষফ তাহার দুষ্কর্ম্ম জানিতে পাইয়াছিল, তাহাতে সে তাহাকে দেখিতে পারিত না। অতএব সে আপনার স্বামি পোটীফরকে কহিল, আপনি যূষফকে ভাল দাস বলিয়া জানিতেছেন, কিন্তু সে বড় দুষ্ট; আপনি বাহিরে গেলে সে বড় মন্দ কর্ম্ম করে। এই রূপে যূষফের মিথ্যা দোষ দিলে পোটীফর স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিয়া হঠাৎ যূষফের প্রতি অত্যন্ত রাগত হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে কতক লোক আসিয়া যূষফকে কারাগারে কয়েদ করিল। সেই কারাগার পোটীফরের নিজ বাটীতে ছিল।

ঐ কারাগারের লোকেরা যূষফের পায়ে লৌহ শিকল দিল, তাহাতে সে বড় ক্লেশ পাইল। সেখানে যে অন্যং কয়েদি লোক ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই দুষ্ট, কিন্তু যূষফের কোন দোষ ছিল না; তাহাতে ঈশ্বর

তাহাকে ভাল বাসিয়া কারাগারেও তাহার মনে সুখ জন্মাইলেন।

কারাগারের রক্ষক এক ব্যক্তি ছিল, তাহার হস্তে সকল দ্বারের চাবী থাকিত। কারাগারের রক্ষকেরা কখনং নির্দ্দয় হয়, কিন্তু ঈশ্বর সেই ব্যক্তির মনে যূষফের প্রতি দয়া জন্মাইলেন। যূষফ্ অতি সুন্দর পুরুষ ছিল, ও সে কারাগার রক্ষকের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিত, ও তাহার কথা মানিত।

অবশেষে ঐ রক্ষক যূষফের পাহইতে শিকল খুলিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে কারাগারের মধ্যে তাহাকে বেড়াই-তে ও আরং কয়েদি লোকদের রক্ষা করিতে কহিল। ঐ রক্ষক যূষফকে বিশ্বস্ত পাত্র ও সকল কর্ম্মের উপযুক্ত জানিত। ফলতঃ ঈশ্বর যূষফকে সকল কর্ম্ম উত্তমরূপে করিতে বুদ্ধি দিতেন, কারণ ঈশ্বর তাহার বন্ধু হইয়া সর্ব্বদা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত ছিলেন।

যূষফের এমত ভরসা ছিল যে ঈশ্বর কোন কালে আ-মাকে কারাগারহইতে বাহির করাইবেন।

১৩ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

যে লোকেরা যূষফকে ক্রয় করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে কো-থায় লইয়া গেল?
তাহারা যূষফকে কাহার নিকটে বিক্রয় করিল?
পোটীফর যূষফের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত?
পোটীফরের নিকটে যূষফের মিথ্যা অপবাদ কে দিল?
পোটীফর যূষফকে কিরূপ শাস্তি দিল?
কারাগার রক্ষক যূষফের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিত?

১৪ পাঠ।

যুষফ্ স্বপ্নের অর্থবাদী।

হে শিশুগণ, তোমাদের স্মরণে থাকিবে ঐ কারাগার পোটীফরের বাটীতে ছিল। এক দিন পোটীফর দুই জন মনুষ্যকে যূষফের কাছে আনাইয়া কহিল, তুমি এই দুই জনকে সাবধানে রাখ, যেন কারাগারহইতে বাহির না হয়; আমি ইহাদের রক্ষা করণের ভার তোমাকে দিলাম। ইহাতে বোধ হয়, পোটীফর জানিত যে যূষফ বিশ্বাসযোগ্য বটে; কি জানি তাহার অনুমান হইল, আমি যূষফকে যে প্রকার মন্দ জ্ঞান করিয়াছিলাম, সে তেমন লোক নহে। যাহা হউক, পোটীফর তাহাকে কারাগার-হইতে মুক্ত করিল না।

পোটীফর যে দুই জন মনুষ্যকে যূষফের নিকটে আনিয়া-ছিল, তাহারা মিসর দেশের রাজার দাস। ঐ রাজার অনেক দাস ছিল; তাহাদের মধ্যে যে জন বাটিতে করিয়া দ্রাক্ষারস আনিত, তাহাকে পানপাত্রবাহক বলা যাইত। আর যে জন রাজার নিমিত্তে পিষ্টকাদি বানা-ইত, তাহাকে মোদক অর্থাৎ ময়রা কহা যাইত।

ঐ দুই জন রাজাকে কোন কারণে বিরক্ত করিয়াছিল, কিন্তু কি দোষ করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না; যাহা হউক, রাজা তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিতে আপনার সেনাপতি পোটীফরকে আজ্ঞা দিল। তাহাতে পোটীফর ঐ দুই জনকে সাবধানে রাখিতে যূষফকে কহিল। যূষফ তাহাদিগকে এক ঘরে রাখিয়া প্রতিদিন আহার দিত, ও তাহাদের প্রতি চৌকি দিত।

এক দিবস প্রাতঃকালে যূষফ তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে ভাবিত দেখিয়া কহিল, তোমরা এমত ভাবনা করিতেছ কেন? তাহারা উত্তর করিল, গত রাত্রে আমরা উভয়ে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয় ঐ স্বপ্নের কোন তাৎপর্য্য থাকিবে, কিন্তু আমরা কিম্বা এখানকার কোন লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না।

পরে যূষফ কহিল, আমার ঈশ্বর সকলই জানেন, তিনি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পারেন; অতএব তোমাদের স্বপ্নের বিবরণ আমাকে কহ।"

পানপাত্রবাহক আপন স্বপ্নের বিবরণ কহিতে লাগিল। আমি এক দ্রাক্ষালতা সম্মুখে দেখিলাম, তাহার তিনটি শাখা, কিন্তু প্রথমে তাহাতে ফল ছিল না; দেখিতেং তাহার কুঁড়ি হইয়া ফল হইল, এবং ঐ ফল সকল সুপক্ক হইল; অবশেষে সেই সকল দ্রাক্ষা ফল পাড়িয়া তাহার রস এক পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিলাম। পরে ব্যবহারমতে তাহা রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম।

ঈশ্বর যূষফকে এই পানপাত্রবাহকের স্বপ্নের অর্থ জানাইলেন।

তাহাতে সে পানপাত্রবাহককে বুঝাইয়া দিয়া কহিল, তুমি যে তিন শাখা দেখিয়াছ, তাহাদ্বারা জানা যায় যে তিন দিবসের মধ্যে তোমার প্রতি কোন ঘটনা হইবে; বিশেষতঃ রাজা তোমাকে আপন পানপাত্রবাহক হইতে পুনর্ব্বার ডাকিবেন।

সেঁদিক এই স্বপ্নের উত্তম অর্থ শুনিয়া মনে করিল,

আমার স্বপ্নও সেই রূপ সন্তোষজনক হইতে পারিবে; তাহাতে সে কহিতে লাগিল। আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমার মাথার উপরে তিনটা শাদা চুপড়ী ছিল, উপরের চুপড়ীতে রাজার আহারের নিমিত্তে নানা প্রকার পক্কান্ন ছিল, তাহাতে পক্ষি সকল আসিয়া খুঁটিয়া খাইল।

মোদক অনুমান করিল, যূষফ আমাকে বলিবে, তুমি তিন দিবসের মধ্যে পুর্ব্বের ন্যায় রাজার মোদক হইবা। কিন্তু তাহা না হইয়া তাহার স্বপ্নের অতিমন্দ অর্থ হইল।

যূষফ কহিল, তিন দিবসের মধ্যে তোমারও প্রতি কিছু ঘটিবে; অর্থাৎ রাজা তোমাকে ডাকাইয়া এক বৃক্ষেতে ফাঁসি দিবেন, পরে পক্ষিগণ আসিয়া তোমার অস্থিহইতে মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে।

দেখদেখি, যূষফের কথায় পানপাত্রবাহক তুষ্ট হইল, কিন্তু মোদক মরিবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিশয় দুঃখিত হইল।

যূষফ পানপাত্রবাহকের কাছে নিবেদন করিয়া কহিল, যখন তুমি পুনর্ব্বার রাজার নিকটে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা, তখন তুমি তাঁহাকে আমার বিষয়ে কোন কথা জানাইয়া এ কারাগারহইতে আমাকে মুক্ত করাও। আমি অতি দূর দেশে বাস করিতাম, সেখানহইতে কোন লোক আমাকে চুরি করিয়া আনিয়াছে; আর আমি যে এই কারাগারে বদ্ধ হই, এমত কোন কর্ম্মও করি নাই। অতএব বিনতি করি, আমাকে উদ্ধার করিতে রাজার নিকটে প্রার্থনা করিও।

দেখ, যূষফ বলে নাই, যে আমার ভ্রাতারা আমাকে বিক্রয় করিয়াছে, কারণ সে তাহাদিগকে দোষী করিতে চাহিল না।

তিন দিবসের মধ্যে রাজা ঐ পানপাত্রবাহক ও মোদককে কারাগারহইতে আনাইল। সেই দিন রাজার জন্মতিথি প্রযুক্ত রাজা আপন দাসগণকে ভোজ দিবার মানস করিল, তাহাতে রাজা পানপাত্রবাহক ও মোদককে স্মরণ করিয়া কহিল, পানপাত্রবাহক ফিরিয়া আমার নিকটে আইসুক, মোদক ফাঁসি যাউক, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না। তখন তাহারা উভয়ে নিশ্চয় জানিল, যে যূষফ সত্য কথা কহিয়াছে।

পানপাত্রবাহক রাজার নিকটে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়া কি যূষফের নিবেদন স্মরণ করিল? না, সে যূষফকে ভুলিয়া গেল। আমার বোধ হয় সে রাজবাটীর আহার ও বস্ত্র টাকা ইত্যাদি উত্তমং বস্তু সকল দেখিয়া যূষফের কথা একবার মনে করিল না। অতএব ঐ পানপাত্রবাহক বড় নির্দ্দয়, তাহা কেবল নয়, সে কৃতঘ্নও ছিল।

যূষফ তাহার প্রতি দয়া করিয়াছিল, কিন্তু সে যূষফের প্রতি দয়া করিল না, এই জন্যে তাহাকে কৃতঘ্ন বলা যায়। দেখ, পিতামাতা বাল্যাবস্থায় আপন সন্তান সন্ততির প্রতি অতিশয় দয়া করে, কিন্তু অনেকং ছেল্যেরা আপনাদের পিতামাতার প্রতি কৃতঘ্ন হয়, এবং ঈশ্বর আপন পুত্রকে পাপিদের নিমিত্তে মরিতে প্রদান করিলেও পাপি ব্যক্তিরা ঈশ্বরের প্রতি অতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করে।

যূষফ পানপাত্রবাহকের দয়াতে মিথ্যা প্রত্যাশা করিল, কেনন তাহাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিতে আইল না।

এক দিন গেল, দুই দিন গেল, এই প্রকারে গ্রীষ্ম ও শীত-কাল গত হইল। যূবক ঐ রূপে কারাবাসে বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভুলেন নাই। ভাল, ঈশ্বর কি জন্যে তাহাকে এতদিন অপেক্ষা করাইলেন? সে যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে শিক্ষা পায়। হে আমার প্রিয় বাছা, ঈশ্বর যদ্যপি তোমাকে বহুকাল অবধি পীড়িত রাখেন, তবে সে কেবল তোমাকে ধৈর্য্য শিখাইবার নিমিত্তে জানিও। তুমি মনেং বিবেচনা কর, যে ঈশ্বর আপন ইষ্ট সময়ে আমাকে ভাল করিবেন, কিন্তু কি জানি তিনি আমাকে আরাম না করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

১৪ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

পোটীফর কোন্ দুই জনকে কারাগারে যূষফের নিকটে রাখিল?
এক দিন প্রাতঃকালে তাহারা কি জন্যে ভাবিত হইয়াছিল?
পানপাত্রবাহক কিরূপ স্বপ্ন দেখিল?
তাহার তাৎপর্য্য কি?
মোদকের স্বপ্ন কিরূপ?
তাহার তাৎপর্য্য কি?
যূষফ পানপাত্র বাহকের নিকটে কি নিবেদন করিল?
সে কি যূষফকে স্মরণে রাখিল?
কৃতঘ্ন শব্দের অর্থ কি?

---

১৫ পাঠ।

যূষফের মুক্তি।

যে দেশে যূষফ কারাগারে বদ্ধ ছিল, সেই দেশের নাম মিসর্; কিন্তু এক্ষন তাহাকে ইজিপ্ট বলা যায়।

মিসর্ দেশের রাজার নাম ফিরৌণ্, তাহার অনেক দাস দাসী ছিল। ঐ রাজা সিংহাসনের উপরে বসিত, ও বড় উত্তম বস্ত্র পরিধান করিত, ও তাহার গলাতে স্বর্ণহার আর অঙ্গুলীতে হীরার আঙ্গুটী এবং মস্তকে স্বর্ণ মুকুট থাকিত। সে উত্তম ঘরে বাস করিত, আর অনেক ঘোড়ার গাড়িতে চড়িত, এবং তাহার বেড়াইবার সময়ে সকল লোক তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিত।

এক রাত্রিতে এই রাজা দুই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল; তাহার বিবরণ আমি তোমাদিগকে কহি শুন।

সে স্বপ্নে দেখিল, যেন এক নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে ঐ নদীহইতে সাতটা বড় সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট গোরু বাহির হইয়া তাহার নিকটে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিতে বড় মনোরম্য; কিন্তু কিছু কাল পরে সে দেখিল, যেন আর সাতটা বড় রোগা গোরু নদীহইতে বাহির হইয়া ঐ সাতটা হৃষ্ট পুষ্ট গোরুকে খাইয়া ফেলিল, তথাপি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় রোগা দেখা গেল। তখন রাজার স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সে জাগৃত হইল।

কিছু কাল পরে রাজা পুনর্ব্বার নিদ্রাগত হইয়া আর এক স্বপ্ন দেখিল, যেন একটা গমের গাছেতে সাতটা পূর্ণ শিষ হইয়াছে; দেখিতেং আর একটা গাছ উঠিল, তাহাতে সাতটা শুষ্ক শিষ হইয়া প্রথম সাত শিষকে খাইয়া ফেলিল, তথাপি পূর্ব্বের মত শুষ্ক রহিল।

ফিরৌণ্ এই দুই স্বপ্ন দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং তাহার অর্থ জানিতে বাঞ্ছা করিল। অতএব সে পর দিবস প্রাতে জ্ঞানিগণকে ডাকিয়া কহিল, স্বপ্নের অর্থ বলিতে

পারে এমত কোন লোককে আমার নিকটে লইয়া আ-ইস। কিন্তু অনেক ভাক্ত জানি মনুষ্য আসিয়াও কেহ ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য্য কহিতে পারিল না; তাহাতে রাজা বড় অসুখী হইল।

শেষে পানপাত্র বাহক যূষফকে স্মরণ করিল; কিন্তু বহুদিবস অবধি সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, এই জন্যে সে দুঃখিত হইয়া রাজাকে কহিল, আমি আপন দোষ অদ্য স্মরণ করিলাম। হে মহারাজ, আপনার মনে থাকিবে যে এক সময়ে আপনি আমার ও মোদকের প্রতি ক্রোধ করিয়া আপনকার সেনাপতি পোটীফরের বাটীতে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন; সেখানে থাকিয়া আমরা উভয়ে স্বপ্ন দেখিলাম, এবং সেই স্বপ্নের অর্থ এক যুব দাস আমাদিগকে বুঝাইয়া কহিল, যে রাজা তোমাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিবেন, এবং মোদককে ফাঁসি দিবেন। ফলতঃ সে যুবা যে প্রকার কহিয়াছিল, আপনি তাহাই করিয়াছেন।

ফিরৌণ ইহা শুনিয়া তখনি সেই যুব মনুষ্যকে কারাগারহইতে আনিতে কহিল। তাহাতে রাজার দাসগণ কারাগার রক্ষকের নিকটে গিয়া কহিল, আমরা যূষফকে লইতে আসিয়াছি, কারণ রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

যূষফ ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া থাকিবে, কারণ এখন তাহার বিলক্ষণ বোধ হইল, যে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। যূষফের মলিন বস্ত্র পরা ছিল, কিন্তু দাসেরা তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া রাজার নিকটে আ,িল।

বহুদিবস পরে যুবক কারাগারহইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আইলে তাহার গাত্রে মৃদু বায়ু পুনর্ব্বার লাগিল, ও সে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকল দেখিতে পাইল। বোধ হয় যে দেখিতে পাণ্ডু রোগির ন্যায় হইয়াছিল।

যুবক রাজবাটীতে আসিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিল, আমি শুনিয়াছি, তুমি না কি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পার?

যুবক কহিল, আমি তো স্বপ্নের অর্থ কহিতে পারি না, কিন্তু আমার ঈশ্বর পারেন, এবং আমি নিশ্চয় জানি তিনিই আপনকার স্বপ্নের অর্থ কহিবেন।

ইহা শুনিয়া রাজা যুবককে ঐ দুই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিল।

রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে যুবক কহিল, আপনকার দুই স্বপ্নের একই অর্থ, তাহা বলি শুনুন। সাত বৎসর ক্ষেত্রেতে বহু শস্য জন্মিবে, কিন্তু তৎপরে আর সাত বৎসর প্রায় কিছুই জন্মিবে না; ফলতঃ ঐ সাত হৃষ্ট পুষ্ট গোরুতে প্রথম সাত বৎসর বুঝায়। এবং ঐ সাত রোগা গোরুদ্বারা আকালের সাত বৎসর বুঝায়। ইহার পরে যাহা হইবে আপনি যেন তাহা জানিতে পারেন, এই জন্যে ঈশ্বর আপনাকে এই দুই স্বপ্ন দিয়াছেন।

এক্ষণে রাজাকে কি করিতে হইবে? দেখ, প্রথমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত অনেক শস্য হইবে, তাহার পরে সাত বৎসর প্রায় কিছুই হইবে না। আইস হে আমার প্রিয় শিশুরা, তোমরা রাজাকে এ বিষয়ে কি পরামর্শ দিতে পার?

যুবক তাহাকে এই পরামর্শ দিল, যখন অধিক শস্য জন্মিবে, তখন আকালের জন্যে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখ।

কর্ত্তব্য। আপনি এক জন জ্ঞানি বিবেচক লোককে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, তাহাতে সে স্থানেং শস্য সঞ্চয় করিয়া বড়ং গোলাতে বন্ধ করিয়া রাখিবে, পরে আকাল হইলে প্রয়োজন মতে সকলকে শস্য দিবে। তাহা না করিলে আকালের সময়ে সকলেই মরিয়া যাইবে।

যূষফ এই স্বপ্নের অর্থ কহাতে ফিরৌণ তাহার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইল; ফলতঃ রাজা ও তাহার দাস সকল যূষফের কথায় বিশ্বাস করিল। তাহাতে ফিরৌণ আপন দাসগণকে কহিল, যূষফের মত জ্ঞানি মনুষ্য আমি আর কোথায় পাইব? যূষফই শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

অপর ফিরৌণ যূষফকে কহিল, তুমি বড় জ্ঞানি লোক, অতএব দেশের শাসন করণে তুমি আমার সাহায্য কর; সকলেই আমার কথার মত তোমার কথা শুনিবে, এবং রাজ্যের মধ্যে তুমি আমা ছাড়া সকলের বড় হইবা।

তখন ফিরৌণ আপন অঙ্গুলীহইতে অঙ্গুরী খুলিয়া যূষফের হস্তে পরাইল, এবং আপনার ন্যায় যূষফকে উত্তম বস্ত্র ও তাহার গলায় স্বর্ণহার দিল, ও তাহার চড়িবার নিমিত্তে উত্তম গাড়ি দিল, এবং যূষফকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে সকল লোককে আজ্ঞা করিল।

যূষফ এই রূপে বড় মানুষ হইয়াও কোন বিষয়ে আলস্য করিত না। সে গাড়িতে চড়িয়া দেশের চারিদিগে বেড়াইত, এবং সাত বৎসর পর্য্যন্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া বড়ং গোলা বানাইয়া তাহাতে রাখিল। ফলতঃ সে আহার বিহারাদিতে কাল যাপন না করিয়া সকল লোকের যাহাতে ভাল হয় এমত চেষ্টা করিত।

যূষফ কারাগারহইতে মুক্ত হইয়া আহ্লাদিত মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। ভাল বস্ত্র পরিধান করাতে তাহার মন সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু শস্য সঞ্চয়ে প্রজাদিগের উপকার করিতে পারাতে সে বড় সুখী ছিল। কিছু কাল পরে সে এক কন্যাকে বিবাহ করিল, তাহাতে দুই পুত্র জন্মিল; তথাপি যূষফ আপন বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিত, এবং আপন শিশু ভ্রাতা বিন্য়ামীনের নিমিত্তে ভাবনা করিত, পাছে বড় ভাইরা তাহাকে নষ্ট করে, কিম্বা কোন গর্ত্তে ফেলে। সে আরও ভরসা করিত, যে ঐ দুষ্ট ভ্রাতারা আপনাদের দোষ প্রযুক্ত এখন খেদ করিতেছে; কিন্তু যূষফ ভ্রাতাদের প্রতি মনে রাগ করিত না, কারণ সে জানিত মিসর দেশে যেন অনেক২ লোকদের প্রাণ রক্ষা হয়, এই জন্যে ঈশ্বর আমাকে দাসস্বরূপ বিক্রয় করিতে দিয়াছেন।

ঈশ্বরই সকল ঘটনার মূল; ফলতঃ তিনি যাহা২ করেন, তাহার উত্তম কারণ থাকে। দেখ, তিনি যদি আমাদিগকে পীড়া বা দুঃখ দেন, তবে তাহার কোন ভাল কারণ অবশ্য থাকিবে। ঈশ্বর কি নিমিত্তে আমাদিগকে পীড়া দেন, ও দুষ্ট লোকদ্বারা ক্লেশ দেওয়ান, কিম্বা আমাদের সম্পত্তি সকল নষ্ট করান, ইহা আমরা কোন সময়ে অর্থাৎ পরলোকে গিয়া জানিতে পারিব।

হে শিশুগণ, ঈশ্বর কি জন্যে দুষ্ট লোকদের হস্তে আপন পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে বধ করিতে দিলেন? কেবল আমাদিগকে নরকহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে; ফলতঃ তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন

১৫ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

মিসর দেশের রাজা এক রাত্রিতে কিং স্বপ্ন দেখিল?
কোন্ ব্যক্তি যূষফকে আনিতে রাজাকে পরামর্শ দিল।
যূষফ কি প্রকারে স্বপ্নের অর্থ বলিতে পারিত?
ফিরৌণ রাজার স্বপ্নের অর্থ কি?
যূষফ রাজাকে কি পরামর্শ দিল?
আকালের সময়ে লোক সকল কি প্রকারে খাইতে পাইল?
ফিরৌণ রাজা যূষফকে, দেশের কর্ত্তা কেন করিল?

---

১৬ পাঠ।

যূষফের কর্ত্তৃত্ব।

হে প্রিয় শিশুরা, যূষফ কি প্রকারে মিসর দেশের রাজার ন্যায় বড় মানুষ হইল, ইহা তোমরা শুনিয়াছ। রাজার স্বপ্নের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রেতে অনেক শস্য জন্মিল। তাহার পর সাত বৎসর প্রায় কিছুই শস্য জন্মিল না। তখন দীনহীন ব্যক্তিরা ফিরৌণ্ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা অনাহারে প্রাণে মরিতেছি। ইহা শুনিয়া ফিরৌণ্ তাহাদিগকে যূষফের নিকটে যাইতে কহিল; তাহাতে সকল লোক যূষফের নিকটে গেলে যূষফ গোলা খুলিয়া তাহাদের কাছে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। বহু দূর দেশহইতে অনেকং ব্যক্তি শস্য ক্রয় করিতে আইল, কিন্তু সকলের নিমিত্তে যথেষ্ট ছিল।

এই সকল মনুষ্যদের মধ্যে দশ জন কোন দূর দেশহইতে আসিয়াছিল; তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে গাধা ও

শস্য রাখিবার নিমিত্তে গাধার উপরে ছালা, এবং তাহাদের হাতে শস্যের মূল্যও ছিল। ঐ লোকেরা কে, তাহা কি তোমরা জান? তাহারা যূষফের ভ্রাতৃগণ। তাহাদের সহিত যূষফের বিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখা না হইলেও সে সকলকে চিনিতে পারিল। তখন যূষফের মনে পড়িল, ভ্রাতারা আমাকে কুড়ি টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিল; ফলতঃ এইক্ষণে সে তাহাদিগকে ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারিত, তাহা কেবল নয়, বরং তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে চাহিলে অনায়াসে করিতে পারিত। কিন্তু তোমাদের কি বোধ হয়? যূষফ আপন ভ্রাতাদের প্রতি দয়া করিল, কিম্বা তাহাদিগকে শাস্তি দিল? যূষফ তাহাদের সহিত কি রূপ আচরণ করিল, তাহা শুন।

ঐ ভ্রাতারা অনুমান করিল যে ইনি কোন মহৎ ব্যক্তি হইবেন; সুতরাং তাহাদের স্মরণ হইল না যে আমরা ইহাঁকে কখন দেখিয়াছি। যূষফ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ও উত্তমং বস্ত্র পরিধান করিত, এবং রাজা তাহার আর এক নাম রাখিয়াছিল। এই সকল কারণ প্রযুক্ত তাহারা তাহাকে কোন মতে চিনিতে পারিল না।

অতএব যূষফের দশ জন ভ্রাতা আসিয়া তাহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। তখন যূষফ আপনার স্বপ্ন স্মরণ করিল; ফলতঃ সেই স্বপ্নেতে যেমন তাহার আটির নিকটে অন্য দশ জনের আটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তেমনি ঈশ্বর এইক্ষণে তাহা সফল করিলেন।

যূষফ আপন ভ্রাতাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু প্রথমে ইহাদের দুষ্টাচার প্রযুক্ত ইহারা তাবিত

আছে কি না, এবং বৃদ্ধ পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন্যামীন্‌কে ভাল বাসে কি না, এই পরীক্ষা লইতে ইচ্ছা করিল। অতএব যূষফ আপন পরিচয় না দিয়া ছলক্রমে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ সে তাহাদিগকে কর্কশ শব্দে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ?

তাহারা কহিল, আমরা কিনান্‌ দেশহইতে এখানে শস্য কিনিতে আসিয়াছি। কিন্তু যূষফ তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, তোমরা সত্য করিয়া কহ, এই দেশের মন্দ অবস্থা দেখিতে আসিয়াছ কি না? বোধ হয়, তোমাদের রাজা সৈন্য লইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন।

যূষফের ভ্রাতারা উত্তর করিল, না মহাশয়, কখন নয়। আমরা দশ জন ভ্রাতা এখানে শস্য কিনিতে আসিয়াছি, ইহা সত্য বটে। তত্রাচ যূষফ কহিল, তোমাদের কথাতে প্রত্যয় হয় না।

তাহাতে যূষফের ভ্রাতারা পুনর্ব্বার কহিল, আমরা বারো জন ভাই ছিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন মরিয়াছে, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ পিতার নিকটে আছে। এরূপে তাহারা যূষফের প্রত্যয় জন্মাইতে চেষ্টা করিলেও সে ছলক্রমে তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিল না।

অবশেষে যূষফ কহিল, আমি তোমাদের ছোট ভাইকে দেখিব। তাহাকে আনিতে তোমরা এক জন যাও, আর সে যে পর্য্যন্ত না আইসে সেই পর্য্যন্ত তোমরা সকলে এখানে কয়েদ থাকিবা।

এই কথা শুনিয়া সকল ভ্রাতারা অতিশয় ভীত হইল, কারণ তাহারা জানিত, পিতা বিন্‌য়ামীনকে কখন ছাড়িয়া দিবেন না, পাছে সেও মারা পড়ে। অতএব কোন ভ্রাতা বিন্‌য়ামীনকে আনিতে স্বীকার পাইল না।

পরে যূষফ্ সকলকে তিন দিবস কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহারা কারাগারে থাকিয়া যূষফের প্রতি আপনাদের দুষ্টাচরণ স্মরণ করিল।

ঐ ভ্রাতারা অতিশয় ভীত হইল, কারণ সে বড় মানুষ তাহাদের প্রতি কি করিবেন, ইহা তাহারা কিছু বুঝিতে পারিল না।

শেষে যূষফ ঐ কারাগারের ভিতরে আসিয়া কহিল, শুন, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি।

মিসর দেশের সকল লোক প্রতিমা পূজা করিত, কিন্তু সে বড় মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করেন, ভ্রাতারা ইহা শুনিয়া বড় চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইল।

পরে যূষফ তাহাদিগকে কহিল, আমি তোমাদের মধ্যে কেবল এক জনকে কয়েদ রাখিব, অন্য সকলকে শস্য লইয়া বাটী যাইতে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমরা বাটীহইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তোমাদের ছোট ভাইকে অবশ্য সঙ্গে লইয়া আসিবা, তাহাতে আমি নিশ্চয় জানিব যে তোমরা সত্য কথা কহিয়াছ। তোমরা এই কর্ম্ম করিলেই প্রাণে বাঁচিবা, যদি না কর, তবে আমি তোমাদের মুখ আর দেখিব না।

ভ্রাতারা ফিরিয়া যাইবার আশয় পাইয়াও দুঃখিত হইল, কারণ তাহাদের মধ্যে এক জন কারাগারে বদ্ধ

রহিল। সেই সময়ে তাহারা যূষককে যে যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, হায়! আমরা যূষফের প্রতি কিরূপ দুষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলাম। দেখ, সে তখন আমাদের নিকটে আপন রক্ষার নিমিত্তে কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিল, তাহা আমরা শুনি নাই, অতএব ঈশ্বর এইক্ষণে আমাদের শাস্তি দিতেছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া যূষফের চক্ষুর জল পড়িতে লাগিল, তাহাতে সে কান্দিবার নিমিত্তে বাহিরে গেল। সে ভ্রাতাদিগকে অসুখী দেখিতে ইচ্ছা করিল না; কিন্তু তাহারা বিন্যামীনের প্রাত দয়ালু কি না, ও বৃদ্ধ পিতাকে ভাল বাসে কি না, ও আপন২ দুষ্কর্ম্মের নিমিত্তে খেদ করে কি না, যূষফ্ এই সকল জানিতে বাঞ্ছা করিল।

যূষফ্ কারাগারের ভিতরে পুনরায় আসিয়া শিমিয়োন্ নামক এক ভ্রাতাকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ইহারা সকলে গিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে না আনে, সেই পর্য্যন্ত তোমাকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ইহা কহিয়া যূষফ্ তাহাকে দড়ি কিম্বা শিকলে বাঁধিল, আর২ ভ্রাতারা চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিল; বোধ হয় তাহারা কি প্রকারে যূষফকে বাঁধিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা এই সময়ে তাহা স্মরণ করিল।

এই রূপে শিমিয়োন একাকী কারাগারে রহিল। ভ্রাতারা আর কখন ফিরিয়া আসিবে কি না, ও আমি মুক্ত হইব কি না, সে তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

ঐ ভ্রাতাদের ফিরিয়া যাওন কালে যূষফ্ দাসদিগকে আজ্ঞা করিল, উহাদের ছালায় শস্য পুরণ করিয়া প্রত্যেক

জনের ছালাতে শস্যের মূল্য ফিরাইয়া দেও, এবং তাহাদের পথে যাইবার নিমিত্তে কিছু খাদ্য সামগ্রীও দেও। যুবকের দাসেরা তাহার আজ্ঞামত করিল, কিন্তু তাহার ভ্রাতারা তাহা জানিতে পারিল না।

বোধ হয়, অবশিষ্ট নয় জন ভ্রাতা মিসরহইতে বাহির হইয়া পিতা ও আপনং সন্তানদিগের নিকটে পুনরায় গমন করিতে অনুমতি পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইল।

তাহারা পিতার নিকটে পৌঁছিয়া তাহাকে সকল ঘটনার বিবরণ কহিতে লাগিল, যে সেখানে এক জন অতি বড় মানুষ লোকদের নিকটে শস্য বিক্রয় করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে কটু বাক্যেতে বলিতে লাগিলেন, তোমরা শস্য ক্রয় করিতে আইস নাই; ছলক্রমে এই দেশ দেখিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া এখানকার ক্ষুধাতুর লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে চরস্বরূপ আসিয়াছ। আমরা তাঁহাকে কহিলাম, যে আমরা বারো জন ভ্রাতা ছিলাম, তাহার মধ্যে এক জন মরিয়াছে আর এক জন কিনান দেশে পিতার নিকটে আছে, এবং আমরা বাকী দশ জন শস্য কিনিতে আসিয়াছি। কিন্তু সে ব্যক্তি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া বিনয়ামীনকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; পরে তিনি শিমিয়োনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া কহিলেন, যে পর্য্যন্ত তোমরা আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনিয়া না দেখাও, সেই পর্য্যন্ত ইহাকে কয়েদ থাকিতে হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যাকূব অতিশয় তাবিত হইল। পরে ভ্রাতারা শস্যের ছালা খুলিয়া তাহাতে

আপনাদের টাকা দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভীত হইল, কেননা তাহারা বোধ করিল, যে কোন ব্যক্তি আমাদের দোষ দিবার নিমিত্তে টাকা সকল ছালাতে রাখিয়াছে, তাহাতে যখন আমরা পুনরায় মিসর দেশে যাইব, তখন চোর বলিয়া আমাদিগকে শাস্তি দিবে।

তাহারা ঐ টাকা চুরি করে নাই, ইহা সত্য বটে; তথাপি তাহারা চোর ছিল, কেননা তাহারা যূষফকে চুরি করিয়া বিশ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল। ইহা ঈশ্বর জানিতেন।

যাকূবের পুত্রেরা মিসর দেশে যাইতে এবং সেই বড় মানুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হইল বটে, কিন্তু অল্পকাল পরে শস্য ফুরাইয়া গেলে তাহাদের পুনরায় গমন করা আবশ্যক হইল; আরও তাহারা জানিত, যে পর্য্যন্ত আমরা সেখানে না যাই, সে পর্য্যন্ত শিমিয়োন্ কারাগারে বদ্ধ থাকিবে; এই দুই কারণে তাহারা সেখানে যাইতে মানস করিল। কিন্তু তাহারা কোন প্রকারে বিন্য়ামীনকে লইয়া যাইতে যাকূবের অনুমতি পাইল না। ফলতঃ সে কহিল, পাছে বিন্য়ামীনের কোন আপদ ঘটে, এই ভয়ে তাহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমরা আমার দুই পুত্র যূষফ ও শিমিয়োনকে হারাইয়াছ; আর যদি বিন্য়ামীনকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দি, তবে তোমরা তাহাকেও আর ফিরাইয়া আনিবা না; যদ্যপি বিন্য়ামীনের কোন দুর্ঘটনা হয়, তবে সেই শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে

পরলোকে পাঠাইবা। বস্তুতঃ যাকুব বিন্যামীনকে অতিশয় ভাল বাসিত, তাহাতে সে মনে করিল, ইহার বিচ্ছেদে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইবে।

অতএব ভ্রাতাদিগকে কিনান্ দেশে থাকিতে হইল, কারণ তাহারা নিশ্চয় জানিত, যে বিন্যামীনকে সঙ্গে না লইয়া মিসর দেশে যাওয়া বৃথা। দেখ, তাহারা কি দুঃখ সাগরে মগ্ন হইল! সুতরাং ঈশ্বর তাহাদের দুষ্টাচার প্রযুক্ত তাহাদিগকে শাস্তি দিতে লাগিলেন।

১৬ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

আকালের সময়ে লোকেরা শস্যের নিমিত্তে কাহার নিকটে গেল?
যূষফের ভ্রাতারা আইলে সে কি তাহাদিগকে চিনিতে পারিল?
তাহারাও কি তাহাকে চিনিতে পারিল?
কেন চিনিতে পারিল না?
যূষফের স্বপ্ন কি প্রকারে সফল হইল?
যূষফ কি নিমিত্তে আপন ভ্রাতাদের সহিত কর্কশ শব্দে কথা কহিল?
তাহারা যূষফের নিকটে কি প্রকারে আপনাদের পরিচয় দিল?
যূষফ তাহাদিগকে তিন দিবস পর্য্যন্ত কোথায় রাখিল?
যূষফ কাহাকে আনিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিল?
অন্য ভ্রাতারা বিন্যামীনকে আনিতে গেলে কে কয়েদ রহিল?
যূষফ থলাতে শস্যের সহিত কি রাখিতে আজ্ঞা করিল?
ভ্রাতারা থলাতে টাকা পাইয়া কেন ভয় করিল?
যাকুব্ বিন্যামীনকে মিসর দেশে কেন যাইতে দিল না?

---

১৭ পাঠ।

যূষফের ভোজ।

ঐ ভ্রাতারা বিন্যামীনকে মিসরে লইয়া যাইতে যাকূবের অনুমতি না পাইয়া কিনান্ দেশে রহিল; কিন্তু

তাহারা যে শস্য আনিয়াছিল তাহা ক্রমেং ফুরাইয়া গেল, এবং তাহাদের নিজ ক্ষেত্রে কোন শস্য না জন্মিলে তাহারা আহারের জন্যে বড় ক্লেশ পাইতে লাগিল।

যাকূব ইহা দেখিয়া আপন পরিবারের আহারের নিমিত্তে পুনরায় শস্য কিনিয়া আনিতে পুত্রগণকে আজ্ঞা করিল; কিন্তু তাহারা কহিল, আপনি যদি বিন্য়ামীনকে সঙ্গে যাইতে দেন, তবে আমরা যাইতে পারি, কারণ শস্য বিক্রয়কর্ত্তা তাহাকে না দেখিলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

এই কথা শুনিয়া যাকূব বড় ভাবিত হইয়া কহিল, তোমাদের আর এক জন ভ্রাতা আছে, এ কথা তোমরা তাহাকে কি নিমিত্তে বলিয়াছিলা? তোমরা যদি আমাকে ভাল বাসিতা তবে এমন কথা বলিতা না। তখন তাহারা উত্তর করিল; সে মনুষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পিতা বর্ত্তমান, ও তোমাদের আর কোন ভ্রাতা আছে কি না? অতএব আমরা কি রূপে জানিব যে তিনি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনিতে কহিবেন।

যাকূব ইহা শুনিয়াও কোন মতে বিন্য়ামীনকে ছাড়িতে সম্মত হইল না। তাহাদের যিহূদা নামক তাহাদের এক জন কহিল, আপনি যদি বিন্য়ামীনকে যাইতে দেন, তবে আমি তাহার রক্ষার ভার লইব, এবং তাহাকে পুনরায় এখানে অবশ্য আনিয়া দিব। যদি না আনি, তবে আমার উপরে সকল দোষ বর্ত্তুক। ফলতঃ আপনি যদি বিন্য়ামীনকে যাইতে না দেন, তবে আমরা ও আমাদের শিশু সন্তান সকল অনাহারে মরিবে

পরে যাকূব বিবেচনা করিয়া দেখিল, যে আর অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ বিন্যামীনকে না পাঠাইলে বিন্যামীন সুদ্ধ অনাহারে মরিবে; ইহা স্থির করিয়া সে যিহূদার হস্তে বিন্যমীনকে সমর্পণ করিল।

কিন্তু মিসর দেশের শস্য বিক্রয়কর্ত্তা পাছে আমার পুত্ত্রগণকে চোর বলিয়া শাস্তি দেন, এই ভয়ে যাকূব তাহাদিগকে কহিল; তোমরা ঐ বড় মানুষের নিমিত্তে কিছু ভেট লইয়া যাও, অর্থাৎ মিষ্ট মসলা ও গন্ধরস ও বাদাম ও গুগ্গুল এবং মধু ইত্যাদি কিছু২ সঙ্গে লইয়া যাও। সে মনুষ্য অতিশয় ধনী বটে, কিন্তু তোমাদের ভেট দেখিয়া বুঝিবেন, যে তোমরা তাঁহাকে তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। যাকূব আরও কহিল, তোমরা থলার ভিতরে যে টাকা পাইয়াছিলা, তাহা সঙ্গে লইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেও, এবং পুনরায় শস্য কিনিতে আর কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া লও, ও বিন্যামীনকে লইয়া সেই মনুষ্যের নিকটে পোঁছিয়া দেও।

এই কথা কহিয়া যাকূবের মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে সে ঈশ্বরের নিকটে এই রূপ প্রার্থনা করিল, ঈশ্বর করুন, সেই মনুষ্য তোমাদিগকে দয়া করিয়া শিমিয়োন এবং বিন্যামীনকে তোমাদের সহিত পনর্ব্বার বাটীতে আসিতে দিউন!

বোধ হয় বিন্যামীনকে বিদায় দিবার সময়ে যাকূবের মনে পড়িল, যে আমি যূষফকে এইরূপ নানাবর্ণের কুর্ত্তী পরাইয়া ভ্রাতাদিগকে অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছিলাম, পরে সে আর ফিরিয়া আইল না। ইহা স্মরণ করিয়া

যাকূবের মহাভয় হইল, পাছে সেইরূপ বিন্যামীনকে আর দেখিতে না পাই।

অপর ভ্রাতারা ভেটের সহিত সকলেই কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গাধার উপরে ছালা বান্ধিয়া চলিল; যিহূদা বিন্যামীন্‌কে আপনার নিকটে সাবধানে রাখিল। এইরূপে তাহারা আপন পিতা ও স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের নিকটে বিদায় লইয়া মিসরে যাত্রা করিল; কিন্তু মিসরীয় লোকেরা আমাদিগকে পাছে চোর বলিয়া ধরে, এই ভয়েতে তাহারা বড় কাতর হইল।

অবশেষে যূষফ যে স্থানে বসিয়া শস্য বিক্রয় করিতেছে, তাহারা সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

যূষফ তাহাদের সহিত বিন্যামীন্‌কে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। যদ্যপিও যূষফকে বিক্রয় করণ সময়ে বিন্যামীন্ অতি শিশু ছিল, তত্রাচ সে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল।

যূষফ সকল ভ্রাতাকে দেখিয়া আপন প্রধান দাসকে আজ্ঞা করিল, যে ঐ দশ জন মনুষ্যকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, এবং এক বড় ভোজ প্রস্তুত কর, কেননা উহারা অদ্য আমার সহিত ভোজন করিবে। কিন্তু ভ্রাতারা তাহার এই কথা শুনিতে পাইল না।

অপর ঐ দাস সকলকে ডাকিয়া যূষফের অট্টালিকাতে লইয়া গেল। ইহাতে ভ্রাতারা তুষ্ট না হইয়া বরং ভীত হইল।

তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, হায়ঃ আমরা একশেই কারাগারে বদ্ধ হইব, এবং মিসর দেশে আমাদি-

গকে ক্রীত দাসের ন্যায় বড় শক্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তাহাদের দুঃখিত বৃদ্ধ পিতা কি করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ভ্রাতারা দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাসকে কহিল, হে মহাশয়, আমরা ইহার পূর্ব্বে এই দেশে শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম, ও তাহার মূল্যও দিয়াছিলাম, কিন্তু বাটীতে গিয়া দেখিলাম, ঐ শস্যের মূল্য ছালাতে বাঁধা আছে। অতএব সে টাকা ও আর শস্য কিনিবার নিমিত্তে অন্য টাকা লইয়া আনিয়াছি। কে ঐ টাকা ছালার ভিতরে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

ভ্রাতারা ঐ টাকা ফেরত আনিয়া ভাল কর্ম্ম করিল বটে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে একবার চুরি করিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা সত্য কহিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে একবার মিথ্যা কহিয়াছিল।

ঐ দাস উত্তর করিল, তোমরা ভয় করিও না, তোমাদের পিতৃগণের ঈশ্বর তোমাদের ছালাতে ঐ টাকা রাখিলেন, আমি তোমাদের শস্যের মূল্য পাইয়াছিলাম। দেখ, সেই দাস ঈশ্বরের বিষয় কিছু২ জানিত। মিসর দেশীয় লোকেরা প্রতিমা পূজা করিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিষয় কিরূপে জানিল? বোধ হয় যূষফ তাহাকে শিখাইয়াছিল।

ভ্রাতারা কারাগারে বদ্ধ না হইয়া ঐ বড় মানুষের অট্টালিকাতে ভোজন করিবে, ইহা জানিতে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইল, কিন্তু কি নিমিত্তে তাহার দয়া হইল, ইহার কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তাহারা এই সকল বিষয় ভাবিতেছে, এমত সময়ে শিমিয়োন্ বহুকাল পরে কারাগারহইতে বাহিরে আসিতে অনুমতি পাইল। বোধ হয় শিমিয়োন পূর্ব্বে যূষফকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছিল, ইহা সে কারাগারে বদ্ধ হওনকালে স্মরণ করিয়া খেদ করিয়াছিল।

অপর ঐ দাস কহিল, দুই প্রহরের অগ্রে ভোজন প্রস্তুত হইবে না; অতএব তাহারা ভোজের অপেক্ষা করিলে সে তাহাদের পা ধুইবার কারণ জল আনিল, এবং তাহাদের শ্রান্ত ও ক্ষুধিত গাধা সকলকে আহার দিল।

পরে ঐ ভ্রাতারা পরস্পর কহিল, যে পর্য্যন্ত কর্ত্তা বাটীতে না আইসেন, সেই পর্য্যন্ত আমরা ভেট প্রস্তুত করিয়া রাখি। এই অভিপ্রায়ে তাহারা মসলা মধু বাদাম ইত্যাদি সকল সাজাইয়া রাখিল।

অবশেষে যূষফ শস্য বিক্রয় করিয়া বাটীতে আইল, তাহাতে ঐ এগার জন ভ্রাতা ভেট লইয়া যূষফকে দণ্ডবৎ করিয়া তাহার সম্মুখে দিল। দেখদেখি, স্বপ্নেতে যেরূপ শস্যের আটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, সেইরূপ ঐ ভ্রাতারা দণ্ডবৎ হইয়া যূষফকে প্রণাম করিল।

যূষফ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের শারীরিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল, বিশেষতঃ তাহাদের পিতার মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, তোমাদের পিতা কি ভাল আছেন? তোমরা না বলিয়াছিলা, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন; তিনি কি এখনও বাঁচিয়া আছেন? তাহারা প্রণাম করিয়া কহিল, আমাদের বৃদ্ধ পিতা এখনও বাঁচিয়া আছেন, ও ভাল আছেন।

পরে যূষফ বিন্য়ামীনকে দেখিয়া তাহার গলা ধরিয়া চুম্বন করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু সে তাহাতে এবার ক্ষান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা কহিয়াছিলা, সে কি এই?

এই কথা কহিয়া যূষফ হঠাৎ এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে বাছা, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন!

এই সকল কথা কহিতেং যূষফের চক্ষুর জল পড়িতে লাগিল, তাহাতে সে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে না পারিয়া শাঘ্র ঘরের বাহির হইল, আর অন্য কুঠরীতে গিয়া একাকী রোদন করিল। ফলতঃ যূষফের অতি মৃদু স্বভাব ছিল, এবং সে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বড় ভাল বাসিত, কারণ বিন্য়ামীন্ তাহার সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু আর২ ভ্রাতারা বিমাতার সন্তান ছিল।

অপর ভোজন প্রস্তুত হইলে যূষফ মুখ ধুইয়া ঘরের ভিতরে আইল, এবং ক্রন্দন চিহ্ন কেহ যেন দেখিতে না পায়, এই জন্যে সে হাস্যবদনে দাসগণকে মেজের উপরে ভোজন দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিতে কহিল।

ঐ ভোজ ঘরে তিনটা মেজ ছিল, একটা যূষফের নিমিত্তে, আর একটা তাহার দাসগণের নিমিত্তে, ও তৃতীয় একাদশ ভ্রাতার নিমিত্তে।

যূষফ সকলকে বয়ঃক্রম অনুসারে মেজের কাছে বসাইল, অর্থাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে প্রথম স্থানে বসাইল, তাহার কাছে দ্বিতীয়, পরে তৃতীয় ইত্যাদি; সকলের শেষে বিন্য়ামীনকে স্থান দিল। এই রূপে যূষফ জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ সকলকে যথাক্রমে বসাইলে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

পরে সকলে ভোজন করিতে লাগিল। বহুদিবস অবধি তাহারা এমত উত্তম ভোজন করে নাই, বিশেষতঃ তাহারা অনেক দূরহইতে আসিয়া বড় ক্লান্ত ও ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়াছিল।

যূষফ আপনার মেজহইতে উত্তমং খাদ্য দ্রব্য তাহাদের নিকটে পাঠাইল; বিশেষতঃ বিন্যামীনকে অন্য সকলহইতে অধিক দিল। এই রূপে বিন্যামীনকে অধিক দেওয়াতে অন্য ভ্রাতারা কি ঈর্ষ্যা করিল? না, তাহা করে নাই। তাহারা একবার যূষফের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহা না করিয়া বরং আহ্লাদ পূর্ব্বক ভোজন পানাদি করিল।

যূষফ ভ্রাতা সকলকে আনন্দিত দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। এক সময়ে তাহারা যূষফকে অনাহারে গর্ত্তে ফেলিয়া আপনারা সুখে ভোজন করিতে বসিয়াছিল, কিন্তু যূষফ তাহাদের ঐ মন্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে ভাল ব্যবহার প্রকাশ করিল।

হে বাছা সকল, তোমাদের স্মরণ থাকিবে, যে লোকেরা যীশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতি কিরূপ দয়া প্রকাশ করিলেন। আর দেখ, ঈশ্বরকে আমরা ত্যক্ত করিলেও তিনি আমাদের প্রতি দয়ালু থাকেন। যদি কোন ছেল্যা তোমাদের প্রতি নির্দয়তা প্রকাশ করে, তবে তোমরা কি তাহার প্রতি সেইরূপ করিবা? যথা তোমার ভ্রাতা যদি মিঠাই পাইয়া তোমাকে কিছু না দেয়, তবে তুমি মিঠাই পাইলে তাহাকে কিছু দিবা কি না? হাঁ! যূষফের ন্যায় আচরণ করা তোমা-



যূষফের ভোজ।

৮০ পৃষ্ঠ।



বিন্যামীনের ছালাতে বাটি পাওয়া যায়।

৮৩ পৃষ্ঠ।

দের অবশ্য কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি নির্দ্দয় তোমরা তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিও।

১৭ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

আমি বিন্যামীনকে রক্ষা করিব, ইহা যাকুবের নিকটে কে প্রতিজ্ঞা করিল?
যাকুব আপন পুত্রদিগকে কি বস্তু সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিল?
তাহারা মিসর দেশে পৌঁছিলে যূষফের দাস তাহাদিগকে কোথায় লইয়া গেল?
তাহারা বড় ভয় পাইল কেন
কোন্ ব্যক্তি থলার মুখে টাকা রাখিয়াছিল, ইহা কে তাহাদিগকে জানাইল?
যূষফ বাটীতে আইলে ভ্রাতারা তাহাকে কিরূপ সমাদর করিল?
যূষফ বিন্যামীন্‌কে দেখিয়া কি কহিল?
যূষফ কেন কান্দিতে লাগিল?
ভোজ ঘরে তিন্ মেজের কাছে কে২ বসিল?
যূষফ ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহার প্রতি বড় অনুগ্রহ প্রকাশ করিল?
ভ্রাতারা কি সেই নিমিত্তে বিন্যামীনের প্রতি ঈর্ষ্যা করিল?
যূষফ আপন ভ্রাতৃগণের প্রতি দয়া করিয়া কাহার সদৃশ হইল?

---

১৮ পাঠ।

যূষফের ক্ষমাশীলতা।

ভ্রাতারা যূষফের সহিত ঐ দিবস সুখে যাপন করিল, সুতরাং সে দিবস তাহারা বাটী না গিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিবার মানস করিল।

ভ্রাতারা ছালা লইয়া শস্য কিনিতে আসিয়াছিল, ইহা তোমাদের স্মরণ থাকিবে। যূষফ আপন দাসকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, ঐ এগার জনের ছালা শস্যেতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে শস্যের মূল্য রাখ, আর কনিষ্ঠের ছালাতে আমার রূপার বাটি ভরিয়া দেও।

যূষফের দাস তাহার আজ্ঞামত শস্য ও টাকা ছালাতে রাখিল, এবং বিন্য়ামীনের ছালাতে রূপার বাটি দিল; কিন্তু ভ্রাতারা তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রাতারা উঠিয়া গাধার পীঠে ছালার বোঝা দিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া চলিল। তাহারা সকলেই মিসর দেশহইতে বাহির হইয়াছিল, এক জনও বদ্ধ রহিল না, ইহাতে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হইল।

তাহারা মনেং করিল, এই বার শস্য বিক্রয়কর্ত্তা আমাদের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আর২ যাহা ঘটিয়াছে, সে সকল পিতার নিকটে কহিব; তিনি তাহা শুনিয়া ও বিন্য়ামীনকে পুনরায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইবেন।

তাহারা এইরূপ আনন্দিত হইয়া পথে যাইতেছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাহাদের দুঃখ ও ভাবনা উপস্থিত হইল; কারণ তাহারা দেখিল, যূষফের দাস তাহাদিগকে ডাকিতে২ পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতেছে।

পরে সে তাহাদের নিকটে গিয়া কহিল, আমার প্রভু তোমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেও তোমরা তাঁহার সহিত কেন এমত কুব্যবহার করিলা? তোমরা কি জন্যে তাঁহার রূপার বাটি চুরি করিয়া আনিয়াছ?

ইহা শুনিয়া ভ্রাতারা বড় চমৎকৃত হইয়া কহিল, আ- মরা এমত দুষ্কর্ম্ম কদাচ করি নাই। দেখ, আমরা গত বারে শস্যের মূল্য ছালাতে পাইয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছি; এক্ষণে কি তোমার প্রভুর রূপার বাটি চুরি করিব? যদ্যপি আমাদের মধ্যে কেহ এমত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে সে মরুক, ও আমরা সকলে তোমার প্রভুর দাস হইব।

ভ্রাতারা নিশ্চয় জানিত, আমরা তাহা লই নাই, এই জন্যে তাহারা এমত কঠিন প্রতিজ্ঞা করিল।

পরে ঐ দাস কহিল; না, সেরূপ হইবে না, কিন্তু যে বাটি লইয়াছে, সেই আমার প্রভুর দাস হইয়া থাকি- বে, ও তাহা ছাড়া তোমরা সকলে অমনি ঘরে ফিরিয়া যাইবা। এখন তোমরা প্রত্যেকে আপনং ছালা খুলিয়া দেখাও।

তাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন ছালা খুলিলে দাস তাহার মধ্যে বাটি খুজিয়া পাইল না। পরে দ্বিতীয় ভ্রাতা সেই রূপ করিলে তাহাতেও বাটি পাওয়া গেল না। এই প্রকারে দশ জনের ছালার ভিতরে বাটি দে- খিতে পাইল না; কিন্তু শেষে বিন্যামীন আপন ছালা খুলিলে শস্যের মধ্যে বাটি পাওয়া গেল। ইহাতে সক- লে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

তোমরা জান বিন্যামীন বাটি চুরি করে নাই, কিন্তু ঐ দাস আপনি তাহার ছালারি মধ্যে বাটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

পরে সে দাস বিন্যামীনকে কহিল, তোমাকে আমার

সহিত প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তুমি চির-কালের নিমিত্তে তাঁহার দাস হইবা। কিন্তু তোমার ভ্রাতা সকল ঘরে যাইতে পারিবে।

ভ্রাতারা কি বিন্যামীনকে ছাড়িয়া পিতার নিকটে গেল? না, তাহারা অস্বীকার করিয়া কহিল, আমরা বিন্যামীনের সহিত ফিরিয়া যাইব।

দেখদেখি, ভ্রাতারা বিন্যামীনকে এমত ভাল বাসিত, যে তাহারা তাহাকে দুঃখে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না। তাহারা তখনি গাধার পীঠে শস্যের ছালা তুলিয়া কান্দিতে২ বিন্যামীনের সহিত যূষফের বাটীতে চলিল। যূষফও তাহাদের অপেক্ষা করিয়াছিল।

যূষফ সকল ভ্রাতাকে বিন্যামীনের সহিত ফিরিয়া আ-সিতে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল; বিশেষতঃ বিন্যামীন দাস হইবে, এ নিমিত্তে সকলে ক্রন্দন করিতেছে, ইহাতে যূষফ জানিতে পারিল, যে বড় ভ্রাতারা বিন্যামীনকে অত্যন্ত ভাল বাসে বটে।

সকল ভ্রাতারা যূষফকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। যূষফ তাহাদের প্রতি ক্রোধ ছলে কহিল, তোমরা এ কি দুষ্কর্ম্ম করিলা?

হে বাছা সকল, তোমাদের মনে থাকিবে যে যিহূদা বিন্যামীনের রক্ষার ভার লইয়াছিল, সেই নিমিত্তে সে যূষফের নিকটে একান্ত মনে বিন্যামীনের দোসের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কারণ যিহূদা বিবেচনা করিল, বিন্যামীন বাটি লয় নাই, এমত বাক্য বলা বৃথা হইবে; অতএব সে কেবল দয়ার প্রার্থনা করিল।

সে যুবককে কহিল, ঈশ্বর আমাদের পাপজন্য শাস্তি দিতেছেন। এক্ষণে আর কি কহিব? আমরা সকলে আপনার দাস হইব।

কিন্তু যুবক কহিল, তোমরা সকলে আমার দাস হইবা না। যে বাটি চুরি করিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে; আর সকলে পিতার নিকটে ফিরিয়া যাউক।

যুবক এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা জানিতে চাহিল, ভ্রাতারা বিন্যামীনকে দাসত্বে ফেলিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া যাইবে কি না।

তাহাতে যিহূদা যুবকের নিকটে গিয়া বিন্যামীনের নিমিত্তে একান্ত মনে ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো, এক কথা বলি শুনুন, আপনি রাগান্বিত হইবেন না, আপনি রাজার তুল্য, আপনকার সম্মুখে কথা কহিতে ভয় করি। আমরা যখন প্রথমে শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম তখন আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা আছে কি না? তাহাতে আমরা উত্তর করিলাম, হাঁ, আমাদের বৃদ্ধ পিতা ও এক জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তখন আপনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে চাহিলেন; আমরা কহিলাম, পিতা তাহাকে ছাড়িবেন না; কিন্তু আপনি তাহাকে আনিতে শক্ত আজ্ঞা করিলেন। অতএব আমরা পিতার নিকটে ফিরিয়া গিয়া এই সকল কথা বলিলেও তিনি বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। পিতা কহিলেন, আমার এক প্রিয় পুত্রকে সিংহ কিম্বা ভালুকে খাইয়াছে, অতএব বিন্যামীনকে পাঠাইলে তাহার যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তবে

আমি এ বৃদ্ধ বয়সে তাহার শোকেতে মরিব। তখন আমি পিতার নিকটে বিন্য়ামীনের রক্ষা করণের ভার লইলাম; অতএব তাহাকে সঙ্গে না লইয়া আমি পিতার নিকটে যাইতে পারিব না, বিন্য়ামীন আমাদের সঙ্গে না গেলে পিতার মৃত্যু দেখিতে হইবে। বরং বিন্য়ামীনের পরিবর্ত্তে আমি আপনকার দাস হই। উহাকে পিতার নিকটে যাইতে দিউন, কারণ পিতা উহার শোকেতে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহা আমি দেখিতে পারিব না।

এই কথাতে যিহূদার কি দয়া প্রকাশ হইল না?

যূষফ তখন বিলক্ষণ জানিতে পারিল, যে যিহূদা বিন্য়ামীনকে, এবং আপনার বৃদ্ধ পিতাকে অতিশয় ভাল বাসে। অতএব সে তখনই তাহাদের নিকটে আপন পরিচয় দিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করিল।

যূষফ প্রেমেতে পরিপূর্ণ হইয়া চক্ষুর জল আর নিবারণ করিতে পারিল না, কিন্তু সে পূর্ব্বমত ঘরের বাহিরে না গিয়া এবার দাসগণকে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা করিল; তাহাতে সে ভ্রাতাদিগের সহিত ঘরে থাকিয়া এমত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে দাসেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল।

অবশেষে যূষফ কহিল, আমি তোমাদের ভ্রাতা যূষফ। আমার পিতা কি এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন?

ভ্রাতারা এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বরং ভীত হইল, এবং তাহার নিকটে গিয়া একটি কথা কহিতেও তাহাদের সাহস হইল না।

যূষফ তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে চাহিল না। বরং

সে তাহাদিগকে কোলে করিয়া তাহাদের সহিত প্রেমালাপ করিতে ইচ্ছা করিল। যূষফ জানিল যে ভ্রাতারা দুষ্টতা করিয়া আমাকে বিক্রয় করাতে ভীত হইতেছে, অতএব সে তাহাদের মনকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, তোমরা আমাকে বিক্রয় করাতে দুঃখিত হইও না, ঈশ্বর তোমাদের সন্তানদিগকে আকালের সময়ে রক্ষা করিবার নিমিত্তে তোমাদিগকে এই কর্ম্ম করিতে দিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে এখানে আসিয়া বাস কর; আমাদের বৃদ্ধ পিতা ও তোমাদের সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া আইস, আমি তোমাদের আহার যোগাইব। তোমরা আমার মুখ ভাল করিয়া দৃষ্টি করিলে আমি তোমাদের ভ্রাতা যূষফ কি না, ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিবা। এই ক্ষণে তোমরা গিয়া আমার ধন ও মান ইত্যাদি পিতাকে কহিয়া তাঁহাকে এখানে আমার সহিত বাস করিতে লইয়া আইস।

যূষফ এই সকল কথা কহিয়া বিন্য়ামীনকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, বিন্য়ামীনও যূষফের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে যূষফ সকল ভ্রাতাকে এইরূপ আলিঙ্গন করিল, তাহাতে তাহারা যূষফকে আর ভয় না করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল, যূষফ আমাদের দোষ মার্জ্জনা করিয়া একান্ত মনে আমাদিগকে ভাল বাসিতেছে। তাহারা এমত দয়া পাইবার ভরসা কদাচ করে নাই, তাহাতে আপনাদের দুষ্টাচার স্মরণ করিয়া তাহারা লজ্জিত হইল।

দেখ দেখি, যূষফের ভ্রাতারা আপনাদের দুষ্টাচারের

নিমিত্তে খেদিত হইয়া যে পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ না করিল, সেই পর্য্যন্ত যূষফ তাহাদিগকে সুখী করিল না।

ইহাতে যূষফ যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়, কেননা আমরা যদি পাপের জন্যে খেদিত হইয়া তাহা ত্যাগ করি তবে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করেন। তোমাদের স্মরণে থাকিবে, যে স্ত্রী আপন চক্ষুর জলদ্বারা তাঁহার পা ধুইয়াছিল, এবং আপন চুলদ্বারা তাহা মুছাইয়াছিল, সে স্ত্রীকে তিনি কি প্রকারে ক্ষমা করিয়াছিলেন? ফলতঃ সে আপন পাপ সকলের কারণ দুঃখিতা হইয়াছিল, সেই নিমিত্তে খ্রীষ্ট তাহাকে ক্ষমা করিলেন। অতএব হে আমার প্রিয় শিশুরা, যদি তোমরা আপনাদের পাপের নিমিত্তে খেদিত হইয়া তাহা ছাড়, তবে তিনি তোমাদের পাপও ক্ষমা করিবেন।

১৮ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

যূষফের দাস ভ্রাতাদিগকে কি দোষ দিল?
তাহারা কি প্রতিজ্ঞা করিল?
কাহার ছালাতে বাটি পাওয়া গেল?
কে তাহা বিন্যামীনের ছালাতে রাখিয়াছিল?
যূষফের দাস কি অন্য ভ্রাতাদিগকে পিতার নিকটে যাইতে দিল?
ভ্রাতারা বিন্যামীনের সহিত যূষফের নিকটে কেন ফিরিয়া গেল?
যূষফ তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া কেন সন্তুষ্ট হইল?
যিহূদা বিন্যামীনের বিষয়ে যূষফের নিকটে কি নিবেদন করিল?
যূষফ সে সময়ে কেন ভ্রাতাদিগকে পরিচয় দিল?
তাহারা তাহা শুনিয়া কেন ভীত হইল?
পরে যূষফ তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল?

১৯ পাঠ।

যূষফের শেষ বিবরণ।

যূষফ ভ্রাতাদের নিকটে পরিচয় দিবার অগ্রে, আপন দাসগণকে ঘরের বাহিরে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল যে তাহারা বাহিরে পাঠাইবার কারণ শীঘ্র জানিতে পারিল। যূষফ আপন ভ্রাতাদিগকে পাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া দাসেরা তুষ্ট হইল, কেননা যূষফ আপন ভ্রাতাদিগের দুষ্টতার বিষয় মিসরদেশের লোকদিগকে কহিল না।

তথাকার রাজা ফিরৌণ যূষফকে ভাল বাসিত, এই হেতু সে ঐ কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল; অতএব রাজা যূষফকে ডাকাইয়া কহিল, তোমার ভ্রাতারা এ দেশে আসিয়া তোমার সহিত বাস করুক, এবং তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ও সকল ছোট২ সন্তানগণকে ডাকিয়া পাঠাও। তাহারা এই ভূমির উত্তম২ দ্রব্য খাইতে পাইবে; আমরা তাহাদিগকে বাড়ী, ক্ষেত্র, ও বাগানাদি দিব; তাহারা একত্র বাস করিবে। আমরা ছেল্যাদিগকে ও তাহাদের মাতাদিগকে ও তোমার বৃদ্ধ পিতাকে আনাইবার কারণ গাড়ী পাঠাইব; কিন্তু তাহাদের কোন দ্রব্যাদি আনিবার আবশ্যক নাই, কেননা তাহারা যে কিছু চাহে, তাহা আমরা এখানে দিব।

দেখ, রাজা কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিল।

তখন যূষফ গাড়ীতে পশু যোতাইয়া ভ্রাতৃদিগের পথের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য দিয়া বাটী পাঠাইল। যূষফ তাহা-

দিগকে আরো অনেক উত্তম ২ সামগ্রী দিল, কারণ সে অতি ধনী ছিল, বিশেষতঃ সে প্রত্যেককে দুই যোড়া বস্ত্র দিল, কিন্তু বিন্য়ামীনকে পাঁচ যোড়া বস্ত্র ও অনেক ধন দিল। যূষফ আরো আপন পিতার নিমিত্তে অনেক ভেট পাঠাইল, এবং ঐ সকল সামগ্রী লইয়া যাইতে তাহাদিগকে কুড়িটা গাধা আর পিতার পথে আসিবার কালীন আহারের নিমিত্তে অনেক রুটী ও মাংস দিল।

সকল প্রস্তুত হইলে পরে, যূষফ আপন ভ্রাতাদিগকে কহিল, তোমরা কিনান দেশে গিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আরো এক কথা বলি, তোমরা পথের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিও না।

বোধ হয় তাহাদের অতি সন্তোষজনক যাত্রা হইল।

বৃদ্ধ যাকূব তাহাদের আসিবার অপেক্ষায় বড় ব্যস্ত ছিল, কারণ সে ভয় করিল পাছে বিন্য়ামীন তাহাদের সঙ্গে ফিরিয়া না আইসে; অতএব সে সকলকেই আসিতে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। ভ্রাতারা শীঘ্র এই সুসমাচার পিতাকে কহিল যূষফ প্রাণে বাঁচিয়া আছে, এবং সে বড় মানুষ হইয়া মিসর দেশে শস্য বিক্রয় করিতেছে।

এ কথা শুনিয়া যাকূব কি আহ্লাদিত হইল? না, বরং সে তাহা প্রত্যয় না করিয়া কহিল, আমার পুত্র বহু দিবস হইল মরিয়াছে, অতএব এ কথা সত্য হইতে পারে না। তাহাতে ভ্রাতারা কহিল, হাঁ সত্য বটে, আমরা যূষফকে দেখিয়াছি, এবং সে আপনাকে ও আমাসকলকে সেখানে গিয়া বাস করিতে বলিয়াছে।

যাকূব এ কথা শুনিয়াও প্রত্যয় করিল না; তাহাতে

ভ্রাতারা কহিল, আপনি বাহিরে আসিয়া দেখুন সে গাড়ী পাঠাইয়াছে তবে আমাদের কথাতে বিশ্বাস করিবেন।

অপর বৃদ্ধ যাকূব গাড়ী দেখিয়া প্রত্যয় করিল, এবং অতিশয় তুষ্ট হইয়া কহিল, এই যথেষ্ট প্রমাণ ঘটে; আমার পুত্র যূষফ বাঁচিয়া আছে; অতএব আমি মরিবার অগ্রে তাহাকে গিয়া দেখিব।

পরে ভ্রাতারা আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে কহিল, তোমাদিগকে কিনান দেশ ছাড়িয়া দূরে যাত্রা করিতে হইবে। তাহাতে সকলে গাড়ীতে চড়িয়া যাত্রা করিল। যাকূব বৃদ্ধ ও খোঁড়া ছিল এ নিমিত্তে সেও গাড়ীতে উঠিল; কিন্তু ভ্রাতারা সকল যুবপুরুষ, এই হেতুক তাহারা পদব্রজে চলিল। তাহারা আপন ২ মেষ গোরু ছাগ উট গাধা ও আর ২ সকল বস্তু সঙ্গে লইল।

বোধ হয় বালক ও বালিকাগণ অতিশয় আহ্লাদিত ছিল, কারণ ছেল্যারা বেড়াইতে বড় ভালবাসে।

শেষে তাহারা মিসর দেশে নিরাপদে পৌঁছিল।

তাহারা যূষফের বাটী যাইবার অগ্রে এক উত্তম গাড়ী নিকটে আসিতে দেখিল, ঐ গাড়ী যূষফের। পরে গাড়ী থামিলে যূষফ আপনি তাহাহইতে বাহির হইবামাত্র বৃদ্ধ যাকূবও আপন গাড়ীহইতে নামিল। যাকূবের চুল পাকা, ও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সে চলিতে পারিত না, অতএব যূষফ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৌড়িয়া গেল, এবং তাহার গলা ধরিয়া বহু কাল পর্য্যন্ত রোদন করিল।

দেখ, যূষফ ঐ নানাবর্ণের কুর্ত্তা পরিয়া যখন ভ্রাতাদিগকে অন্বেষণ করিতে চলিল, তখন সে আপন পি-

তাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইয়াছিল, সেই অবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। তাহার পর কত দিবস যাকূব যূষফের নিমিত্তে ভাবিত হইয়া কাল যাপন করিয়াছিল; শেষে হারাণ পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইল, তাহা বলা যায় না। তখন যূষফ ও যাকূবের পরস্পর এরূপ প্রেম দেখিয়া ভ্রাতারা আর হিংসা করিল না।

পরে যাকূব কহিল, হে যূষফ, তুমি অদ্য পর্য্যন্ত জীবিত আছ! আমি তোমার মুখ দেখিয়াছি, এখন আমি স্বচ্ছন্দে মরিব।

তখন যূষফ কহিল, তোমাদের আগমন সমাচার আমি রাজাকে জানাইতে যাই। ইহা কহিয়া সে ফিরৌণকে এই সমাচার দিতে গেল, আমার পিতা ও ভ্রাতারা এবং তাহাদের পাল ইত্যাদি সকল দ্রব্যের সহিত আসিয়াছে।

পরে যূষফ ভ্রাতাদের মধ্যে পাঁচ জনকে ফিরৌণের নিকটে লইয়া গেল, তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি কর্ম্ম কর?

ভ্রাতারা উত্তর করিল, আমরা রাখাল; কিন্তু কিনান দেশে শস্য তৃণাদি কিছুই হয় নাই। অতএব যদি আপনি কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন, তবে আমরা এস্থানে মেষাদিকে প্রতিপালন করি।

ফিরৌণ কহিল, আমি তোমাদিগকে অনেক ক্ষেত্র দান করিব, তোমরা সকলে আপন সন্তান সন্ততি ও মেষাদি লইয়া একত্র বাস করহ।

যুবকেরও ইচ্ছা ছিল যে সকলে একত্র থাকে. কারণ মিসর দেশবাসিরা প্রতিমা পূজা করিত।

পরে যুবক আপন বৃদ্ধ পিতাকে রাজার সহিত দেখা করাইবার কারণ আনিল। যাকূব অতি প্রাচীন, সেই জন্যে রাজা তাহাকে সম্মান পূর্ব্বক আদর করিল। দেখ, রাজা প্রভৃতি সকলেই প্রাচীন মনুষ্যকে সম্মান করে, ইহা উচিত বটে। অতএব বালকদিগেরও প্রাচীন মনুষ্যকে সম্মান করা, এবং উপস্থিত মতে তাহাদের আজ্ঞা প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধ যাকূব ফিরৌণের মাথায় হাত দিয়া তাহার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। রাজা যুবকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, এই নিমিত্তে যাকূব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং বোধ হয়, সে তন্নিমিত্তে ফিরৌণ-কে ভাল বাসিয়াছিল।

পরে ফিরৌণ যাকূবকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়স কত? যাকূব উত্তর করিল, আমার বয়স ১৩০ এক শত ত্রিশ বৎসর হইল; কিন্তু আমার পিতা ও পিতামহের ইহাহইতে অধিক বয়স হইয়াছিল; ও আমার সমস্ত কাল দুঃখেতে যাপন হইয়াছে।

অপর যাকূব ফিরৌণকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার নিকটে বিদায় লইল। পরে রাজা যে স্থান তা-হাকে দিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া আপন সন্তান সন্ততির সহিত বাস করিতে লাগিল। যুবক তথায় থাকিত না, কিন্তু মধ্যে২ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত।

কত বৎসর পরে যাকূব পীড়িত হইয়া মৃত্যু নিকটবর্ত্তী

জানিয়া আপনার সকল সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে ডাকাইল। সে সময়ে যাকূব রোগেতে অন্তপ্রায় এবং অতি দুর্ব্বল হইয়াছিল।

যাকূবের পুত্রেরা আসিলে সে খাটে বসিয়া প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া সে কহিল, আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি, আমার মরণের পরে তোমরা আমার দেহকে কিনান দেশে লইয়া গিয়া যে গহ্বরে আমার পিতা ইস্‌হাক এবং পিতামহ ইব্রাহীম কবর প্রাপ্ত হইয়াছে সেই গহ্বরে আমাকেও কবর দিবা। যাকূব এই প্রকার আরো অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া মরিল। তাহার আত্মা ঈশ্বরের নিকটে গেল এবং এখন পর্য্যন্ত স্বর্গেতেই আছে। তাহার শরীর শেষে অর্থাৎ বিচার দিনে ঐ কবর স্থানহইতে উঠিবে।

যাকূবের মৃত্যু হইলে যূষফ তাহার গলা ধরিয়া মুখ-চুম্বন করত কান্দিতে লাগিল, কিন্তু এই সান্ত্বনার বিষয় হইল যে যাকূব শোকেতে প্রাণ ত্যাগ করিল না। কেননা তাহার মরণের অগ্রে ঈশ্বর তাহাকে আপন প্রিয়তম সন্তানের মঙ্গল দেখাইয়াছিলেন।

যূষফ ভ্রাতাদের সহিত অনেক ঘোড়া গাড়ী ও দাসগণ সঙ্গে লইয়া কিনান দেশে গিয়া ইব্রাহীমের কবরস্থানে যাকূবকে কবর দিল। পরে তাহারা সকলেই একত্র মিসর দেশে ফিরিয়া আইল।

ভ্রাতারা যাকূবকে কবর দিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, কি জানি যূষফ পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার কারণ আমাদের দণ্ড দেয় নাই, ফলতঃ সে আমাদিগকে সত্য ক্ষমা করে নাই,



যাকূবের কবর দেওনে যাত্রা।

১৪ পৃষ্ঠ।

বোধ হয় এখন দণ্ড দিবে। এমত ভাবনা করিয়া তাহারা এক জন দাসদ্বারা যূষফকে বলিয়া পাঠাইল; আমাদের পিতা মরিবার অগ্রে কহিয়া গিয়াছেন, তোমাদের দুষ্কর্ম্ম হেতু তোমরা যূষফের নিকটে ক্ষমা চাহিও, অতএব তুমি আমাদের সেই দোষ ক্ষমা কর।

যূষফ এই সমাচার পাইয়া কান্দিতে লাগিল। সে কি নিমিত্তে কান্দিল, তাহা তোমরা জান? তাহার ভ্রাতারা তাহাকে নির্দ্দয় জানিয়া এমত প্রার্থনা করিয়াছে, ইহাতেই সে মনে বড় দুঃখিত হইল। কিছু কাল পরে ভ্রাতারা ভীত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল, তাহাতে যূষফ কহিল, তোমরা ভয় করিও না। আমাকে বিক্রয় করিয়া তোমরা বড় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে উত্তম ফল দর্শাইয়াছেন, কেননা আমি মিসর দেশে থাকিয়া শস্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা সপরিবারে আকালের সময়ে আহার পাইয়া প্রাণে বাঁচিলা। আমি এখনও তোমাদিগকে ও তোমাদের সন্তান সন্ততিদিগকে প্রতিপালন করিব। যূষফ এই প্রকার দয়ার কথা কহিয়া ভ্রাতাদের সান্ত্বনা করিল।

অনেক দিন পরে যূষফ অতি বৃদ্ধ হইয়া মরিল।

এই পর্য্যন্ত যূষফের ইতিহাস। সে এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত স্বর্গেতে আছে। যূষফ যেমন আপন ভ্রাতা-দিগকে ক্ষমা করিল, তেমনি যীশু তাহাকেও ক্ষমা করিলেন; কেননা যদ্যপিও ধর্ম্মপুস্তকে যূষফের পাপের বিষয় কিছু লেখা নাই, তথাপি মনুষ্য মাত্রই পাপী, অতএব সেও পাপকর্ম্ম অবশ্য করিয়া থাকিবে।

হে বাছা সকল, তোমরা ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক এবং যাকূবের ইতিহাস শুনিয়াছ। ইব্রাহীম যাকূবের পিতামহ ও ইস্‌হাক যাকূবের পিতা ছিল। পরমেশ্বর ঐ তিন জনকেই ভাল বাসিয়া তাহাদের বংশের অর্থাৎ সন্তান সন্ততিদিগের ভোগের নিমিত্তে কিনান দেশ দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; ইহা তোমাদের স্মরণে থাকিবে। ঈশ্বর সে প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না, বরং উপযুক্ত সময়ে তাহা সিদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষাও উত্তম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এক দিন যীশু খ্রীষ্ট জগতে জন্মিয়া তাহাদিগকে আপন পাপহইতে রক্ষা করিবেন। তাহারা সকলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রত্যাশাতে প্রাণ ত্যাগ করিল।

অবশেষে কাল সম্পূর্ণ হইলে যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে আইলেন। দেখ, হাবিল ও নোহ্ ও ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক ও যাকূব এবং যূষফ ইত্যাদি যে সকল উত্তম মনুষ্যদের পাপ তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, এখনো তিনি তাহাদের সঙ্গে স্বর্গে বিরাজমান আছেন।

হে প্রিয় শিশু সকল, তোমরাও মরণের পর স্বর্গে গিয়া তাহাদের সহিত বাস কর, এই আমার বাসনা।

১৯ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

মিসরদেশে বাস করিতে ফিরৌণ রাজা কাহাদিগকে আহ্বান করিল?
যাকূব যূষফের সমাচার শুনিবামাত্র কেন আহ্লাদিত হইল না?
যূষফ বাঁচিয়া আছে, ইহা যাকূব কেন শেষে বিশ্বাস করিল?
ছোট ছেলারা কেমন করিয়া মিসরে যাত্রা করিল?
কে যাকূবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল?
যূষফ আপন পিতাকে কাহার নিকটে লইয়া গেল?
ফিরৌণ যাকূবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল?

যাকুব সপরিবারে কোথায় বাস করিল ?
সে আপন কবরের বিষয়ে পুত্রদিগকে কি আজ্ঞা করিল ?
যাকুব মরিলে পরে যুষফের ভ্রাতারা কেন ভয় করিল ?
যাকুব কি পূর্ব্বের মত তাহাদের প্রতি দয়ালু ছিল ?
ঈশ্বর ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক এবং যাকুবের নিকটে কি প্রতিজ্ঞা করিলেন ?
তিনি কি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন ?
ইব্রাহীম ও ইস্‌হাক ও যাকুব ও যুষফ ইত্যাদি প্রাচীন ধার্ম্মিক লোকেরা এখন কোথায় আছে ?

---

২০ পাঠ।

মূসার শিশুকালের বিবরণ।

যুষফ ও তাহার ভ্রাতারা বহু দিবস পর্য্যন্ত মিসর দেশে সুখে বাস করিল। পশ্চাৎ তাহারা অনেক সন্তানাদি রাখিয়া বৃদ্ধ হইয়া মরিল। ঐ সন্তানদিগেরও অনেক সন্তান জন্মিয়া শেষে সহস্রং মনুষ্য হইল। তাহারা সকলে যাকূবের বংশ, অর্থাৎ তাহার পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদি।

যাকূবের দুই নাম ছিল, ঈশ্বর আপনি তাহার দ্বিতীয় নাম ইস্রায়েল রাখিয়াছিলেন।

যাকূবের পুত্র পৌত্রাদি বংশ সকল যাকূবের সন্তান কিম্বা ইস্রায়েলের সন্তান বলিয়া খ্যাত ছিল।

তোমাদের স্মরণ থাকিবে যে কিনান দেশে শস্য না, জন্মিবাতে তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া মিসরে বাস করিয়া মেষাদি রক্ষা করিত। ঐ উত্তম ফিরৌণ যে অবধি রাজত্ব করিল, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের কোন দুঃখ ছিল না;

কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে ফিরৌণ নামে আর এক রাজা হয়, তোমরা তাহার আচরণ শুনিয়া সে ভাল কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া কহিবা।

সে রাজা জানিত যে ইস্রায়েল বংশীয়েরা বহু দূর-হইতে আসিয়াছে, তাহাতে সে কহিল, উহারা অনেক লোক, কি জানি কোন দিন অস্ত্রধারী হইয়া আমার দাসদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে; অতএব আমি উহাদিগকে ক্লেশজনক কর্ম্ম করাইয়া নষ্ট করিব। এই অভিপ্রায়ে সে ফিরৌণ রাজা ইট প্রস্তুত করিয়া উচ্চ২ প্রাচীর গাঁথিতে ইস্রায়েলীয়দিগ-কে আজ্ঞা দিল, ও তাহাদের কর্ম্ম করাইবার জন্যে আ-পনার লোকদিগকে নিযুক্ত করিল।

ইস্রায়েলের সন্তানেরা এ পর্য্যন্ত সহজে অর্থাৎ মেষাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া কাল যাপন করিয়াছিল। রাখালেরা স্বচ্ছন্দে রৌদ্রের সময়ে বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আপন২ পালকে তৃণময় মাঠে ও জলাশয়ের নিকটে চরিতে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু এক্ষণে রাজার আজ্ঞা পাইয়া ইস্রায়েলীয়দিগকে মাটী খুঁড়িতে ও ইট বানাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইত, এবং অধিক ইট নির্ম্মাণ না করিলে ফিরৌণের লোকেরা তাহাদিগকে প্রহার করিত। এই প্রযুক্ত তাহারা বড় অসুখী হইয়া সর্ব্বদা কোঁকাইয়া কান্দিতে থাকিত।

তাহারা এপ্রকার ক্লেশজনক কর্ম্মে প্রাণে নষ্ট না হও-য়াতে ফিরৌণ রাজা অন্য এক কুমন্ত্রণা করিল; অর্থাৎ সে ইস্রায়েলীয় শিশু বালক সকলকে নদীতে ফেলিতে আজ্ঞা দিল। কিন্তু বালিকাগণের প্রতি সে এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা

দেয় নাই, কেননা সে জানিত তাহারা বড় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

ফিরৌণ রাজা আপন দাসদিগকে আজ্ঞা দিল, ইস্রায়েলদিগের মধ্যে পুত্রসন্তান জন্মিবামাত্র তোমরা তাহাদিগকে লইয়া নদীতে ডুবাইয়া দেও।

তৎকালে ইস্রায়েলীয়দের এক ধার্ম্মিকা স্ত্রীর পুত্র সন্তান জন্মিল, তাহাতে ঐ স্ত্রী আপন সন্তানকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল, পরে সে তাহাকে এমত স্থানে রাখিল যে ফিরৌণের লোকেরা খুঁজিয়া পাইতে পারিল না। ঐ শিশু তিন মাস বয়স্ক হইলে তাহার মাতা তাহাকে আর লুকাইতে পারিল না, কেননা সে তখন কিছু বড় হওন প্রযুক্ত চেঁচাইয়া কান্দিতে লাগিল। অতএব তাহার মাতা সে বালককে লইয়া কি করিতে মানস করিল, তাহা বলি শুন।

মিসর দেশে নীল নামে এক বড় নদী আছে, তাহার তীরে মোটাং উচ্চ শর ও বেণা গাছ জন্মে; ঐ স্ত্রী তাহার কতগুলিন লইয়া একটা বড় পেটারা বানাইল, আর তাহাতে যেন জল প্রবেশ না হয়, এই জন্যে তাহার মধ্যে ধূনা ও আলকাতরা লেপন করিল। পরে সে পেটারার ভিতরে আপন ছোট সন্তানকে রাখিয়া তাহা আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইল, কিন্তু পেটারার ভিতরে কি আছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

পরে সেই স্ত্রী নদীতীরে গিয়া বেণাবনের মধ্যে ছেল্যা শুদ্ধ পেটারা রাখিয়া আইল, কেননা সে ঈশ্বরের প্রতি ঐ সন্তানের জীবন রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিল।

ঐ স্ত্রীর দশ বৎসর বয়স্কা মরিয়ম নামে এক কন্যা ছিল। তাহাতে সে মেইয়া আপন শিশু ভ্রাতার কি হয়, ইহা দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কএক জন স্ত্রীলোক ঐ নদীর তীরেতে বেড়াইতে আইল, তাহাদের মধ্যে এক জন ফিরৌণ রাজার কন্যা, আর সকলে তাহার দাসীগণ রাজকন্যাকে স্নান করাইবার নিমিত্তে আসিয়াছিল; কারণ মিসরদেশ বঙ্গদেশের মত অত্যন্ত গরম প্রযুক্ত সেখানকার লোকেরা বার ২ স্নান করিয়া থাকে।

রাজকন্যা বনমধ্যে তাকাইয়া ঐ পেটারা দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে সে এক জন দাসীকে তাহা অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলে, সে তথায় গিয়া এক পেটারা পাইয়া রাজকন্যার নিকটে আনিল; তাহাতে রাজকন্যা ঐ পেটারা খুলিয়া এক অতি সুন্দর শিশুকে দেখিল। তখন ঐ শিশু কান্দিতেছিল। আহা! এ দুঃখি শিশু পূর্ব্বে আপন মাতার ক্রোড়ে থাকিত, কিন্তু এখন ইহাকে সুখে রাখিতে ও প্রতিপালন করিতে কেহ নাই; ইহা ভাবিয়া রাজকন্যা শিশুর প্রতি বড় দয়া করিল। সে মনে করিল, এই ইস্রায়েলীয় স্ত্রীলোকদের কোন শিশু হইবে, কেননা সে শুনিয়াছিল, তাহার পিতা ঐ বংশীয় শিশুদিগকে নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু রাজকন্যার এমত ইচ্ছা ছিল না, যে এমত সুন্দর শিশুকে নদীতে ফেলা যায়।

ঐ শিশুর ভগিনী রাজকন্যার দয়ালু চেষ্টা দেখিয়া নিকটে আসিয়া কহিল, হে রাজকন্যে! এই ছেল্যার নিমিত্তে যদি স্ত্রী আবশ্যক হয়, তবে আমি এক জন ধাইকে আনিয়া দিতে পারি; তাহাতে রাজকন্যা তাহাকে

আনিতে অনুমতি দিল। সে মেইয়া কাহাকে ডাকিল? সে যাইয়া আপনার মাতা অর্থাৎ ঐ শিশুর মাতাকে ডাকিয়া আনিল। তাহার মাতা আইলে রাজকন্যা কহিল, তুমি আমার জন্যে এই শিশুকে প্রতিপালন কর, আমি তোমাকে বেতন দিব।

মাতা ঐ শিশুর প্রতিপালনের ভার পাইয়া বড় সন্তুষ্টা হইল। সে দেখিল, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়া শিশুকে জলে ডুবনহইতে রক্ষা করিয়াছেন। পরে মাতা শিশুকে ক্রমে২ ঈশ্বরের বিষয় শিখাইতে লাগিল। কিন্তু সে আপনার নিকটে শিশুকে সর্ব্বদা রাখিতে পারিত না; কারণ শিশু বড় হইলে রাজকন্যা তাহাকে আপন সন্তানস্বরূপ জানিয়া আপনার নিকটেই অট্টালিকাতে রাখিত। রাজকন্যা তাহার নাম মূসা রাখিল, কেননা মূসা শব্দের অর্থ টানা, ফলতঃ সে জলহইতে টানা গিয়াছিল।

রাজকন্যার উত্তম বাড়ী ও অনেক দাসদাসী ছিল, তাহাতে সে মূসাকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাইত ও ভাল দ্রব্যাদি খাওয়াইত, এবং তাহার সেবার নিমিত্তে কতক গুলিন দাসদাসী দিত। তাহাকে কোন ক্লেশজনক কর্ম্ম করিতে হইত না; তথাপি সে আলস্য না করিয়া অনেক বিদ্যা শিখিত। সুতরাং রাজকন্যা তাহার শিক্ষার্থে অতি জ্ঞানবান্ শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করিল।

এই রূপে মূসা তারা সমূহের নাম ও পশুপক্ষ্যাদির গুণ শিখিয়া বড় জ্ঞানী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ঐ সকল পণ্ডিতেরা তাহাকে ঈশ্বরের বিষয় কিছু শিখাইতে পারিল না, কেননা তাহারা প্রতিমাপূজা করিত। মূসা বালক-

কালে আপন পিতা মাতার সহিত বাস করাতে সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাতে সে সকল জ্ঞান অপেক্ষা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিত। মূসা সত্য ঈশ্বরকে জানিত, এই নিমিত্তে মিসরের সকল পণ্ডিতহইতে জ্ঞানী ছিল।

মূসা কেবল জ্ঞানী ছিল এমত নহে, বরং সে অতি সাহসিক থাকাতে মিসরীয় লোক সকল তাহাকে মান্য ও প্রশংসা করিত। তবে কি মূসা সুখী ছিল? না, সে সুখী ছিল না; পর পাঠে আমি তাহার কারণ কহিব।

২০ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বর যাকুবের কি নাম দিয়াছিলেন?
যাকুবের পুত্র পৌত্রাদি বংশ সকল কি নামে খ্যাত হইল?
যূষফের প্রেমকারি ফিরৌণ মরিলে মিসর দেশে কে রাজা হইল?
ফিরৌণ ইস্রায়েলদিগকে শক্ত কর্ম্ম করাইয়া কেন ক্লেশ দিল?
সে তাহাদের শিশু পুত্রদের বিষয়ে কি আজ্ঞা দিল?
তাহাতে কি সকল ছোট২ বালকেরা নষ্ট হইল?
যে স্ত্রী আপন পুত্রকে তিন মাস পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়াছিল, শেষে সে তাহাকে কি করিল?
শিশুর কি হইবে, ইহা দূরহইতে কে দেখিতেছিল?
তাহাকে জলহইতে কে টানিয়া লইল?
রাজকন্যা শিশুর কি নাম রাখিল?
সে কাহাকে ধাত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিল?
মূসাকে কাহার পুত্র বলা যাইত?
সে কি ধনী ও মান্য লোক হইয়াছিল?
মূসা মিসর দেশের পণ্ডিত সকল অপেক্ষা কিসে জ্ঞানী ছিল?



মূসার মাতা তাহাকে বাল্যকালে শিক্ষা দেয়।

১০৬ পৃষ্ঠ।



মূসা ও বৃদ্ধ মনুষ্যের কন্যাগণ।

১০৭ পৃষ্ঠ।

২১ পাঠ।

মূসার যুবকালের বিবরণ।

ইস্রায়েলের সন্তানেরা ইট নির্ম্মাণ করিতে যেরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি। পরে মূসা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মনে এই চিন্তা হইল, যে আমি রাজ ভোগে উত্তম আট্টালিকাতে বাস করি, এবং আমাকে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না; কিন্তু আমার ভ্রাতাদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় ক্লেশজনক কর্ম্ম করিতে হয়। দুষ্ট মনুষ্যেরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা প্রহার করে, এ অতি দুঃখের বিষয়। আমি কি তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব না? মূসা এই ভাবনাতে ব্যাকুল হইতে লাগিল।

পরমেশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যথা আমি তোমার বংশকে কিনান দেশ ভোগ করিতে দিব, তাহা মূসা শুনিতে পাইয়াছিল। বোধ হয় তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে তাহা জানাইয়া থাকিবে। এবং সে কি রূপে শিশুকালে নদীতে রক্ষা পাইল, ইহার বৃত্তান্তও সে মাতার নিকটে শুনিয়াছিল, তাহাতে মূসা প্রত্যয় করিল, ঈশ্বর আমাদ্বারাই ইস্রায়েল সন্তানদিগকে কিনানে লইয়া যাইবেন। অতএব সে তাহাদিগকে মিসরের দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়া মনোরম কিনান দেশে লইয়া গিয়া সুখে রাখিতে বাঞ্ছা করিত। ইহাতে মূসার বড় দয়া প্রকাশ হইল।

পরে মূসা রাজবাটী ও আর ২ উত্তম দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া যে স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা ঐ ক্লেশজনক কর্ম্ম করিতেছিল, তথায় গমন করিল। ইব্রাহীমের প্রতি ঈশ্ব-

রের অঙ্গীকার তাহাদের স্মরণ আছে কি না? ও তাহারা কিনান দেশে যাইতে বাসনা করে কি না? এই উভয় বিষয় সে জানিতে ইচ্ছা করিল।

মূসা সেস্থানে গিয়া তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া কি পর্য্যন্ত ভাবিত হইল, তাহা বলা যায় না। তাহারা গ্রীষ্মকালেও প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিত। দেখ তাহারা ইট বানাইবার নিমিত্তে মাটী খুঁড়িত, পরে ইট বানাইয়া রৌদ্রে শুকাইত, শেষে তাহা লইয়া ফিরৌণের প্রাচীর গাঁথিত। তাহাদের অনেক ইট গড়িতে হইত, তাহাতে তাহারা ক্লান্ত হইলে ফিরৌণের দাসেরা তাহাদিগকে প্রহার করিত। তাহারা অপারক হইলেও কাঁদিতে২ কর্ম্ম করিত, কেননা প্রতিদিন তাহাদিগকে যত কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা ফিরৌণের দাসেরা স্থির করিয়া দিত; ফলতঃ রাজার দাসদের আদেশ মত কর্ম্ম না করিলে তাহারা তাহাদিগকে নিষ্ঠুররূপে মারিত।

মূসা দিনহীন ইস্রায়েল বংশীয়দের প্রতি এই রূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া অতি ভাবিত হইল। এক দিন ফিরৌণের এক কর্ম্মকারি লোক ইস্রায়েল বংশীয় কোন এক জনকে নিষ্ঠুররূপে মারিতেছে, মূসা তাহা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহাতে অন্য২ লোকেরা সেখানে আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করাতে মূসা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া এক গর্ত্তে পুতিয়া রাখিল।

হে বালকেরা, মূসা ঐ ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া দুষ্কর্ম্ম করিল কি না, তোমাদের কি বোধ হয়? কেননা ঈশ্বর

মনুষ্যদিগকে বধ করিতে বারণ করিয়াছেন। মনুষ্যকে বধ করা অতি দুষ্কর্ম্ম বটে, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন, তাহাকেই মারিলে পাপ হয় না। বোধ হয় ইস্রায়েল লোকেরা যেন বুঝিতে পারে পরমেশ্বর মূসা-দ্বারা আমাদিগকে মুক্ত করিবেন, এই নিমিত্তে তিনি ঐ দুষ্ট লোককে নষ্ট করিতে মূসাকে আজ্ঞা দিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম করাতে মূসার কিছু দোষ নাই।

ফিরৌণ মূসার ঐ কর্ম্মের সমাচার শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইল, এবং মূসাকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাণে মারিতে আজ্ঞা করিল। অতএব মূসাকে দূর দেশে পলায়ন করিতে হইল। সে দেশে মূসার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও অন্য সময়ে তোমাদিগকে কহিব। ঈশ্বর মূসাকে ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্তে সে যেখানে যাইত, তিনি সেখানে তাহাকে রক্ষা করিতেন।

মূসা স্বচ্ছন্দে উত্তম গৃহে থাকিত, ও গাড়ীতে চড়িত, এবং তাহার অনেক দাস দাসীও ছিল, তথাপি সে ইস্রায়েল লোকদের প্রেমেতে ঐ সকলকে ত্যাগ করিল। ইহাতে কি তোমাদের বোধ হয় না, মূসা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়, যিনি আমাদিগকে নরকহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে স্বর্গের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন?

মূসা ফিরৌণের কন্যার পুত্র বলিয়া খ্যাত হওনের অপেক্ষা ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে ভাল বাসিত, কেননা সে জানিত যে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে দয়া করিয়া আমাদ্বারা তাহাদিগকে মিসর দেশের দাসত্বহইতে উদ্ধার করত কিনান দেশে অধিকার দিবেন।

২১ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন?
মূসা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন্ স্থানে গেল?
সে ইস্রায়েল লোকদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহিল?
মূসা তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কি কর্ম্ম করিতে দেখিল?
কে তাহাদিগকে ঐ কর্ম্ম করাইত?
মূসা ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের এক জনকে কি করিল
সে কি তাহাকে বধ করিয়া পাপ করিল?
মূসা কেন দূর দেশে পলায়ন করিল?
তাহার এমত ইচ্ছা হইলে সে কি মহৎ পদ পাইতে পারিত?
মূসা তাহা মনোনীত না করিয়া কেন ইস্রায়েল লোকদিগকে সাহায্য করিতে চাহিল?
মূসার এই দয়ার কর্ম্ম কাহার কর্ম্মের সহিত তুলনা দেওয়া যায়?

---

২২ পাঠ।

মূসা ঈশ্বরের প্রেরিত।

মিসর দেশে ইস্রায়েল লোকেরা বড় দুঃখ পাইতেছে, তাহাতে মূসা অতিশয় ভাবিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে? তাহাকে নিজে ফিরৌণের অজ্ঞাতসারে দূর দেশে রহিতে হইল। সে যাইবার সময়ে ঘোড়া, গাধা, কিম্বা দাস, কিছুই সঙ্গে লইল না; কিন্তু ঈশ্বর তাহার সঙ্গে ছিলেন। সে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না বটে, কিন্তু তিনি নিকটে আছেন, ইহা মূসা বিশ্বাস করিয়া প্রবোধ পাইত।

অবশেষে মূসা বহু ভ্রমণের পরে এক কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্ত প্রযুক্ত সেখানে বসিল। সেই স্থানে অনেক ঘাস থাকাতে কতক মেষপাল নিকটে চরি-

ছিল। যীশুর যেমন মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না, তেমনি মূসার বাড়ী ও শয্যা ও বস্তু কিছুই ছিল না; কিন্তু তোমরা দেখিবা যে ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিতেন।

কিছু কাল পরে সাত জন বালিকা ঐ কূপের নিকটে আইল; তাহারা পরস্পর ভগিনী হয়। তাহারা আপনাদের পিতার মেষপালকে চরাইয়া জল খাওয়াইতে ঐ কূপের নিকটে আনিল। তাহারা প্রথমে কূপহইতে কেটুয়াদ্বারা জল তুলিল, পরে ডোঙ্গাতে ঢালিয়া মেষসকলকে পান করাইতেছে. এমত সময়ে কতকগুলীন রাখাল আসিল। তাহারা আপনাদের মেষপালকে ঐ ডোঙ্গাহইতে জল খাওয়াইবার নিমিত্তে বালিকাদের মেষপালকে তাড়াইয়া দিল। দেখ, ঐ বালিকারা জল তুলিয়াছিল, অতএব তাহাদের মেষপালকে তাড়িয়া দেওয়াতে রাখালদের বড় অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছিল। ফলতঃ রাখালেরা বালিকাদের অপেক্ষা বলবান্ প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি বারং এই প্রকার অন্যায় করিত।

মূসা অবলাদের প্রতি রাখালগণের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া সহ্য করিতে পারিল না। মূসা নিজে অতি বলবান ছিল, অতএব সে সেখানে দাঁড়াইয়া রাখালদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিল, পরে আপনি জল তুলিয়া বালিকাদের মেষপালকে পান করাইতে সাহায্য করিল। ঐ বালিকারা মনে করিল, ইনি বড় দয়ালু ব্যক্তি, কেননা আমাদের অপরিচিত হইয়াও ইনি আমাদের বড় উপকার করিলেন।

বালিকারা আপন বাটী গমন করিলে তাঁহাদের পিতা

জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা অদ্য এত শীঘ্র কি রূপে আসিতে পারিলা? তাহারা কহিল, এক অপরিচিত ব্যক্তি কূপের নিকটে ছিলেন, তিনি রাখালদের অত্যাচার নিবারণ করিয়া আমাদের মেষপালের নিমিত্তে জল তুলিয়া দিলেন। তাহাতে আমাদের পিতা ঐ মনুষ্যকে ডাকিতে আজ্ঞা দিয়া কহিল, সে মনুষ্য অদ্য এখানে আসিয়া আমাদের সহিত আহার করিবেন। অতএব বালিকারা গিয়া মূসাকে আপনাদের বাটীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল। ঈশ্বরই এই মনুষ্যের মনেতে মূসার প্রতি দয়া জন্মাইলেন।

ঐ বালিকাদের পিতা আপন বাটীতে বাস করিতে মূসাকে প্রার্থনা করাতে সে স্বীকার পাইল। মূসা তাহার মেষপালকে রক্ষা করিত, আর কিছু কাল পরে ঐ সাত বালিকাদের মধ্যে সে এক জনকে বিবাহ করিল, তাহাতে সেই বৃদ্ধ মনুষ্য মূসার শ্বশুর হইল;

মূসা পূর্ব্বে যুবরাজ ছিল, ও উত্তমং গাড়ীতে চড়িত, কিন্তু এইক্ষণে তাহাকে ঘাস বিশিষ্ট পর্ব্বতে ও মাঠে মেষগণকে চরাইতে হইল।

কিন্তু মূসা এক ভাবনায় বড় কাতর ছিল। সে ভাবনা কি? সে জানিত ইস্রায়েল বংশীয়েরা ঐ শ্রমজনক কর্ম্মে ক্লেশ পাইতেছে; অতএব তাহাদের এমত দুঃখ ভোগের সময়ে সে কি সুখে থাকিতে পারিত? না, কখনই পারিত না, কেননা মূসা তাহাদিগকে অতিশয় ভাল বাসিত।

ইস্রায়েল বংশীয়েরা অতি ক্লেশজনক কর্ম্মে বড় কাতর ছিল বটে, কেননা ফিরৌণ রাজা মরিলে পর তাহার সমান দুষ্ট অন্য এক ফিরৌণ নামক রাজা হইল।

অবশেষে ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া ইব্রাহীমকে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা হেতু কি করিলেন, তাহা এইক্ষণে তোমরা শুন।

এক দিবস মূসা একাকী আপন শ্বশুরের মেষপালকে চরাইতে পর্ব্বতের উপরে গিয়াছিল। পরে সে দেখিল, যে একটা ঝোপ জ্বলিতেছে তথাপি সে অগ্নিতে নষ্ট হয় না। ইহাতে মূসা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নিকটে গিয়া তাহার কারণ দেখিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু যাইবার সময়ে ঐ ঝোপের মধ্যহইতে এক রব শুনিতে পাইল। সে কাহার রব? না, ঈশ্বরের রব; ফলতঃ তিনিই মূসা২ বলিয়া ডাকিতেছিলেন।

মূসা উত্তর দিল, আমি এখানে আছি। পরে ঈশ্বর কহিলেন, তুমি এ স্থানের অতি নিকটে আসিও না, কেননা আমি এখানে আছি। আমি ইস্রায়েল লোকদের যাতনার রোদন শুনিয়াছি, তাহাতে আমি ইব্রাহীমের প্রতি আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে এইক্ষণে কিনান দেশে লইয়া যাইব। অতএব হে মূসা, তুমি ফিরৌণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে কহ।

মূসার পক্ষে এ অতিকঠিন আজ্ঞা হইল; কিন্তু ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করিব।

তখন মূসা কহিল, যদি ইস্রায়েল লোকেরা মিসরহইতে আসিতে বাঞ্ছা না করে, ও আপনি আমার সহিত কথা

কহিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস না করিয়া আমার সহিত আসিতে অস্বীকার করে; তবে আমি কি করিব?

তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমাকে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে শিখাইব। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তে কি ধরিয়া আছ?

মূসা কহিল, আমার হাতে ছড়ি আছে। ফলতঃ মেষ গহ্বরে পড়িলে সে ঐ ছড়িদ্বারা তাহাদিগকে উঠাইত, আর নিজে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া ক্লান্ত হইলে তাহাতে নির্ভর দিয়া বিশ্রাম করিত।

ঈশ্বর তাহাকে ঐ ছড়ি ভূমিতে ফেলিয়া দিতে কহিলেন, তাহাতে তাহা ফেলিবা মাত্র সে একটা সর্প হইল। মূসা সর্প দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, তুমি সর্পের লেজ ধর। তখন মূসা তাহা ধরিলে সে পুনরায় ছড়ি হইল।

পরে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি মিসরে গিয়া ইস্রায়েল বংশীয়দের সাক্ষাতে এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া কহিবা, ঈশ্বর আমাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা যদি ইহাতেও তোমাকে প্রত্যয় না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে আর এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাও।

ইহা কহিয়া তিনি মূসাকে বক্ষঃস্থলে হস্ত দিতে কহিলে মূসা তাহা করিল। পরে সে হস্ত তুলিয়া দেখিল, তাহা কুষ্ঠময় হইয়াছে। মূসা কুষ্ঠ দেখিয়া বড় ভয় পাইল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার হাত বক্ষঃস্থলে দিতে কহিলে সে হাত বক্ষঃস্থলে দিয়া বাহির করিয়া দেখিল, তাহা আরবার ভাল হইয়াছে।

ঈশ্বর আরও কহিলেন, তুমি আমার প্রেরিত, ইহা ইস্রায়েল লোকেরা যদি বিশ্বাস না করে, তবে তুমি এই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কর্ম্ম তাহাদের সাক্ষাতে করিবা।

মূসা কহিল, আমি কথাবার্ত্তা করিতে পারি না, এবং কি কথা কহিতে হয় তাহাও জানি না। ইহাতে ঈশ্বর কহিলেন, তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে। ফলতঃ হারোণ উত্তম মনুষ্য ছিল, আর ভালরূপে কথোপকথন করিতে পারিত ও ঈশ্বরকে প্রেম করিত।

পরে মূসা আপনার শ্বশুরকে বলিল, আমাকে মিসর দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন সে আপন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে একটা গাধার উপরে চড়াইয়া যাত্রা করিল। পথ মধ্যে যাইতে২ সে আপন ভ্রাতা হারোণের সাক্ষাৎ পাইল, সে তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া চুম্বন করিল। পরে দুই ভ্রাতা একত্র হইয়া মিসরে চলিতে লাগিল।

সেখানে গিয়া ইস্রায়েল লোকদের ক্লেশজনক কর্ম্ম দেখিয়া হারোণ তাহাদিগকে কহিল, তোমাদিগকে কিনান দেশে লইয়া যাইতে ঈশ্বর আমাদিগকে ফিরৌণের নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা বলিয়া ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম ঝোপের ভিতরহইতে মূসাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম ইস্রায়েল লোকদের সম্মুখে করিতে লাগিল।

ইস্রায়েল লোকেরা কি তাহাদের কথাতে বিশ্বাস করিল? আর তাহারা কি কিনান দেশে যাইতে চাহিল? হাঁ, করিল বটে, এবং ঈশ্বর যে তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন, এই জন্যে তাহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল।

হে আমার প্রিয় শিশু সকল, আমি বার২ তোমাদিগকে কহিয়াছি, ঈশ্বর মনুষ্যদের প্রার্থনা শুনেন। অতএব আমি ভরসা করি যে তোমাদের কোন দুঃখ হইলে তোমরাও তাঁহাকে প্রার্থনা করিবা।

ইস্রায়েল লোকেরা মূসা ও হারোণের কথাতে বিশ্বাস করিয়া কহিল, আমরা যাইব। সুতরাং তাহারা মনে করিল, এক্ষণে আমাদের উদ্ধার হইবে। কিন্তু ফিরৌণের অনুমতি ব্যতিরেকে মূসা তাহাদিগকে মিসর দেশের বাহিরে আনিতে পারিল না।

২২ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

মূসা মিসর দেশহইতে পলায়ন করিয়া কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিল?
সাত জন বালিকাদের প্রতি মূসা কি প্রকারে দয়া করিল?
ঐ বালিকাদের পিতা মূসার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিল?
মূসা ঐ দেশে থাকিয়া কি ব্যবসায় করিত?
এক দিবস মূসা প্রান্তরের মধ্যে কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিল?
ঈশ্বর মূসাকে কোথায় যাইতে আজ্ঞা করিলেন?
তিনি ইস্রায়েলদিগকে কিনানে লইয়া যাইতে কেন মনস্থ করিলেন?
ঈশ্বর মূসাকে কি২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে বলিলেন?
তিনি কি নিমিত্তে মূসাকে এমত শক্তি দিলেন?
মূসা যখন বলিল, আমি ভাল রূপে কথা কহিতে পারি না, তখন ঈশ্বর তাহাকে কি বলিলেন?
মূসা ও হারোণ মিসর দেশে আসিয়া ইস্রায়েলদিগকে কি বলিল?
ঈশ্বর মূসার সহিত কথা কহিয়াছেন, ইহা কি ইস্রায়েল লোকেরা বিশ্বাস করিল?
তাহারা কি কিনান দেশে যাইতে ইচ্ছা করিল?

২৩ পাঠ।

মূসা মিসরীয়দের শাস্তিদাতা।

প্রথম ভাগ।

পরদিনে মূসা ও হারোণ কএক জন ইস্রায়েল লোককে সঙ্গে লইয়া ফিরৌণের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে গেল। ফিরৌণ অতি অহঙ্কারী ও দুষ্ট প্রতিমাপূজক ছিল।

হারোণ ফিরৌণের সহিত কথা কহিয়া বলিল, পরমেশ্বর ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিতে তোমাকে বলিতেছেন; কিন্তু ফিরৌণ তাহাদিগকে যাইতে দিতে স্বীকার করিল না, বরং সে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া কহিল, ঈশ্বর কে, যে আমি তাহার কথা মানিব? আমি তোমাদের ঈশ্বরকে জানি না, ও ইস্রায়েলদিগকে যাইতে দিব না।

পরে ফিরৌণ পূর্ব্বাপেক্ষা ইস্রায়েলীয়দিগের প্রতি অধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল। ফলতঃ সে আপন দাসদের প্রতি অনুমতি করিল, তোমরা ইস্রায়েলদিগকে আরও ক্লেশজনক কর্ম্ম করাইবা; তাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদগ্রস্ত হইল।

মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটহইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, কএক জন ইস্রায়েল লোকেরা তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা কহিল, তোমরা আমাদের ছাড়িয়া দিবার কথা ফিরৌণকে কহিয়া কেবল আমাদের অমঙ্গল ঘটাইয়াছ, কেননা সে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমাদিগকে আরো ক্লেশদায়ক কর্ম্ম করাইতেছে।

ইস্রায়েল বংশীয়েরা মূসার প্রতি এরূপ বাক্য কহাতে কেবল আপনাদের কৃতঘ্নতা জানাইল। মূসা নম্র ও ধীর-স্বভাব ছিল, অতএব সে তাহাদের প্রতি ক্রোধ বাক্যে উত্তর না দিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে প্রভো, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা ফিরৌণ রাজার নিকটে গিয়া তাহাকে সর্পের আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখাও। পরে মূসা ও হারোণ ঈশ্বরের কথা অনুসারে রাজার নিকটে গিয়া হারোণ মূসার ছড়ি ভূমিতে ফেলিল; ফেলিবামাত্র সে এক জীবৎ সর্প হইল, পরে তাহার লেজে ধরিলে সে পূর্ব্বের মত ছড়ি হইল।

ফিরৌণ এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া কি ইস্রায়েলদিগ-কে যাইতে কহিল? না, কহিল না। তাহার অতি কঠিন অন্তঃকরণ ছিল, এবং সে ঐ সকল চিহ্ন তুচ্ছ করিল।

তখন ঈশ্বর মূসাকে অন্য এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে কহিলেন, তাহার সবিশেষ আমি কহি শুন।

মূসা ও হারোণ অতি প্রাতে উঠিয়া নদীর তীরেতে গিয়া ফিরৌণ রাজার আসিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল, কেননা ফিরৌণ সেই স্থানে সর্ব্বদা স্নান করিতে যাইত। সে আইলে তাহারা তাহাকে কহিল, তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিলা না, ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়াও দিলা না; অতএব এইক্ষণে দেখ, ঈশ্বর কি করিতে পারেন। ইহা কহিয়া হারোণ ঐ ছড়ি জলের উপরে তুলিলে তৎক্ষণাৎ নদীর জল সকল রক্তময় হইল।

ফিরৌণ এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া ইস্রায়েলীয়দিগকে

যাইতে অনুমতি দিল কি না? না, তাহা দিল না। তাহার অন্তঃকরণ অতিকঠিন প্রযুক্ত সে ঈশ্বরকে মানিল না, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

ঐ সময়ে নদীর ও পুষ্করিণীর এবং ঘরের যে২ পাত্রে জল ছিল, সে সকলই রক্তময় হইল, তাহাতে মিসর দেশের লোকদের জল পাইবার কোন উপায় ছিল না, এবং নদীর মৎস্য সকল মরিয়া অতি দুর্গন্ধ উঠিল। এই রূপে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত জল রক্তময় ছিল; তথাপি ফিরৌণ ঐ সকল চিহ্ন কিছু মান্য না করাতে ঈশ্বর অন্য প্রকার উৎপাত পাঠাইলেন।

হারোণ মূসার ছড়ি বাড়াইলে নদী ও পুষ্করিণীহইতে শত২ ব্যাং বাহির হইয়া দেশের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপিল। তাহারা পথেতে ও বাড়ীতে ও রন্ধন ঘরে ও শয্যাতে এবং খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সাঁধাইল, তাহাতে ফিরৌণ রাজারও শয্যা ও বাড়ী ব্যাঙ্গেতে পরিপূর্ণ হইল।

তখন ফিরৌণ মূসা ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা এই ব্যাংকে দূর করিতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, আমি ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিব।

তাহাতে মূসা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি ব্যাং সকলকে মারিলেন। পরে লোকেরা মরা ব্যাং কাঁটি দিয়া জড় করিলে তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ হইয়া উঠিল।

তখন ফিরৌণ কহিল, আমি ইস্রায়েলদিগকে যাইতে দিব না, তজ্জন্য ঈশ্বর অন্য এক উৎপাত পাঠাইলেন।

হারোণ পুনরায় মূসার ছড়ি বিস্তার করিয়া সমস্ত ধূলাতে অতি ঘৃণাই পোকা জন্মাইল। ঐ পোকা সকল

মনুষ্যের ও পশুর শরীরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ফিরৌণ এই উৎপাতও মানিল না।

পরে ঈশ্বর ঝাঁক২ মক্ষিকা পাঠাইলেন। তাহারা দ্বার ও জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে সাঁধাইল, এবং মিসরীয়দের সকল বস্তু নষ্ট করিল; কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের নিকটে ব্যাং ও পোকা এবং মক্ষিকা ইত্যাদি কেহই আসিল না। পরে ফিরৌণ কহিল, ঈশ্বর যদি মক্ষিকাহইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন, তবে আমি ইস্রায়েল লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব; তাহাতে মূসা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিলে তিনি সকল মক্ষিকাকে দূর করিলেন, একটিও রাখিলেন না।

তখন ফিরৌণ কহিল, আমি ঐ লোকদিগকে যাইতে দিব না। পরে ঈশ্বর অন্য এক প্রকার উৎপাত পাঠাইলেন, তাহাতে ঘোড়া ও গাধা ও উট ও গোরু এবং মেষ ইত্যাদি পশু সকল রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকেই মারা পড়িল। তাহা হইলেও ফিরৌণ ইস্রায়েল লোকদিগকে যাইতে দিল না।

অপর ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানগণ ব্যতিরেকে ফিরৌণের তাবৎ প্রজা, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং ছেল্যাকে পর্য্যন্ত কুস্কুড়িতে আচ্ছন্ন করিলেন, তাহাতে তাহারা এমত পীড়িত হইল যে দাঁড়াইতে পারিত না। তথাপি ফিরৌণ সে সকল কিছুই মানিল না, কারণ প্রতিদিন তাহার অন্তঃকরণ আরো কঠিন হইয়া উঠিল।

ঈশ্বরকে না মান্য করা ফিরৌণের বড় মন্দ কর্ম্ম ছিল, ও তাঁহার কথা না শুনাতে কেবল আপনার অজ্ঞানতা ও

উন্মত্ততা প্রকাশ হইল। যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা না শুনে, তিনি তাহাদের দণ্ড অবশ্য করিবেন।

হে আমার প্রিয় বাছা সকল, ঈশ্বর তোমাদিগকেও কোন২ আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা তিনি মিথ্যা কথা কহিতে ও রাগ করিতে ও নির্দয় হইতে বারণ করিয়াছেন। আমি ভরসা করি তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিবা; কারণ তোমর যদি ফিরৌণের মত মনকে কঠিন করিয়া কহ, ঈশ্বর কে যে আমরা তাহার আজ্ঞা মানিব, তবে তিনি কি তোমাদের প্রতি ক্রোধ করিবেন না?

২৩ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

যখন মূসা ও হারোণ রাজার নিকটে গিয়া ইস্রায়েল লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে কহিল, তখন সে কি বলিল?
ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে তাহারা ফিরৌণের সম্মুখে কি২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিল?
তিনি মূসা ও হারোণের দ্বারা জলকে কেন রক্ত করিলেন?
মিসরীয় লোকদের প্রথম কি২ ছয় উৎপাত ঘটিয়াছিল?
ঐ সকল দেখিয়া কি ফিরৌণের মন নম্র হইল না?

২৪ পাঠ।

মূসা মিসরীয়দের শাস্তিদাতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

এক দিন মূসা ও হারোণ্ অতিপ্রাতে উঠিয়া ফিরৌণের নিকটে আসিয়া কহিল, কল্য ঈশ্বর আকাশহইতে এমত ভারি শিলাবৃষ্টি করিবেন, যে তাহার মত শিলাবৃষ্টি মিসর

দেশে কখন দেখা যায় নাই। তাহাতে যে সকল মনুষ্য কিম্বা পশুগণ ঘরের বাহিরে থাকিবে, তাহারা সকলেই মারা পড়িবে। অতএব তোমাদের গোরু ও ঘোড়া এবং গাধা ইত্যাদি পশু সকল বাহিরে যাইতে দিও না, দিলে তাহারা নষ্ট হইবে।

মূসা ও হারোণের এই কথা মিসর দেশের অনেক লোক শুনিতে পাইয়াছিল, তাহাতে কেহ২ প্রত্যয় করিয়া আপন২ দাসগণ ও পশু সকলকে ঘরের ভিতরে রাখিল; কিন্তু যাহারা প্রত্যয় করে নাই, তাহারা আপন২ দাস-দিগকে পশু লইয়া পূর্ব্বের মত বাহিরে যাইতে ও মাঠে থাকিতে বারণ করিল না।

পরদিনে মূসা আকাশের প্রতি ছড়ি বাড়াইলে ঈশ্বর বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ভূমির উপরে বিদ্যুৎ বেগে গমন করিতে লাগিল; তাহাতে এমত ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল যে তদ্রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। শিলাবৃষ্টির শব্দ ও বজ্রের গর্জ্জন শ্রবণ মাত্রে সকলেই কম্পিত হইল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যাহারা ছিল, তাহারা নিরাপদে থাকিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। ঐ তুফানদ্বারা অনেক মনুষ্য ও পশু প্রাণে নষ্ট হইল, ও তৃণাদি শস্য সকল পুড়িয়া গেল, এবং বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা যেস্থানে ছিল, সে-খানে শিলার চিহ্নও ছিল না।

ফিরৌণ এই মহা ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া ভীত হইল, তাহাতে সে মূসা ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, আমি পাপকর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে তোমরা ঈশ্বরকে বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি

নিবারণ করিতে প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই আমি ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিব।

মূসা কহিল, ভাল, আমি নগরের বাহিরে গিয়া হাত বাড়াইয়া ঈশ্বরকে নিবেদন করিব, তাহাতে তিনি আর বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি করিবেন না; কিন্তু আমি জানি, তুমি এই সকল উৎপাত দেখিয়াও ঈশ্বরকে মানিবা না। তখন মূসা শিলা ও অগ্নিবৃষ্টিতে ভয় না পাইয়া নগরের বাহিরে গেল। পরে সে ঈশ্বরের প্রতি হাত বাড়াইয়া প্রার্থনা করাতে তিনি শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি তৎক্ষণাৎ থামাইলেন।

তাহা হইলে ফিরৌণ কি ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িল? না, সে ঝড় বৃষ্টির নিবারণ দেখিয়া আর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। ফিরৌণের লোকেরাও অতি দুষ্ট ছিল, কেননা তাহারাও ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাসনা করিল না।

পরে মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে পুনরায় গিয়া কহিল, ঈশ্বর তোমার দেশে পঙ্গপাল পাঠাইবেন।

পঙ্গ কি? সে এক প্রকার বড় ফড়িঙ্গ। তাহারা সহস্র২ একত্র হইয়া আকাশে উড়ে, আর বৃক্ষে বসিয়া সকল পত্র ও ফল খাইয়া ফেলে।

ফিরৌণ ও তাহার দাসগণ পঙ্গপালের আসিবার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধিত হইল, তাহাতে সে মূসা ও হারোণকে কটুবাক্য কহিয়া বাটীহইতে তাড়াইয়া দিল।

পরে মূসা পুনরায় ঐ ছড়ি বাড়াইলে ঈশ্বর অতি প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা মিসর দেশ পঙ্গপালেতে পরিপূর্ণ করিলেন।

তাহারা বাতাসে উড়িয়া আকাশ অন্ধকার করিল। পরে শিলাবৃষ্টিদ্বারা যে সকল ফল নষ্ট হয় নাই পঙ্গপাল তাহা খাইয়া ফেলিল, এবং তৃণাদি সকল খাইয়া মিসরীয়দের ঘরে ও বাটীর ভিতরেং সাঁধাইল।

ফিরৌণ এবং তাহার দাসেরা ইহা দেখিয়া ভাবনা করিল, এক্ষণে আমাদের খাইবার আর কোন সামগ্রী থাকিবে না। অতএব ফিরৌণ মূসা ও হারোণকে শীঘ্র আনাইয়া কহিল, আমি ঈশ্বরের ও তোমাদের বিপক্ষে পাপ করিয়াছি, এই বার আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া পঙ্গপালের উপদ্রবহইতে মুক্ত করিতে ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি ইস্রায়েলদিগকে যাইতে দিব।

তখন মূসা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করাতে তিনি অন্য একটা বায়ুদ্বারা সকল পঙ্গপালকে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিলেন, তাহাতে মিসর দেশে আর একটীও পঙ্গ রহিল না; তত্রাপিও ফিরৌণ আর বার কহিল, আমি ইস্রায়েলদিগকে যাইতে দিব না।

ঈশ্বর পুনর্ব্বার কি করিবেন, তাহা মূসা ফিরৌণকে না কহিয়া স্বর্গের প্রতি আপন ছড়ি বাড়াইলে ঈশ্বর সমুদয় দেশ অন্ধকারে ব্যাপিলেন, তাহাতে ঘোর রাত্রি অপেক্ষা অধিক অন্ধকার হইল। কেবল ইস্রায়েলদিগের বাসস্থান দীপ্তিময় ছিল, তাহা ব্যতিরেকে আর কোন স্থানেই দীপ্তি ছিল না।

মিসরীয় লোকেরা অন্ধকার প্রযুক্ত অতিশয় ভীত হইল। তাহারা কেহ কর্ম্ম করিতেছে, কেহ বা খাইতেছে, কেহ বা বেড়াইতেছে, এমত সময়ে একেবারে অন্ধকার

হইয়া উঠিল। তাহাতে তাহারা যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে থাকিয়া দিবা রাত্রি কোথাও যাতায়াত করিতে পারিল না। এই ক্ষণে তাহারা নিজ দুষ্টাচরণ চিন্তা করিতে অবসর পাইল।

এই রূপে তিন দিবা রাত্রি পর্য্যন্ত অন্ধকার থাকিয়া শেষে দীপ্তি প্রকাশ হইল; কিন্তু ফিরৌণ দুষ্টাচার করিয়াও কিছু ভাবিত হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সে আপন অন্তঃকরণ আরও কঠিন করিল। সে মূসাকে ডাকিয়া কহিল, দূর হও! আমি তোমার মুখ আর দেখিব না; যদি তুমি আমার নিকটে পুনর্ব্বার সাহস করিয়া আইস, তবে নিশ্চয় মরিবা।

মূসা কহিল, ভাল বলিয়াছ, তুমি আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না।

পরে ঈশ্বর মূসার সহিত পুনরায় কথোপকথন করিয়া বলিলেন, আমি আর এক প্রকার মড়ক পাঠাইতেছি। আমি রাত্রিতে মিসরীয় লোকদের প্রত্যেক ঘরে গিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সকলকে নষ্ট করিব। কিন্তু ইস্রা-য়েল সন্তানদিগকে আমি এক কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিতেছি, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেক জন একটা মেষের বাচ্চা মারিয়া আপন২ পরিবারের সহিত রাত্রিতে তাহা ভোজন করুক, এবং ঐ মেষের রক্ত দ্বারের বাহিরে ছড়াউক; তাহাতে আমি যাইবার সময়ে যে দ্বারে রক্ত দেখিব, সেই বাটীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মারিব না। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যাত্রার নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়া, অর্থাৎ কোমর বান্ধিয়া ও পায়ে জুতা দিয়া ও হাতে ছড়ি লইয়া, তাহা ভোজন করুক।

এমত আজ্ঞা পাইয়া ইস্রায়েলের প্রত্যেক ঘরের লোকেরা এক২ যুবমেষ মারিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া সেই রাত্রিতে ভোজন করিল। তাহারা মেষ মাংসের সহিত তিক্ত শাক ও রুটী খাইল, ও আপন২ রক্ষার নিমিত্তে দ্বারের বাহিরে রক্ত ছড়াইতে ভুলিল না।

পরে মিসরীয় লোক সকল ব্যবহার মত সে রাত্রিতে শয়ন করিতে গেল, কিন্তু মধ্যরাত্রিতে প্রত্যেক ঘরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মরিল। ফলতঃ ঈশ্বরের দূত আসিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহাকে ভিতরে আসিতে দেখিল না; সুতরাং দ্বার বন্ধ থাকিলেও কেহই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু দূত যে২ দ্বারে রক্ত দেখিল, সে বাটী ছাড়াইয়া গেল।

মিসরবাসিরা আপনাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদের মৃত্যু দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল। তাহারা ক্রন্দন করিতে২ বাটীর বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকে কহিতে লাগিল, হায়২, আমার প্রিয় বাছা মরিল২! এইরূপ ক্রন্দনের শব্দেতে মিসর দেশে বড় গোলমাল হইয়া উঠিল। কেননা ফিরৌণ রাজা প্রভৃতি ছোট লোক পর্য্যন্ত সকলেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র মরিল।

তখন ফিরৌণ রাত্রিতে উঠিয়া মূসা ও হারোণকে ডাকাইল, কিন্তু অন্ধকার প্রযুক্ত তাহারা আসিয়াও ফিরৌণের মুখ দেখিতে পাইল না।

ফিরৌণ কহিল, এখন তোমরা যাও, ইস্রায়েল সন্তানদিগকে ও তাহাদের মেষ, গোরু ও আর২ সম্পত্তি যে কিছু আছে, সে সকলই তোমাদের সহিত লইয়া যাও।

মিসরের সকল মনুষ্য ইস্রায়েলীয়দিগকে সাধ্য সাধনা করিয়া শীঘ্র যাইতে কহিল, কেননা তাহারা ভয় পাইল পাছে ঈশ্বর আমাদের সকলকেই নষ্ট করেন।

তখন ইস্রায়েল লোকেরা মিসরীয়দিগকে কহিল, আমাদের যাইবার অগ্রে তোমরা কিছু সোণা ও রূপা দেও। তাহাতে তাহারা কহিল, ভাল, তোমরা শীঘ্র গেলে যে কিছু চাহ তাহা আমরা দিব।

ইস্রায়েল লোকেরা মিসরে বিনা বেতনে অনেক কর্ম্ম করিয়াছিল, তজ্জন্যে তাহাদিগকে কিছু ধনসম্পত্তি দেওয়া মিসরীয়দের কর্ত্তব্য বটে; এই বিবেচনা করিয়া তাহারা তাহাদিগকে অনেক উত্তম২ দ্রব্য সঙ্গে লইতে দিল।

পরে ইস্রায়েল লোকেরা তাড়াতাড়ি করিয়া যাত্রা করিতে লাগিল। যেখানে যাহা ছিল তাহা লইয়া তাহারা থলিয়াতে রুটী ভরিয়া অগ্রে২ মেষ, গোরু, গাধা, উট চালাইয়া ঐ রাত্রিতেই প্রস্থান করিল।

তাহারা অনেক মনুষ্য ছিল, বাস্তবিক লণ্ডন নগর ব্যতিরেকে আর২ কোন বৃহৎ রাজধানীর মধ্যে এত লোক বাস করে না। কোন বালক তাহাদের সংখ্যা গণনা করিতে পারিত না।

পরিশেষে তাহারা এইরূপে দাসত্বহইতে মুক্ত হইয়া মিসরের বাহিরে গেল। ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা এখন সিদ্ধ হওয়াতে ইব্রাহীমের বংশ কিনান-দেশে যাত্রা করিতে লাগিল।

পরে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ইস্রায়েল লোকদিগকে মিসরহইতে আনয়ন করিয়া যেরূপ অনুগ্রহ করিলাম,

ইহা তাহারা যেন কোন মতে না ভুলে, এই জন্যে তাহারা অদ্য রাত্রিতে যেরূপ মেষ মাংস ভোজন করিয়াছে, তদ্রূপ প্রতিবৎসর করিবে। এবং এই ভোজ নিস্তার পর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হইবে, কেননা ঈশ্বর যেং ঘরের দ্বারে রক্ত দেখিলেন, তিনি সেই ঘরের লোকদিগকে মৃত্যুহইতে নিস্তার করিলেন। ইহা স্মরণ করিবার নিমিত্তে ঐ পর্ব্ব অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদীয়দের মধ্যে পালিত হয়।

প্রত্যেক পরিবারেরা যে মেষবাচ্চা মারিয়াছিল, তাহাতে তোমাদের কাহার স্মরণ হয়? যীশুর। কেননা যে রূপ ঐ মেষের রক্তদ্বারা ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র সকল রক্ষা পাইয়াছিল, সেই রূপ যীশুর রক্তদ্বারা অর্থাৎ মরণদ্বারা তাঁহার প্রেমি লোক সকল নরকহইতে রক্ষা পায়। দেখ, যীশু আমাদের নিমিত্তে আপন রক্তপাত করিয়া কি প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন? অতএব আমরা যেন তাঁহার দয়াশীলতা কখন না ভুলি।

এইক্ষণে ঈশ্বর কিং উৎপাত মিসরে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া আমাকে বল।

১ জল রক্তময় হইল।
২ ব্যাং সকলে দেশ ব্যাপিল।
৩ ধূলাহইতে কীটাদি উঠিল।
৪ মক্ষিকা ঝাঁকেং আইল।
৫ পশু সকলের মধ্যে মড়ক হইল।
৬ মনুষ্যাদির গায়েতে ফুস্কুড়ি হইল।
৭ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইল।
৮ পঙ্গপালদ্বারা শস্যাদি সকল নষ্ট হইল।

৯ তিন দিবস অন্ধকার হইল।

১০ সকলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মরিল।

এই সকল কেমন ভয়ানক উৎপাত! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নরকে আর বড় দুঃখ হয়।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, আমি ভরসা করি তোমরা ঈশ্বরকে মান্য করিবা ও তাঁহাকে রাগান্ত করিবা না। ঈশ্বর কি নিমিত্তে এই ক্ষণে ঐ রূপ ভয়ানক উৎপাত প্রেরণ করেন না? কারণ এই যীশু আমাদের জন্যে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতে যেন সকলে তাঁহার প্রতি মন ফিরায়, ইহা বাসনা করিয়া ঈশ্বর আমাদের প্রতি দীর্ঘ সহিষ্ণুতা করেন।

২৪ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

মহা ঝড় উপস্থিত হইলে কোন ২ লোকেরা কি রূপে রক্ষা পাইল?

পঙ্গ কাহাকে বলে?

তিন দিবস পর্য্যন্ত অন্ধকার থাকিলে কোন্ স্থানে দীপ্তি হইল?

ফিরৌণ যখন উৎপাতহইতে মুক্তি চাহিয়াছিল, তখন কে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল?

শেষ উৎপাত কি?

ইস্রায়েল লোকেরা আপন২ দ্বারে কেন রক্ত ছিটাইল.

তাহারা কি রূপে মিসর দেশহইতে বাহির হইল?

পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে একটা মেষবাচ্চা মারিয়া খাইতে কেন আজ্ঞা করিলেন?

সেই ভোজের নাম কি রাখা গেল?

কেন তাহার ঐ নাম হইল?

নিস্তার পর্ব্বের মেষ বাচ্চা কি রূপে যীশুর সদৃশ হইল?

মিসরীয়দের দশ উৎপাত কি২ তাহা কি তোমরা বলিতে পার?

ঐ সকল উৎপাত অপেক্ষা কোন্ স্থানে আরও মন্দ উৎপাত আছে?

২৫ পাঠ।

মূসাদ্বারা ইস্রায়েলদের সমুদ্র পার করণ।

ইস্রায়েল লোকেরা ঐ রূপে কিনানি দেশে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পথের মধ্যে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। তাহারা পথ জানিত না, অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিলেন।

তিনি এক কৃষ্ণবর্ণ মেঘেতে আচ্ছাদিত হইয়া তাহাদের অগ্রে২ গেলেন, তাহারা সেই মেঘের পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্টবর্ণ মেঘ দেখা যাইত না, অতএব ঈশ্বর রাত্রিতে ঐ মেঘকে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল করিলেন। ঐ মেঘ দিবাতে রৌদ্রহইতে তাহাদিগকে ছায়া করিত, এবং রাত্রিতে তাহাদিগকে দীপ্তি দিত।

যেখানে মেঘ স্থগিত হইয়া রহিল, সেখানে তাহারা মূসার আজ্ঞানুসারে ভূমিতে আপন২ তাম্বু ফেলিল। এমত স্থানকে শিবির বলা যাইত। যখন মেঘ চলিত, তখন সকল ব্যক্তিরা আপন২ তাম্বু উঠাইয়া উট ও গাধার উপরে আপনাদের ছোট ছেলাদিগকে এবং সামগ্রী সকল বোঝাই করিয়া যাত্রা করিত।

ইস্রায়েল সন্তানেরা সমুদ্র পর্য্যন্ত অতি ত্বরা করিয়া গেলে মেঘ স্থগিত হইল, তাহাতে তাহারা সমুদ্র তীরে শিবির স্থাপন করিল। এই সমুদ্রকে লাল সমুদ্র কহা যায়, কিন্তু তাহার জল যে লাল বর্ণ এমত নহে, তাহার ভিতরে পলা ইত্যাদি লাল বর্ণ বস্তু থাকাতে তাহার জলকে রক্তবর্ণ দেখা যায়।

তাহারা কিঞ্চিৎকাল তাম্বুতে থাকিয়া অনেকং ঘোড়া ও গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইল। তাহাতে তাহারা ফিরিয়া দেখিল যে কিঞ্চিৎ দূরে ফিরৌণ সেনাগণকে সঙ্গে করিয়া গাড়ী ও ঘোড়ার উপরে চড়িয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। ফিরৌণ ইস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দুঃখিত হইয়াছিল, এই প্রযুক্ত সে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিতে মানস করিল।

ইস্রায়েলেরা তাহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু কি করিবে? জাহাজ না থাকাতে তাহারা সমুদ্রের ওপারে পলাইতে পারিল না, ফলতঃ তাহারা যেখানে ছিল, সেখানে থাকিলে ফিরৌণ এবং তাহার সেনাগণ শীঘ্র আসিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবে। অতএব তাহারা ঈশ্বরের নিকটে আপনাদের রক্ষার নিমিত্তে প্রার্থনা করিল।

ইহা তাহারা ভাল কর্ম্ম করিল বটে, কিন্তু পরে তাহারা বড় মন্দ কর্ম্ম করিতে লাগিল, অর্থাৎ তাহারা মূসার প্রতি বচসা করিয়া কহিল, তুমি কেন আমাদিগকে মিসর দেশহইতে বাহিরে আনিলা? আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে আমরা এস্থানে মারা পড়িব, অতএব আমাদের সে স্থানে থাকিয়া মরিলে ভাল হইত।

মূসার প্রতি এ প্রকার কথা কহা তাহাদের বড় অনুচিত, কিন্তু সে তাহাদিগকে অতি নম্র রূপে উত্তর করিল, ভয় নাই, ঈশ্বর তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তাহাতে তোমরা ফিরৌণ্‌ এবং তাহার সঙ্গি লোকদের মুখ আর দেখিতে পাইবা না।

পরে মূসা ঈশ্বরের আরাধনা করিল, কেমনা সে জানিত যে ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদিগকে রক্ষা করিবেন। তাহাতে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি আপন ছড়ি সমুদ্রের দিগে বাড়াও। আমি ইস্রায়েলদিগের যাইবার নিমিত্তে সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ করিয়া দিব।

মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া সমুদ্রের উপরে ছড়ি বাড়াইল, তাহাতে জল সকল পৃথক হইয়া দুই দিগে প্রাচীরের মত হইলে মধ্যে শুষ্ক পথ দেখা গেল। ইস্রায়েলেরা তৎক্ষণাৎ আপন২ গো মেষাদি লইয়া সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে তাহারা সমুদ্র পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সমস্ত রাত্রি পথের মধ্যে ছিল; কিন্তু সে রাত্রি অন্ধকার ছিল না।

রাত্রি কেন অন্ধকার ছিল না তাহার কারণ আমি কহি। তোমাদিগের স্মরণ থাকিবে যে ঐ মেঘ ইস্রায়েলদিগকে দীপ্তি দিবার কারণ রাত্রিতে অগ্নির ন্যায় জ্বলিত। কিন্তু ঈশ্বরের এমত ইচ্ছা ছিল না যে ফিরৌণকে দীপ্তি দেয়, অতএব তিনি ঐ মেঘকে ইস্রায়েল এবং ফিরৌণের লোকদের মধ্যে এমত স্থাপন করিলেন, যে তাহার উজ্জ্বল দিক ইস্রায়েলদিগের প্রতি এবং ঘোরাল দিক ফিরৌণের প্রতি ছিল। এপ্রযুক্ত ইস্রায়েল লোকেরা সম্মুখ পথ দেখিতে পাইল, কিন্তু ফিরৌণের সৈন্য সকল অন্ধকারে ভ্রমণ করত শীঘ্র যাইতে পারিল না।

ইস্রায়েলগণ ঐ শুষ্ক পথ দিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া প্রাতঃকালে সমুদ্রের অন্য পারে পৌঁছিল।

ফিরৌণ এবং তাহার সৈন্যেরা সমুদ্র পার হইয়াছিল

কি না, তাহা আমি তোমাদিগকে এক্ষণে কহিব। তাহারা সমুদ্রের তীরে আসিয়া তাহার মধ্যে এক শুষ্ক পথ দেখিয়া তাহাতে একেবারে প্রবেশ করিল। ফিরৌণের সৈন্যগণ সমুদ্রের মধ্য স্থানে গিয়া ইস্রায়েলদিগকে শীঘ্র ধরিবার ভরসা করিতেছে, এমত সময়ে ঈশ্বর মেঘের ভিতর দিয়া তাহাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিলেন। তখন ফিরৌণ এবং তাহার সৈন্য সকল অতিশয় ভীত হইল; ফলতঃ ঈশ্বর তাহাদিগকে ভয় দেখাইলেন।

মিসরীয় লোকেরা আপনাদের গাড়ী আর চালাইতে পারিল না, তাহাতে তাহারা মনে করিল, পরমেশ্বর ইস্রায়েল লোকদের সহায় হইয়া আমাদিগকে নষ্ট করিবেন। অতএব তাহারা পরস্পর কহিল; চল আমরা ফিরিয়া যাই।

হায় ২! এক্ষণে তাহাদের আর পলাইবার শক্তি নাই। ঈশ্বর তাহাদিগকে বধ করিতে মানস করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা ডেঙ্গায় উঠিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারিল না; কেননা মূসা আপন হস্ত বিস্তার করিলে জলের প্রাচীর তাহাদের উপরে পড়িল, তাহাতে সকলেই সমুদ্রের তলে ডুবিয়া মরিল।

এই রূপে ফিরৌণের এবং তাহার দুষ্ট দাসদিগের শেষ হইলে ইস্রায়েলেরা নিরাপদে সমুদ্রের অন্যদিগে পৌছিল।

পর দিবস প্রাতে ইস্রায়েলগণ আপনাদের পশ্চাৎ কোন ঘোড়া গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাহারা দেখিল সমুদ্রের তীরে ফিরৌণের সেনাগণের মৃত দেহ

পড়িয়া রহিয়াছে, কেননা সমুদ্রের ঢেউতে তাহাদিগকে ডেঙ্গাতে তুলিয়া ফেলিয়াছিল।

ইস্রায়েলেরা তাহা দেখিয়া মনে করিল, ইহার পরে ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা কোন মতে আমাদিগের আর ক্লেশ দিতে পারিবে না; কেননা ঈশ্বর তাহাদিগের দুষ্টতা প্রযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন, এবং ইব্রাহীমের দুঃখি সন্তানদিগের নিকটে যে রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই রূপে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

ইহা ধ্যান করিয়া তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইল, তাহাতে আপনাদিগের রক্ষা করণার্থে তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া একত্র হইয়া এক অতি উত্তম গীত গাইতে লাগিল। ঐ গীতের ধূয়া এই, "আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করি; তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিয়া ঘোড়া এবং তাহার আরোহককে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছেন।"

স্ত্রীলোকেরাও এক মনোরম রাগ বান্ধিয়া এই গীত গাইল। ফলতঃ মূসার ভগিনী মরিয়ম যে তাহাকে বালককালে রক্ষা করিয়াছিল, সে বাদ্য বাজাইলে অন্য স্ত্রীলোকেরা তাহার সহিত গান করিল।

ইস্রায়েলেরা এরূপ আহ্লাদিত মনে উক্ত গীত গাইল, ইহা শুনিয়া সকলের সন্তোষ জন্মিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে তাহারা রৌদ্রে কর্ম্ম করিয়া দুষ্ট লোকদ্বারা প্রহারিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা ক্রন্দন ও কোঁকানি করিত; এক্ষণে তাহারা দাসত্বহইতে মুক্ত হইয়া এক উত্তম দেশে যাইতেছিল; সেখানে যাইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করিতে প্রত্যাশা করিল।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, কিনান দেশহইতেও এক উত্তম দেশ আছে। আমি ভরসা করি যে কোন সময়ে আমরা সকলে সেখানে গিয়া বাস করিব। ঈশ্বরের প্রশংসা করা আমাদেরও উচিত হয়, কেননা তিনি আমাদিগকে ঐ উত্তম দেশে যাইবার উপায় দেখাইয়াছেন। হে প্রিয় বাছা সকল, যদি তোমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তবে তিনি তোমাদিগকেও সেখানে পৌছিয়া দিবেন। তোমরা জান যে শয়তান তোমাদিগের আত্মা লইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর শয়তান অপেক্ষা বলবান্। তিনি ফিরৌণকে ইস্রায়েলদের প্রতি হিংসা করিতে দিলেন না, এবং তিনি শয়তানকে তোমাদের প্রতি হিংসা করিতে বারণ করিতে পারেন

২৫ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ইস্রায়েল লোকেরা কি রূপে কিনানে যাইবার পথ জানিতে পারিল?
তাহারা মিসর দেশ ছাড়িলে পর কে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করিল?
তাহারা কি প্রকারে লাল সমুদ্র পার হইল?
ইস্রায়েল লোকেরা রাত্রিকালে কেমন করিয়া পথ দেখিতে পাইল?
ফিরৌণ ও তাহার সৈন্যেরা কেন পথ দেখিতে পাইল না?
তাহারা সমুদ্রের মধ্য স্থানে গিয়া কেন ভয় পাইল?
পর দিন প্রাতে সমুদ্রের ঢেউ ডেঙ্গাতে কি ভুলিয়া ফেলিল?
ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা কি রূপে প্রকাশ করিল
কিনান্ দেশ অপেক্ষা কোন্ দেশ ভাল?
সে দেশে আমরা কি রূপে যাইতে পারিব
আমাদের স্বর্গে যাওনের বাধা কে দেয়?
শয়তানের হাতহইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?

২৬ পাঠ।

মূসাদ্বারা অরণ্যে ইস্রায়েলদের ভোজন।

ইস্রায়েলের সন্তানেরা নিষ্ঠুর কর্ম্মকারি লোকহইতে রক্ষা পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল, কারণ এক্ষণ অবধি মূসা তাহাদিগের দয়ালু কর্ত্তা হইলে তাহাদিগকে আর কোন কঠিন কর্ম্ম করিতে হইল না। তাহাদের কি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য ছিল না?

তাহারা সমুদ্র পার হইয়া এক বড় অরণ্যেতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই অরণ্য কি রূপ, তাহা আমি তোমাদিগকে কহি শুন। সেখানে কোন মনুষ্য কিম্বা বাড়ী ও নদ নদী কিছুই ছিল না, কেবল সিংহ ও ভালূক ইত্যাদি বন্য পশু সকল সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বেড়াইত; এবং সেখানে বড়২ কাঁকড়া বিছা ও অনেক সর্প ছিল, আর কেবল উচ্চ২ পর্ব্বত এবং অন্ধকারময় গর্ত্ত দেখা গেল। তথায় আহারের উপযুক্ত শস্য বা কোন ফল মূল ছিল না; এবং ইস্রায়েলেরা কোন শস্যাদি আবাদ করিতে পারিত না, কেননা তাহারা এক স্থানে নিয়ত না থাকিয়া সর্ব্বদা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। ইহাতে তাহারা আহারের নিমিত্তে কি করিবে?

একতঃ তাহারা অনেক লোক,অতএব তাহাদের আহারের নিমিত্তে অনেক সামগ্রীর আবশ্যক হইত; আরো তাহারা মিসরহইতে আসিবার সময়ে তাড়া তাড়ি প্রযুক্ত অনেক দ্রব্য আয়োজন করিতে পারিল না, কেবল তাহাদের

ঝুলিতে যে খাদ্য দ্রব্য ছিল, তাহাই লইয়া আইল, সুতরাং তাহা শীঘ্র ফুরাইয়া গেল।

এক্ষণে তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য? ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তিনি তাহাঁদিগকে প্রেম করিয়া কখন অনাহারে রাখিবেন না। কিন্তু ইস্রায়েলেরা অকৃতজ্ঞ হইয়া বচসা করিতে লাগিল। তাহারা মূসা এবং হারোণের নিকটে গিয়া কহিল, আমরা যদি মিসর দেশে মরিতাম তবে আমাদের পক্ষে ভাল হইত। সেখানে আমাদের যথেষ্ট মাংস ও রুটী ছিল; কিন্তু এখানে আমরা অনাহারে মারা যাইব। তোমরা কেবল আমাদের মারিবার কারণ মিসর দেশহইতে আনিয়াছ।

ইস্রায়েলেরা এই কথা কহিয়া মূসা এবং ঈশ্বরের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তথাপি মূসা বিরক্ত হইল না। সে জানিত, ঈশ্বর তাহাদের মন্দ কথা শুনিতেছেন, অতএব সে কিছু উত্তর করিল না।

পরে ঈশ্বর মূসাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তাহাদের কথা শুনিয়াছি, আমিই তাহাদের আহার যোগাইব।

তাহারা কি আহার পাইবার যোগ্যপাত্র ছিল? না। তোমরা জান ঈশ্বর তাহাদিগকে কিরূপে আহার দিলেন? তিনি বড় অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গহইতে রুটী বৃষ্টি করিলেন।

পরদিবস প্রাতে ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখিল যে ভূমি সকল শাদা হইয়াছে। কিরূপে ভূমি সকল শাদা হইল, ইহার কারণ তাহারা জানিতে ইচ্ছা করিয়া টের পাইল যে ভূমিতে ক্ষুদ্র ২ অনেক গোল

শাদা বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহা কি? আমরা এমত দ্রব্য পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

তখন মূসা কহিল, পরমেশ্বর স্বর্গহইতে তোমাদের নিকটে এই রুটী পাঠাইয়াছেন, তোমরা ইহা কুড়াইয়া তাম্বুতে লইয়া যাও। অতএব সকল লোক ঝুড়ি ও কলসাদি লইয়া তাহাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্তে রুটী কুড়াইয়া লইয়া গেল; এবং প্রত্যেক জন যাহা লইল তাহা তাহার পরিবারের পক্ষে প্রচুর হইল। তাহারা তাহা আস্বাদন করিয়া দেখিল সে মধুর ন্যায় মিষ্ট।

সে বস্তুর নাম মান্না রাখা গেল।

তাহারা ঐ মান্না তাম্বুতে লইলে স্ত্রী লোকেরা তাহা গুঁড়া করিয়া পিষ্টক বানাইল। সে অতি উত্তম এবং গুণকারি দ্রব্য, অতএব মনুষ্যেরা দূরে থাকুক, ঈশ্বরীয় দূতগণেরও খাদ্য যোগ্য, কেননা তাহা শস্যের ন্যায় ভূমিতে না জন্মিয়া স্বর্গহইতে আসিয়াছিল। ফলতঃ ঈশ্বর ভোরে অর্থাৎ দীপ্তি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তাহা পাঠাইয়াছিলেন, যেন সকল লোক উঠিয়া কুড়ায়; কেননা রৌদ্রের তেজে তাহা গলিয়া যাইত, অতএব ইস্রায়েলেরা শীঘ্র না উঠিলে আহার পাইত না।

মূসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কল্যের নিমিত্তে কিছু মান্না রাখিও না, কেননা ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রত্যহ তাহা দিবেন। যদি রাত্রিতে সকল ফুরাইয়া যায়, তাহাতে তোমরা ভীত না হইয়া ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখিও; কল্য তিনি তোমাদিগকে আরও দিবেন।

ইহা শুনিয়াও কতক লোক মান্না সঞ্চয় করিতে স্থির করিল, কিন্তু তাহারা পরদিবস প্রাতে মান্নার পানে চাহিয়া দেখিল যে তাহাতে পোকা হইয়াছে; এই প্রযুক্ত তাহারা তাহা খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দিল। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বড় নির্বুদ্ধির কর্ম্ম।

তাহার পর ইস্রায়েল লোকদিগের পান করিবার কারণ কোন জল ছিল না, কেননা সে অরণ্যে কোন নদ নদী নাই, কেবল কোন২ স্থানে কতক গুলিন পুষ্করিণী এবং কূয়া ছিল। তোমরা কি মনে কর যে ঈশ্বর তাহাদিগকে জল না দিয়া তৃষ্ণাতে মারিবেন?

অবিশ্বাসি ইস্রায়েলেরা বোধ করিল যে ঈশ্বর তাহাই করিবেন; অতএব তাহারা মূসার নিকটে গিয়া ক্রোধ করিয়া কহিল, কেন তুমি আমাদিগকে মিসর দেশহইতে আনিলা? তুমি কেবল আমাদিগকে ও আমাদের সন্তান ও পশু সকলকে তৃষ্ণায় মারিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

ইহাতে মূসা তাহাদিগকে অতিশয় রাগত দেখিয়া মনে করিল, যে ইহারা আমাকে পাথর মারিবে। তাহাতেও মূসা কোন উত্তর না দিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল, হে প্রভো, এই সকল লোকদের নিমিত্তে আমি কি করিব?

তখন ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ছড়ি হাতে করিয়া কএক জন লোককে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের উপরে যাও; সেখানে গিয়া তাহার উপরে যে পাথর আছে তাহাতে আঘাত করিলে তাহাহইতে জল বাহির হইবে।

মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া সেই মত করিল, তাহাতে

ঐ শুষ্ক ও শক্ত পাথরহইতে নদীর স্রোতের ন্যায় জল বহিতে লাগিল।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে ইহা বড় মনোরম্য ছিল, কেননা জলের অভাবে তাহাদের মুখ শুষ্ক ও জিহ্বা আড়ষ্ট, এবং কণ্ঠা অগ্নির ন্যায় জ্বালা করিতেছিল। এখন তাহারা সকলেই যথেষ্ট জল পানদ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া আপনং কলসে জল ভরিতে লাগিল। পরে দুঃখি গোরু মেষ এবং গাধা সকল জল খাইতে দৌড়িয়া আইল।

দেখ দেখি, ঈশ্বর তাহাদের দুঃখের সময়ে কেমন দয়ালু ছিলেন। অতএব তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করা কি তাহাদের উচিত ছিল না?

হে প্রিয় শিশু সকল, ঈশ্বর তোমাদেরও প্রতি অতিশয় দয়ালু হন, অতএব তোমরা ইস্রায়েলদিগের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি মিথ্যা দোষ না দিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা কর।

২৬ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ইস্রায়েলেরা যে অরণ্যে ভ্রমণ করিল সে কেমন স্থান?
ইস্রায়েলেরা কিছু খাইতে না পাইয়া কি করিল?
ঈশ্বর তাহাদিগকে কিরূপে খাওয়াইলেন?
যে বস্তু আকাশহইতে পড়িল, তাহার কি নাম রাখা গেল?
ইস্রায়েলেরা কি নিমিত্তে প্রাতঃকালে মান্না কুড়াইল?
মান্না এক দিবস রাখিলে পরদিনে সে কি প্রকার হইল?
ইস্রায়েল লোকেরা খাইবার জল না পাইয়া কি করিল?
ঈশ্বর তাহাদিগকে কি রূপে জল দিলেন?

২৭ পাঠ।

মূসাদ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রকাশ করণ।

ইস্রায়েলেরা অরণ্যে অনেক কাল ভ্রমণ করিতেছিল, কেননা সে অরণ্য অতি বড়; তাহাতে তাহাদের কিনান দেশে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল।

কিছু কাল পরে তাহারা সীনয় নামক এক উচ্চ পর্ব্বতে গিয়া পোঁছিল। সেই পর্ব্বতে মূসা আপন মেষ চরাইবার সময়ে ঐ জ্বলন্ত ঝোপ দেখিয়াছিল; তাহাতে পরমেশ্বর মূসার সহিত যে স্থানে প্রথমে কথা কহিয়াছিলেন, সেই স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইস্রায়েলগণ ঐ পর্ব্বতের ধারে আপন২ তাম্বু স্থাপন করিল; কেননা সেই স্থানে মেঘ থামিল, তাহাতে তাহারা জানিল যে আমাদের এই স্থানে থাকা উচিত।

পরে ঈশ্বর মূসাকে পর্ব্বতের উপর আসিতে আজ্ঞা করিলে মূসা তথায় গেল। তখন ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি দেখিয়াছ যে আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রতি দয়াবান হইয়া তাহাদিগকে মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। অতএব তুমি গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবে কি না? যদি করে, তবে আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, এবং তাহারা আমার লোক হইবে।

ইহাতে মূসা ইস্রায়েলদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবা কি না?

তাহাতে তাহারা উত্তর দিল, হাঁ, ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা২ বলিবেন তাহাই করিব।

পরে মূসা পুনর্ব্বার সেই পর্ব্বতের উপরে গিয়া ইস্রায়েল লোকদের কথা ঈশ্বরকে কহিল। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, আমি এক্ষণে তাহাদিগকে আপন বাক্য শুনাইব, এবং তাহারা দেখিবে যে আমি তোমার সহিত কথোপকথন করিতেছি। অতএব এখন তুমি নীচে গিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে কহ।

তখন মূসা নীচে গিয়া কহিল, তিন দিবসের মধ্যে তোমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে পাইবা, এবং পর্ব্বতের উপরে তাঁহাকে মেঘের মধ্যে দেখিবা; অতএব তোমরা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিয়া প্রস্তুত হও।

ইহা শুনিয়া ইস্রায়েলেরা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিল, যেন তাহারা ঈশ্বরের সম্মুখে পরিষ্কার কাপড় পরিয়া দাঁড়াইতে পারে।

পরে মূসা লোকদিগকে কহিল, ঈশ্বর এই পর্ব্বতে নামিবেন। অতএব কেহ ইহার উপরে না যায় অথচ স্পর্শও না করে, এবং মেষপালও যেন ইহাতে না চরে, এই নিমিত্তে তোমরা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে কাঠগড়া বাঁধিয়া দেও। ইস্রায়েলেরা সেই মত করিল।

তিন দিবস পরে প্রাতে ইস্রায়েল লোকেরা এক অতি বড় শব্দ শুনিয়া সকলে কম্পিত হইল। তখন মূসা তাহাদিগকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপন২ তাম্বু হইতে বাহিরে আসিতে আজ্ঞা করিল।

আহা! তাহাদের কেমন ভয়ানক ও আশ্চর্য্য দর্শন

হইল। পর্ব্বত হেলিতে দুলিতে ছিল, তাহার চূড়ার উপর এক বড় অগ্নি ও ঘোরতর মেঘ দেখা গেল, তাহাহইতে এমত নিবিড় ধূম উঠিল যে তাহাতে আকাশ অন্ধকারময় হইল। পরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, এবং অগ্নিহইতে তুরীর শব্দের ন্যায় এক অতি ভয়ানক শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ ক্রমেং এমত ঘোরতর রূপে বাড়িতে লাগিল যে তাহাতে মূসা আপনি ভীত হইয়া কহিল, আমি ভয়েতে কাঁপিতেছি।

তখন ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতের উপরে আমার নিকটে আইস।

অতএব মূসা সকল লোকদের সাক্ষাতে ধুয়ার মধ্য দিয়া কম্পিত পর্ব্বতের চূড়াতে গেল।

পরে ঈশ্বর তাহাকে ধীরেং কহিলেন, তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে পর্ব্বতের নিকটে আসিতে বারণ কর।

মূসা কহিল, আমি পর্ব্বতের চতুর্দিগে কাটগড়া বাঁধিয়াছি। তথাচ ঈশ্বর কহিলেন, লোকেরা অতিশয় অবাধ্য, অতএব তাহাদের নিকটে গিয়া কহ, যেন তাহারা আমাকে দেখিতে নিকটে না আইসে।

তাহাতে মূসা নামিয়া কহিল, এই পর্ব্বতের নিকটে তোমরা আসিও না, এবং ইহাকে স্পর্শ করিও না, তাহা করিলে তোমরা নষ্ট হইবা।

তখন ঈশ্বর এমত ঘোরতর শব্দে কথা কহিলেন যে সকল লোকেরা তাঁহার রব শুনিতে পাইল, এবং তাহা শুনিয়া কম্পিত হইল। হে বাছা সকল, তোমরা যদি ঐ পর্ব্বতকে দেখিতা, তবে তাহারা যে ধুয়ার চতুর্দিগে

দাঁড়াইয়া কম্পিত হইয়াছিল ইহাতে তোমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।

পরে ঈশ্বর এই সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন। "আমিই তোমাদিগের প্রভু পরমেশ্বর, যিনি তোমাদিগকে মিসর দেশের দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়াছেন।

১ আমার সাক্ষাতে তোমরা অন্য কোন দেবতাকে পূজা করিও না।

২ তোমরা প্রতিমাপূজা করিও না।

৩ ঈশ্বরের নাম বৃথা উচ্চারণ করিও না।

৪ বিশ্রাম দিন পুণ্যরূপে পালন করিও, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর সকল কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

৫ আপন পিতা মাতাকে মান্য করিও।

৬ কাহাকে বধ করিও না।

৭ পরস্ত্রী হরণ করিও না।

৮ চুরি করিও না।

৯ তোমরা প্রতিবাসির বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১০ পরের দ্রব্য লইতে ইচ্ছা করিও না।"

ঈশ্বর ইহা ব্যতিরেকে পর্ব্বতের উপরে লোকদিগকে আর কিছু কহিলেন না।

ঈশ্বরের রব নিবৃত্তি হইলে লোকেরা সন্তুষ্ট হইল, কেননা তাহারা ঈশ্বরের ঘোরতর শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তজ্জন্যে তাঁহার কথা কহিবার সময়ে সকলেই দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

পরে লোকেরা মূসাকে কহিল, ঈশ্বর যেন আমাদের সহিত আর কথা না কহেন, এমত প্রার্থনা করিও; কেননা

আমরা তাহাতে বড় ভয় পাইয়াছি। অতএব তুমি ঈশ্বরের কথা লইয়া আমাদিগকে কহিও।

অনন্তর মূসা পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় মেঘের মধ্যে গিয়া ঈশ্বরকে লোকদের নিবেদন জানাইল তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, লোকেরা ভাল কহিয়াছে। আমি তাহাদের প্রার্থনা শুনিলাম; ইহার পরে আমি কেবল তোমারই সহিত কথা কহিব, তাহাতে তুমি গিয়া তাহাদিগকে আমার আজ্ঞা জানাইবা। তাহারা আমাকে মান্য করিলে আমি তাহাদিগকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিব।

দেখ, লোকেরা আমাকে ভাল বাসিয়া সর্ব্বদা সুখী হয় ঈশ্বরের এমত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে ইহারা আমাকে একান্ত মনে প্রেম করে না।

মূসা ঈশ্বরকে যথার্থ রূপে ভাল বাসিত। ঈশ্বর তাহার সহিত অনেক বার কথাবার্ত্তা করিতেন; বিশেষতঃ তিনি মূসাকে পর্ব্বতের উপরে একাকী আসিতে কহিলেন, তাহাতে সে চল্লিশ দিবা রাত্রি ঈশ্বরের সহিত অনাহারে থাকিল। ঈশ্বর তাহাকে ঐ সকল সময়ে জীবৎ রাখিয়া নিবিড় মেঘের মধ্যহইতে তাহার সহিত কথা কহিতেন।

চল্লিশ দিন পরে ঈশ্বর মূসাকে একখানি পুস্তক দিলেন। সে কি প্রকার পুস্তক? তোমরা যে কাগজের পুস্তক দেখিয়াছ, সে তেমন ছিল না। সে প্রস্তরের পুস্তক, তাহার দুই পৃষ্ঠামাত্র, এবং ঐ পৃষ্ঠাতে অত্যল্প লিপি ছিল। ঈশ্বর এই প্রস্তরের পুস্তক সৃষ্টি করিয়া আপনার অঙ্গুলি দ্বারা তাহাতে কথা লিখিয়াছিলেন।

বোধ হয় তাহাতে কি লেখা ছিল, ইহা তোমরা জানি-

তে বাঞ্ছা কর। ঈশ্বর মেঘের মধ্যহইতে যে সকল কথা ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিয়াছিলেন, তাহাই ঐ প্রস্তরের পুস্তকে লেখা ছিল। ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থা কিম্বা দশ আজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ইস্রায়েলীয় লোকেরা যেন ঐ সকল আজ্ঞা কখন না ভুলে, এই জন্যে ঈশ্বর পাথরের উপরে তাহা লিখিয়া মূসাকে দিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞা ভুলিয়া যাওয়া আমাদেরও কর্ত্তব্য নহে। হে আমার প্রিয় শিশুগণ, আমার ইচ্ছা হয় যে তোমরা ঐ সকল আজ্ঞা মুখস্থ কর; তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিব।

প্রথম আজ্ঞা এই, আমার সাক্ষাতে তোমরা অন্য দেবতাকে পূজা করিও না। ইহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হয় যে ইস্রায়েলেরা সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসে; কিন্তু তাহারা সেই মত করিল না। আমরা তাহাদের দুষ্টাচরণের বিষয় পরে শুনিব।

সকল বস্তু অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসা আমাদের অতি কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাহইতে কেহ অধিক দয়াবান ও উত্তম নাই।

পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

ঈশ্বর আপনার সহিত কথা কহিতে পর্ব্বতের উপরে কাহাকে ডাকিলেন?

পর্ব্বতের চারিদিগে কি নিমিত্তে কাঠগড়া বাঁধা গেল?

ঈশ্বর পর্ব্বতের উপরে নামিলে লোকেরা কি দেখিতে পাইল?

তিনি উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে কি ২ কথা বলিলেন?

লোকেরা কি নিমিত্তে তাঁহার রব শুনিতে চাহিল না ?
মূসা ঈশ্বরের সহিত পর্ব্বতের উপরে কত দিন পর্য্যন্ত ছিল ?
ঈশ্বর মূসার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে কি দিলেন ?

---

২৮ পাঠ।

মূসাদ্বারা স্বর্ণ বাছুরের নাশ করণ।

মূসা চল্লিশ দিবা রাত্রি পর্ব্বতে রহিল। ইহার মধ্যে ইস্রায়েলেরা প্রথমে সদ্ব্যবহার করিল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহার আসিবার বহু বিলম্ব দেখিয়া তাহারা অস্থির হইল। তাহারা কিনান দেশে শীঘ্র যাইতে চাহিল, কিন্তু পর্ব্বতের উপরে মেঘের স্তম্ভ আটক হইল, এবং সেই স্তম্ভ অগ্রে না চলিলে ও মূসার আজ্ঞা না পাইলে তাহারা চলিতে পারিল না।

মূসা পর্ব্বতের চূড়াহইতে আর ফিরিবে না, তাহারা ইহা বোধ করিয়া হারোণের নিকটে গিয়া কহিল, আমাদের সঙ্গে যাইবেন এমত কোন দেবতাকে বানাও, কেননা আমরা জানি না মূসার কি হইল।

এই প্রকার নিবেদন করাতে তাহাদের কেমন দুষ্টতা প্রকাশ পাইল! তোমরা জান তাহারা মিসরে বাস করিয়াছিল, এবং তথাকার লোকদিগকে প্রতিমাপূজা করিতে দেখিয়া তাহারাও সেই প্রকার শিখিয়াছিল।

হারোণ ভীত হইয়া মনের মধ্যে কহিল, আমি যদি প্রতিমা গড়িয়া ইহাদের সন্তোষ না করি, তবে ইহারা আমাকে নষ্ট করিবে। তাহাতে সে কহিল, তোমাদের

স্বর্ণ কুণ্ডল আমার নিকটে আন; অতএব তাহারা তাহা সকল খুলিয়া আনিয়া দিল।

তাহারা কি রূপে স্বর্ণের দ্রব্যাদি পাইয়াছিল? তোমাদের স্মরণে থাকিবে মিসরের স্ত্রীগণেরা তাহাদিগকে তথাহইতে আসিবার অগ্রে দান করিয়াছিল।

হারোণ সেই স্বর্ণ কুণ্ডলাদি গলাইয়া মিসরীয় লোকদের দেবতার ন্যায় বাছুররূপে এক প্রতিমা বানাইল।

ইস্রায়েলেরা ঐ প্রতিমা দেখিবা মাত্র প্রশংসা করিয়া কহিল, ইনিই আমাদিগকে মিসরহইতে বাহিরে আনিয়াছেন। তখন হারোণ ঐ পুত্তলীকে উচ্চ স্থানে বসাইয়া তাহার সম্মুখে এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া লোকদিগকে কহিল, কল্য তোমাদের এক মহাভোজ হউক। তাহাতে পরদিনে প্রাতে উঠিয়া সকলে ঐ বৎসকে পূজা করিতে২ সমস্ত দিবা যাপন করিল। তাহারা ঐ বৎসের নিকটে বেদীর উপর মেষ, ছাগ ইত্যাদি অনেক বলি উৎসর্গ করিল, পরে তাহারা নৃত্য করিয়া গীতদ্বারা ঐ প্রতিমার প্রশংসা করিতে লাগিল।

তোমাদের স্মরণ থাকিবে যে কিছুকাল পূর্ব্বে তাহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরকে মান্যমান করিতে স্বীকার করিয়াছিল। হায়২! এইক্ষণে তাহারা সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার মধ্যে যে দ্বিতীয় আজ্ঞা (অর্থাৎ তোমরা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিও না) তাহারা কেমন শীঘ্র ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল।

যে সময়ে মূসা পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল, তাহাতে ইস্রায়েলেরা কি করিতেছে সে

তাহা জানিতে পারিল না। কিন্তু ঈশ্বর তাহা জানিতেন, অতএব তিনি মূসাকে কহিলেন, হে মূসা, তুমি শীঘ্র নীচে যাও। তুমি মিসরহইতে যে সকল মনুষ্যকে আনিয়াছ, তাহারা একটা স্বর্ণ বৎস গড়িয়া পূজা করিতেছে। তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব, কিন্তু তোমাকে ও তোমার সন্তানদিগকে রক্ষা করিব।

মূসা ঈশ্বরকে ক্রোধিত দেখিয়া অতি দুঃখিত হইয়া ইস্রায়েলদিগকে মার্জ্জনা করিতে কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। বিশেষতঃ সে কহিল, হে প্রভো! তুমি কি প্রকারে তাহাদিগকে মিসরহইতে বাহিরে আনিলা, ও কি মতে ইব্রাহীমের নিকটে তাহার সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলা, ইহা স্মরণ কর।

তখন ঈশ্বর মূসার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিবার মানস স্থগিত করিলেন; ইহাতে ঈশ্বরের কি পর্য্যন্ত দয়া প্রকাশ হইল।

পরে মূসা প্রস্তরের পুস্তক হাতে করিয়া পর্ব্বতহইতে শীঘ্র নামিতে লাগিল। পর্ব্বতের ধারে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সে গানের শব্দ শুনিতে পাইয়া জানিতে পারিল, ইস্রায়েলেরা ঐ বৎসকে প্রশংসা করিতেছে। পরে সে শিবিরে গিয়া বৎসের চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে উন্মত্ত প্রায় নৃত্য করিতে দেখিল। মূসার পক্ষে এ কর্ম্ম অতি ঘৃণাজনক হইল, তাহাতে সে অতিশয় ক্রোধিত হইয়া ভূমিতে ঐ প্রস্তরের পুস্তককে ফেলিলে তাহা খণ্ড২ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইস্রায়েলেরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহাতে মূসা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইয়া ঐ পুস্তককে মাটীতে

ফেলিয়া, ভাঙ্গিল। ফলতঃ সে মনে করিল, এমত দুষ্ট লোকদিগকে এই প্রস্তরের পুস্তক দিব না।

হে বাছা সকল, তোমাদের কি বোধ হয়, যে ইস্রা-য়েলেরা মূসাকে পুনরায় দেখিয়া কেন ভীত হইল? তা-হারা মনে করিয়াছিল, আমরা মূসাকে আর দেখিতে পাইব না, কিন্তু সে হঠাৎ আসিয়া তাহাদের দুষ্ট আচরণ সকল দেখিল।

তখন মূসা সেই স্বর্ণবৎসকে লইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিল, পরে তাহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইস্রা-য়েলদিগকে খাওয়াইল। ফলতঃ মূসা এই কর্ম্ম করিলে কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সাহসিক হইল না।

পরে মূসা হারোণের প্রতি রাগত হইয়া কহিল, তুমি কি নিমিত্তে ইহাদিগকে এমত দুষ্কর্ম্ম করিতে দিলা? তা-হাতে হারোণ কহিল, আমার প্রতি রাগত হইও না, কেননা লোকেরা আপনাদের ইচ্ছামতে দুষ্টাচারী হইয়া আমাকে এক বৎস গড়িতে কহিয়াছিল। আমি কেবল তাহাদের সন্তোষের নিমিত্তে তাহা গড়িয়াছি।

এ আপত্তি অতি মন্দ। হারোণ বৎস গড়িয়া বড় পাপ কর্ম্ম করিয়াছিল, কারণ লোকেরা আমাদিগকে দুষ্কর্ম্ম করিতে বলিলেও আমাদের তাহা করা কর্ত্তব্য নহে।

তখন মূসা আজ্ঞা করিলে কতক লোকেরা খড়্গ লইয়া তিন সহস্র দোষি ব্যক্তিকে বধ করিল। এবং ঈশ্বরও অনেক লোককে পীড়িত করিলেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলদিগকে এই প্রকার দণ্ড দিলেন। তাহারা স্বর্ণবৎস পূজা করাতে প্রাণে হত্যা হইবার যোগ্যপাত্র

ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর মূসার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদের সকলকে প্রাণে মারিলেন না।

ঐ প্রস্তর কি রূপে ভাঙ্গিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ঈশ্বর আপনি আর নূতন প্রস্থরের তক্তি না বানাইয়া মূসাকে তাহা গড়িতে কহিলেন।

পরে ঈশ্বর পুনরায় মূসাকে একাকী পর্ব্বতের উপরে ডাকিয়া ঐ দশ আজ্ঞা প্রস্তরের পুস্তকে আরবার লিখিয়া তাহাকে আর চল্লিশ দিবা রাত্রি সেখানে থাকিতে কহিলেন। ইহার মধ্যে তিনি মূসার সহিত অনেক কথোপকথন করিতেন; ফলতঃ যেমন তিনি পর্ব্বতকে ধূমময় করিয়া আকাশ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ এবং বজ্রাঘাত করত ভয়ানক শব্দে ইস্রায়েলদিগের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তদ্রূপে মূসার সহিত কথা না কহিয়া বন্ধুভাবে মধুর স্বরে কথা কহিলেন।

মূসাও পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরের সহিত থাকিতে ইচ্ছা করিল। সে ঈশ্বরের কাছে থাকিতে কি নিমিত্তে ভয় করিত না? কারণ ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে ছিলেন। হে আমার প্রিয় শিশুরা, পবিত্র আত্মা তোমাদিগেতে থাকিলে তোমরাও ঈশ্বরকে পিতাস্বরূপ ভাল বাসিবা।

ঈশ্বর পর্ব্বতে মূসাকে কি কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে পশ্চাৎ বলিব।

মূসা ঈশ্বরের সহিত যত দিন ছিল, তত দিন সে কিছু খাদ্য পানাদি করিল না।

শেষে মূসা প্রস্তরের পুস্তক হাতে করিয়া পুনরায় পর্ব্বতহইতে নামিল। সেই সময়ে ইস্রায়েলেরা প্রতিমা-পূজা করিতেছিল না; তথাচ তাহারা মূসার সহিত কথা

কহিতে আসিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া ভয়ে নিকটস্থ হইতে পারিল না। তাহার সহোদর ভ্রাতা হারোণও ভয় পাইল। ইহার কারণ কি ?

ইহার কারণ এই, সে সময়ে মূসার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হওয়াতে কেহ তাহার প্রতি চাহিতে পারিল না। কি হেতু তাহার মুখ এমত তেজস্বী হইল? সে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়া আসিতেছিল, এই জন্যে তাহার মুখ এত উজ্জ্বল দেখা গেল। ঈশ্বর সূর্য্য অপেক্ষা তেজোময়, তজ্জন্যে স্বর্গীয় দূতগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখাতে তাঁহার মত দীপ্তিমান হয়।

লোকেরা আমার নিকটে আসিতে পারে না, মূসা ইহার কারণ জানিয়া বস্ত্রদ্বারা আপন মুখ ঢাকিল। পরে সে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে ডাকিল।

তখন হারোণ ও আর ২ লোকেরা তাহার নিকটে নির্ভয়ে আসিলে মূসা যতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিল, ততক্ষণ সে আপন মুখ ঢাকিয়া রাখিল।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, আমি ভরসা করি যে তোমাদেরও মুখ স্বর্গেতে দীপ্তিমান হইবে। আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, যদি তোমরা ঈশ্বরকে ভাল বাস তবে তাঁহাকে এক দিন স্বর্গেতে দেখিয়া তাঁহার দূতগণের ন্যায় তেজস্বী হইবা।

২৮ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

ইস্রায়েল লোকেরা মূসার আসিবার বিলম্ব দেখিয়া কি করিল.
স্বর্ণবৎসের প্রতিমা কে বানাইল ?

ইস্রায়েল লোকেরা এমত কুকর্ম্ম করিতেছে, ইহা মুসাকে কে জানাইল
তাহাদের পাপ মার্জ্জনার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে কে প্রার্থনা করিল
মূসা কি নিমিত্তে প্রস্তরের তক্তা ফেলিয়া দিল?
মুসা স্বর্ণের প্রতিমাকে লইয়া কি করিল?
সে ইস্রায়েলদিগকে কিরূপ শাস্তি দিল?
পরে ঈশ্বর আপনি তাহাদিগকে কি শাস্তি দিলেন?
তিনি মুসাকে পর্ব্বতের উপরে পুনর্ব্বার কেন আসিতে কহিলেন?
মুসা ঈশ্বরের সহিত কত কাল ছিল?
মুসা পর্ব্বতহইতে নামিলে ইস্রায়েল লোকেরা তাহার নিকটে আসিতে কেন ভয় করিল?
মুসার মুখ কেন তেজস্বী হইল?
কাহাদের মুখ সর্ব্বদা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকে?

---

২১ পাঠ।

মুসাদ্বারা ঈশ্বরের তাম্বু নির্ম্মাণ করণ।

মূসা পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরের সহিত বহুদিবস ছিল। ঈশ্বর সে সময়ে তাহাকে কি শিখাইলেন, তাহা আমি এইক্ষণে তোমাদিগকে বলি শুন।

ঈশ্বর এক উত্তম তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে তাহাকে বিশেষ২ করিয়া আজ্ঞা দিলেন।

কি জন্যে সে তাম্বু নির্ম্মিত হইবে? ঈশ্বর বাস করিবার নিমিত্তে। তাঁহার বাটীর আবশ্যক ছিল না বটে, কেননা স্বর্গই তাঁহার সিংহাসন; তথাচ তিনি ইস্রায়েলদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বনের মধ্যে আপনার নিমিত্তে এক বাটী নির্ম্মাণ করিতে মুসাকে কহিলেন।

মূসা পর্ব্বতহইতে নামিয়া সকল লোকদের সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে ডাকিল; পরে আপন মুখ বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া কথা কহিতে লাগিল।

সে প্রথমে কহিল, তোমরা অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিশ্রামবারে ঈশ্বরকে পূজা ও ভজনা করিবা; এই মানসে তিনি তোমাদের নিমিত্তে এক সুন্দর ভজনালয় নির্ম্মাণ করাইবেন। তাহা বানাইবার নিমিত্তে কে আমার নিকটে আবশ্যক দ্রব্যাদি আনিতে পারে?

ইস্রায়েল সন্তানদিগের নিকটে কি এমত কোন বস্তু ছিল, যাহাতে ঐ ভজনালয় নির্ম্মাণ হইতে পারে?

তোমাদের স্মরণ থাকিবে যে মিসর দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য ও বস্ত্রাদি দিয়াছিল। তদ্দ্বারা তাহারা এক স্বর্ণবৎস করিয়াছিল, তথাচ তাহাদের নিকটে আরো অনেক স্বর্ণাদি থাকিল।

তোমাদের কি এমত বোধ হয় যে তাহারা ঐ সম্পত্তি সকল ঈশ্বরকে দিতে চাহিল, কিম্বা আপনাদের তাম্বু সকল উত্তম রূপে সাজাইতে ও উত্তম বস্ত্র পরিতে চাহিয়া তাহা দিতে অস্বীকার করিল? তাহারা দিতে চাহিল বটে, সুতরাং মূসার বাক্য শুনিয়া সকলে তাম্বুর মধ্যে গিয়া সিন্দুক ও পেটারাহইতে স্বর্ণ রৌপ্য অঙ্গুরী কুণ্ডল ও উত্তম ২ নীল, সবুজ, ধূম্র, রক্ত এবং শ্বেতবর্ণ বস্ত্র, ও মেষ ছাগাদির চর্ম্ম, এবং উত্তম ২ কাষ্ঠ ইত্যাদি সকল বহুমূল্য বস্তু লইয়া মূসার নিকটে গেল। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এক বড় রাশি করিল।

কোন ২ ধনি মনুষ্যের উজ্জ্বল প্রস্তর ও মিষ্ট মশালা

এবং সুগন্ধি তৈলাদি ছিল; তাহারা সেই সকল লইয়া মূসার নিকটে আইল।

তাহাদের এই সকল দ্রব্য ঈশ্বরকে দিবার অভিলাষ দেখিয়া মূসা অতি সন্তুষ্ট হইল; কারণ তাহারা দিবার সময়ে ভাবিত না হইয়া বরং সকলে পরম আহ্লাদিত হইল। ঈশ্বরকে কোন বস্তু দিবার সময়ে আমরা ভাবিত হইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

ঈশ্বরের ইচ্ছামত বাটী নির্ম্মাণ করা অতি কঠিন, অতএব কে ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিবে?

মূসা ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ডাকাইয়া কহিল, ঈশ্বর দুই ব্যক্তিকে প্রস্তর কাটিতে ও কাষ্ঠ খোদিতে এবং অনেক২ আশ্চর্য্যজনক শিল্প কর্ম্ম করিতে নিপুণ করিয়াছেন, এবং আমাকে তাহাদের নাম বলিয়াছেন।

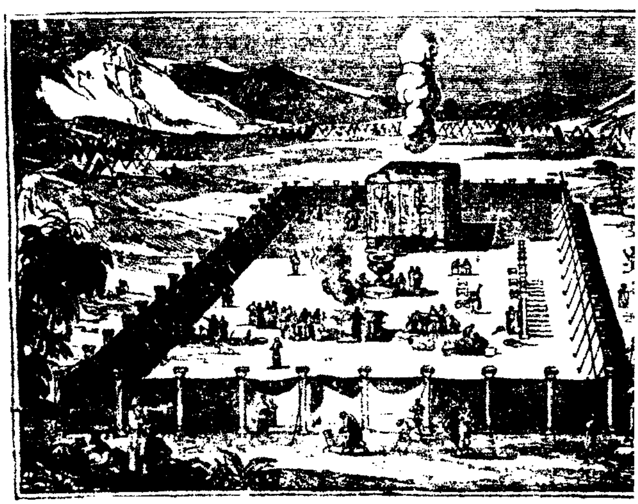
অপর মূসা ঐ দুই জনকে ডাকিয়া তাহাদের হাতে উত্তম২ বস্তু সকল সমর্পণ করিয়া কহিল, তোমরা ইহাদ্বারা ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ কর, আমি তোমাদিগকে কর্ম্ম দেখাইয়া দিব। মূসা আর২ সকলকে তাহাদের সহায্য করিতে আজ্ঞা করিল, আর ঐ দুই জন বিজ্ঞ মনুষ্যকে কহিল, তোমরা অন্য লোকদিগকে কর্ম্ম করিতে শিখাইয়া দেও।

ঈশ্বরই কোন২ মনুষ্যদিগকে বিশেষ কর্ম্মেতে নিপুণ করেন; অতএব কোন ব্যক্তি ভাল কর্ম্ম করিতে পারিলে তাহার অহঙ্কার করা উচিত নয়, বরং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই রূপে সকল ইস্রায়েলেরা ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

স্ত্রীলোকেরা নীল, বেগুনীয়া ও লাল সূতা কাটিতে লাগিল; পুরুষেরা ঐ সূতাদ্বারা মলমলাদি বস্ত্র বুনিল, এবং করাত ও হাতুড়িদ্বারা কাষ্ঠ চিরিল, ও স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা সকল গালাইয়া বেদী, পিলসজ, হাতা, চিমটা, বাটি থালা ইত্যাদি পাত্র, এবং আর২ বস্তু সকল, বানাইতে আরম্ভ করিল। সকল কর্ম্ম সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বহুমাস অবধি বড় শ্রম ও যত্ন করিল।

ঈশ্বর মূসাকে কি প্রকার ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে কহিয়াছিলেন, এখন তাহা বলি শুন।



সে ভজনালয় তাম্বুর মত, সুতরাং তাহা ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। "ঐ ভজনালয় ভূমির সহিত

বদ্ধ না থাকাতে তাহাকে স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া অন্য স্থানে খাড়া করা যাইত। বোধ হয় তোমরা এমত বৃহৎ তাম্বু কখন দেখ নাই; সেটা বড় ঘরের সমান ছিল।

প্রথমতঃ অনেক গুলা তক্তা কাছেং লম্বা করিয়া মাটীতে রাখিয়া প্রাচীরের মত করিল, বিশেষতঃ ঐ সকল তক্তা কড়া ও বাতাদ্বারা একত্র বদ্ধ ছিল। পরে তাহার উপরি ভাগে তক্তা না দিয়া চাঁদোয়ার মত বস্ত্র টাঙ্গান যাইত। তাম্বুর দ্বার ছিল না, কেবল সম্মুখে দ্বারের পরিবর্ত্তে একটা পরদা টাঙ্গান থাকিত। তাহার মেঝেও ছিল না, কেবল সবুজ ঘাস মেঝের স্বরূপ ছিল। ঐ তক্তা সকল স্বর্ণেতে আচ্ছাদিত এবং চাঁদোয়া ও পরদা নীল, বেগুনীয়া ও লাল বর্ণ হেতু তাহা অতিসুন্দর দেখাইত। তাম্বুর সম্মুখে পাঁচটা স্বর্ণখুঁটি, ও তাহাদের অগ্রে ঐ পরদা টাঙ্গান থাকিত। তাম্বুর ভিতরে দুইটা কুঠরী ছিল, একটা বড় ও একটা ছোট। ঐ বড় কুঠরীর মধ্যে যে সকল সুন্দরং দ্রব্যাদি ছিল, তাহা প্রথমে বলি।

১ বড় কুঠরীর মধ্য ভাগে এক স্বর্ণবেদী স্থাপিত ছিল; তাহাতে প্রদীপ না জ্বালাইয়া কেবল ধূনা ও গুগ্গুল ইত্যাদি সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত দ্রব্য জ্বালাইত।

২ ঐ কুঠরীর একদিগে স্বর্ণের মেজ, ও তাহার উপরে বারো খান রুটী প্রতি বিশ্রামদিনে রাখা যাইত। ঐ রুটী গুলাকে পুণ্য রুটী কিম্বা দর্শন রুটী বলা যায়।

৩ তাহারি অন্যদিগে সাতটা প্রদীপের সহিত একটা স্বর্ণ ঝাড় ছিল। তাম্বুতে জানালা ছিল না, কেবল এই প্রদীপদ্বারা আলো হইত।

ঐ কুঠরীর নাম পবিত্র স্থান। সে সুন্দর ও মনোরম্য ছিল বটে, কিন্তু তাম্বুর ক্ষুদ্র কুঠরী তাহা অপেক্ষা আরও সুন্দর ছিল।

তাম্বুর মধ্যস্থ বড় ও ছোট কুঠরীর মধ্যে দ্বারের পরিবর্ত্তে একটা কাপড়ের পরদা থাকিত; ঐ পরদাকে বিচ্ছেদ বস্ত্র বলা যায়।

ছোট কুঠরীর ভিতরে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুক বলিয়া এক স্বর্ণ সিন্দুক ছিল, তাহার উপরে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় দুই রূক্ষ স্বর্ণময় মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ঐ সিন্দুকের ভিতরে ঈশ্বরের লিখিত প্রস্তরের পুস্তক থাকিত। ঈশ্বর আপন তেজস্বি মেঘেতে আচ্ছাদিত হইয়া এই কুঠরীতে আসিতেন, তাহাতে সে দীপ্তিময় হইত। এই নিমিত্তে সেই কুঠরী অতি প্রসিদ্ধ রূপে বিখ্যাত হইল।

স্বর্ণ গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে মেঘ থাকিত; ও সিন্দুকের উপরি ভাগকে করুণাসন বলা যাইত, কেননা তাহাতে ঈশ্বর দয়ালু রাজার ন্যায় বসিয়া লোকদের নিবেদন শুনিতেন।

ঐ ছোট কুঠরী মহা পবিত্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইত। তাহাতে জানালা কিম্বা প্রদীপ না থাকিলেও সে সর্ব্বদা আলোতে পরিপূর্ণ ছিল, কেননা ঈশ্বরের তেজ তাহাতে প্রকাশ পাইত; সুতরাং তিনি সূর্য্যহইতেও অতিতেজস্বী।

আহা ঐ কুঠরী কেমন মনোরম্য! তাহা ধ্যান করিলে ঈশ্বরের ও স্বর্গের বিষয় মনে পড়ে; কিন্তু স্বর্গ তাহার মত ক্ষুদ্রস্থান নহে, কেননা ঈশ্বরের দূতগণ ভিন্ন পৃথিবীর সকল ধার্ম্মিক লোকেরাও সেখানে গিয়া বাস করিবে।

এইরূপে আমি তাম্বুর বিষয়ে তোমাদিগকে আর কিছু কহিব না, কিন্তু তাহাতে যে সকল বস্তু ছিল সে সকলের নাম পুনরায় কহিব, তোমরা তাহা স্মরণে রাখিও।

সম্মুখস্থ বড় কুঠরীতে স্বর্ণ বেদী ও দর্শন রুটীর মেজ এবং স্বর্ণ ঝাড় ছিল। মহাপবিত্র স্থানে অর্থাৎ ছোট কুঠরীতে সাক্ষ্য রূপ সিন্দুক ছিল; তাহার মধ্যে প্রস্তরে খোদিত পুস্তক এবং তদুপরি দূতগণের স্বর্ণময় আকৃতি থাকিত।

২৯ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

মুসা ঈশ্বরের সহিত ঐ পর্ব্বতের উপরে থাকিলে তিনি তাহাকে কি বানাইতে বলিলেন?
ঐ তম্বুনালয় বানাইবার নিমিত্তে ইস্রায়েলেরা মুসাকে কি ২ দিল?
ঐ দুই জন মনুষ্য এমত উত্তম স্থান বানাইতে কেমন করিয়া জানিল?
সে কেন মাটীতে বদ্ধ ছিল না?
তাহার প্রাচীর কিসে বানান গিয়াছিল?
তাহার ছাত কি প্রকার ছিল? তাহার দ্বার কি রূপ?
তাহাতে কয়টা কুঠরী ছিল? বড় কুঠরীতে কি ২ বস্তু ছিল?
সোণার বেদীর উপরে কোন দ্রব্য জ্বালান যাইত?
স্বর্ণ মেজের উপরে কি থাকিত?
ঝাড়েতে কয়টা প্রদীপ ছিল?
তাম্বুর ক্ষুদ্র কুঠরী কি নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইত?
তাহার মধ্যে কি ছিল?
সিন্দুকের মধ্যে কি থাকিত?
সিন্দুকের উপরি ভাগ কি নামে বিখ্যাত হইত?
ঈশ্বরের মেঘ ঐ কুঠরীর কোন্ স্থানে থামিয়া স্থগিত হইত?
ক্ষুদ্র কুঠরী কিসে আলোকময় হইত?
বড় কুঠরী কিসে দীপ্তি পাইত?
স্বর্গ কিরূপে দীপ্ত পায়?

৩০ পাঠ।

মূসাদ্বারা যাজকগণের নিয়োগ।

ভজনালয় কেমন স্থান তাহা তোমাদিগকে কহিয়াছি। এইক্ষণে তাহার বাহিরে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহার বৃত্তান্ত আমি কহিতে আরম্ভ করি।

তোমরা জান যে কোন২ বাটীর চারিদিগে বাগান থাকে, কিন্তু ভজনালয়ের চারিদিগে তাহা না হইয়া কেবল উঠান ছিল। ঐ উঠানের চারিদিগে খুঁটি ছিল; সেই খুঁটির গায়ে পরদা সকল ঝুলান থাকাতে ঐ উঠানসুদ্ধ তাম্বু ঘেরা ছিল। উঠানের মধ্যে পিত্তলময় দুই বস্তু ছিল, তাঁহাদের বিষয় আমি তোমাদিগকে কিছু কহি, শুন।

১ এক পিত্তলের বেদী।

ঐ বেদী অতি বৃহৎ ছিল, ফলতঃ সে ভজনালয়ের মধ্যস্থ স্বর্ণ বেদির মত ধূনা ও গুগ্গুল ইত্যাদি মিষ্ট গন্ধ দ্রব্য জ্বালাইবার হেতু না হইয়া মেষ, ছাগ, ষাঁড়, এবং বৎস ইত্যাদি বলির পশু সকল দগ্ধ করিবার জন্যে হইয়াছিল। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে পশু বলিদান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; তোমরা কি ইহার কারণ স্মরণ করিতেছ? যীশু খ্রীষ্ট অনেক কাল পূর্ব্বে আপন পিতার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যথা আমি মনুষ্যদের পাপের নিমিত্তে মরিব, ইহা লোকদের স্মরণ করাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর তাহাদিগকে পশু উৎসর্গ করিতে ও তাহাদের রক্ত ছড়াইতে ও দেহ দগ্ধ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই জন্যে হাবিল ও নোয়া এবং ইব্রাহীম

ইত্যাদি সকলেই বলি উৎসর্গ করিত। অতএব পিত্তল-
লের বেদী ঐ সকল বলিদানের জন্যে প্রস্তুত হইয়াছিল।
পশু কাটিলে তাহাদের রক্ত বেদির চর্তুদিগে গড়াইয়া
পড়িত, এবং তাহাদের দেহ বেদির উপরে দগ্ধ করিলে
আকাশে ধূম উঠিত।

কে বলি উৎসর্গ করিত? হারোণ। ঈশ্বর কহিলেন, হারোণ
প্রধান যাজক হইবে, এবং বলি উৎসর্গ করা ও ধূনা দেওয়া
ও প্রদীপের বাতি জ্বালান ইত্যাদি কর্ম্মের ভার লইবে।

২ উঠানেতে লোকদের শরীর ধৌত করিবার জন্যে
একটা বড় পিত্তলের পাত্র ছিল। কেং তাহাতে স্নান
করিত তাহা পশ্চাৎ বলিব।

ঈশ্বর হারোণকে এবং মূসাকে ঐ মহাপবিত্র নামক ক্ষুদ্র
কুঠরীতে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু আর সকলকে বারণ
করিলেন; এবং হারোণকে বৎসরের মধ্যে কেবল একবার
যাইতে আদেশ করিলেন। হারোণ ঐ বিচ্ছেদ বস্ত্র খুলিয়া
করুণাসনের উপরে দীপ্তিময় মেঘ দেখিত। ঈশ্বর ঐ স্থানেই
তাহার সহিত কথা কহিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর হারোণের নিমিত্তে মূসাকে কএক খান অতি
উত্তমং বস্ত্র প্রস্তুত করিতে কহিলেন। যে দুই জন জ্ঞানি
মনুষ্যের বিষয় আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বে কহিয়াছি,
তাহারাই ঐ বস্ত্র নির্ম্মাণ করিল।

হারোণ কি বস্ত্র পরিত, তাহা আমি বিশেষ করিয়া বলি।

১ সে একটা শাদা চাপকান পরিত তাহার লম্বা
আস্তিন ছিল।

২ ঐ শাদা চাপকানের উপরে এক নীল বর্ণ লবেদা

পরিত ; তাহার কিনারাতে ক্ষুদ্র২ স্বর্ণ ঘুঙ্গুর থাকাতে হা-রোণের চলিবার সময়ে তাহা মিষ্ট শব্দ করিত।

৩ এফোদ্ বলিয়া এক শাদা মলমলের বস্ত্র ছিল, তাহার উপরে বেগুনীয়া ও লাল ও স্বর্ণ জরির কর্ম্ম ছিল। হারোণ ঐ এফোদ নীলবর্ণ লবেদার উপরে পরিত।

৪ শাদা মলমল কাপড়ের উপর স্বর্ণ জরির ও বেগুনীয়া এবং লাল বর্ণ সূতাদ্বারা জড়ান এক কোমরবন্দ ছিল।

৫ সম্মুখস্থ মলমলের উপরে বারো খানা বহু মূল্য প্রস্তর খসান এক বুকপাটা স্বর্ণ শিকলদ্বারা তাহার বুকে বাঁধা থাকিত।

৬ তাহার মাথাতে মুকুট ছিল। ঐ মুকুটের উপরে এক খান স্বর্ণপাত বাঁধা থাকিত, তাহাতে

"ঈশ্বরের প্রতি পবিত্রতা"

এই কথা লেখা ছিল। সুতরাং হারোণের অতিপবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা তাহাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিতে হইত।

হারোণ জুতা পরিত না, কিন্তু বার২ ঐ পিত্তলের পাত্রেতে হস্ত পাদাদি ধৌত করিত।

হারোণের চারি পুত্র ছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে বলি উৎসর্গ কর্ম্মে হারোণের সাহায্য করিতে কহিয়াছিলেন। তাহারাও শাদা বস্ত্রাদি পরিত, কিন্তু হারোণের সমান কাপড় পরিত না; কারণ তাহারা যাজক, কিন্তু হারোণ প্রধান যাজক ছিল।

ভজনালয়ের তাম্বু বানাইতে অনেক কাল গত হইল। লোক সকল অতি শ্রমপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে এক বৎসরের

মধ্যে সকল শেষ হইল। অবশেষে ঈশ্বর মূসাকে ঐ তাম্বু খাড়া করিতে কহিলেন।

মূসা তাম্বুর তক্তা সকল সাজাইয়া তাহার উপরে বস্ত্র দিয়া ঢাকিল। পরে মহাপবিত্র কুঠরীতে সাক্ষ্যের সিন্দুক স্থাপিত করিল, এবং তাম্বুর বড় কুঠরীতে মেজ ও ঝাড় ও স্বর্ণ বেদী রাখিল। পরে ঐ উঠানের চারিদিগে খুঁটি পুতিয়া তাহাতে আচ্ছাদন বস্ত্র টাঙ্গাইল, এবং মধ্যস্থানে ঐ পিত্তলের বেদী ও জলপাত্র রাখিল।

পরে মূসা সকল দ্রব্যেতে সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দিল। এই রূপ তৈল দেওয়ার নাম অভিষেক বলা যায়।

তখন মূসা হারোণকে ঐ উত্তম কাপড় পরাইল; হারোণের পুত্রগণকেও শাদা বস্ত্র পরিধান করাইয়া সকলদের মস্তকে সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া যাজক পদে অভিষেক করিল।

পরে ঈশ্বর মেঘেতে আবৃত হইয়া নামিলে তাঁহার দীপ্তি সেই সকল স্থানে ব্যাপিল, তদ্দ্বারাই ঈশ্বর জানাইলেন যে এই তাম্বু আমার নিজ বাটী হইবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলদের সহিত এই রূপে বাস করাতে তাহাদের পক্ষে বড় সন্তোষজনক কর্ম্ম হইয়াছিল। ঐ মেঘ দিবসে তাম্বুর ভিতরে ও বাহিরে দৃশ্য হইত, এবং রাত্রিতে অগ্নির ন্যায় জ্বলিত। ঈশ্বর আপন দীপ্তি লোকদিগকে দর্শন করাইয়া কেমন দয়া প্রকাশ করিলেন! তিনি তাহাদিগকে উত্তম ও বাধ্য করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তিনি আমাদেরও নিকটে সর্ব্বদা থাকেন; ইহার পর আমরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইব এমত ভরসা আছে।

তাম্বু অপেক্ষা কোন স্থান অধিক সুদৃশ্য? স্বর্গ তাহা-হইতে দেখিতে সুন্দর। আমরা যদি স্বর্গে যাই তবে হারোণের অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত হইব, এবং ঈশ্বরের মুখ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া চিরকাল পরম সুখী হইব।

৩০ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

তাম্বুর উঠানের চারিদিগে কি ছিল?
উঠানের মধ্য স্থানে কি ২ ছিল?
পিত্তলের বেদীর উপরে কি দগ্ধ হইত?
পিত্তলের জলপাত্রে কে আপনাদের শরীরকে ধৌত করিত?
মহাযাজক কে হইল?
মহাযাজক কোন স্থানে বৎসরের মধ্যে কেবল এক বার যাইত?
হারোণ কি ২ কাপড় পরিত?
হারোণের মুকুটের উপরে কি কথা লেখা ছিল?
বলি উৎসর্গ করণে কে হারোণের সাহায্য করিত?
যাজকেরা কি প্রকার কাপড় পরিত?
তাম্বু কে খাড়া করিল?
মুসা কিসের উপরে তৈল ঢালিয়া দিল?
এই প্রকার তৈল ঢালনের নাম কি?
তাম্বু খাড়া হইলে কি দেখা গেল?
ইস্রায়েলদের সুখী হওয়া কেন উচিত ছিল?

---

৩১ পাঠ।

মুসার অধীনে ইস্রায়েলদের অরণ্যে ভ্রমণ।

এক্ষণে ইস্রায়েলদের আরাধনা ও বলি উৎসর্গ করণের স্থান প্রস্তুত হইলে তাহারা প্রতিদিন প্রাতে ঈশ্বরের এই রূপ সেবা করিতে লাগিল। যথা

যাজকেরা প্রাতে ঐ পিত্তলের বেদির উপরে এক মেষ বাচ্চা বলি দিত, এবং তাম্বুর ভিতরে স্বর্ণবেদিতে ধূনা জ্বালিত। তদ্রূপ সন্ধ্যাকালে আর একটা মেষ বলি হইত এবং যাজকেরা আরবার ধূনা জ্বালাইত।

যাজকেরা প্রথমে সামান্য অগ্নিদ্বারা বলিকে দগ্ধ করিল না, কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গহইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া তাহা ভস্ম করিলেন। পরে যাজক সকল সেই অগ্নি এমত যত্ন করিয়া রাখিত যে তাহা কখন নির্ব্বাণ হইত না। সেই মতে ঝাড়ের প্রদীপ সকল নিত্য২ তাম্বুর মধ্যে জ্বলিত।

প্রতি বিশ্রামবারে যাজকেরা স্বর্ণ মেজহইতে বাসি দর্শন রুটী উঠাইয়া খাইত, এবং তাহাতে বারো খানা টাটকা রুটী রাখিত।

লোকেরা তাম্বুর উঠানে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে আরাধনা করিত, এবং বেদিতে মেষবলি দগ্ধ করিতে দেখিত; পরে তাহাদের সাক্ষাতে হারোণ তাম্বুর ভিতরে ধূনা জ্বালাইবার নিমিত্তে যাইত, এবং সে তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া যে পর্য্যন্ত বাহিরে না আসিত সেই পর্য্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করিয়া থাকিত। পরে হারোণ তাম্বুর বাহিরে আসিয়া হস্ত উঠাইয়া কহিত, ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রক্ষা করুন।

হে শিশুগণ! কে আমাদের নিমিত্তে স্বর্গে প্রার্থনা করিতেছেন? এবং এক দিবস কে বা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন? প্রভু যিশু খ্রীষ্ট। কারণ তিনিই আমাদের প্রধান যাজক হইয়াছেন।

লোকেরা তাম্বু নির্ম্মাণ কালে সিনয় পর্ব্বতের নিকটে

রহিয়াছিল ; কিন্তু ঐ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পর ঈশ্বরের মেঘ উঠিয়া গমন করিতে লাগিল, তাহাতে যাজকেরা দুইটা রূপার তূরী বাজাইল।

তাহারা কি নিমিত্তে তূরী বাজাইল ? লোকদের অন্য স্থানে যাওনের সংবাদ দিবার জন্যে তাহা বাজাইল। পরে সকলে আপন২ তাম্বু ফেলিয়া পুঁজীপাটা মুড়া বাঁধিয়া উট ও গাধার উপরে বোঝাই করিল।

তখন যাজকেরা ভজনালয়ের ভিতরে গিয়া তাহার মধ্যস্থিত বস্তু সকল নীলবস্ত্রে ঢাকিয়া বাঁধিল। পরে তাহা মুটিয়াদের স্কন্ধে উঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে যাইতে বলিল। কিন্তু যাজকেরা সাক্ষ্যের সিন্দুক ঐ উত্তম বিচ্ছেদ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া তাহার দুই দিগে দুই স্বর্ণমোড়া বাঁক বাঁধিয়া আপন২ স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইল। আর২ লোকেরা তাম্বুর পরদা ও খুঁটি ও তক্তাদি লইল। যাজকেরা সিন্দুক লইয়া অগ্রে২ চলিলে, অন্য লোকেরা পশ্চাৎ২ গমন করিল।

ঈশ্বর মেঘের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিলেন। যে সময়ে মেঘ থামিল, সেই সময়ে যাজকেরা ও লোক সকল স্থগিত হইয়া ঈশ্বরের এবং আপন২ তাম্বু সকল খাড়া করিল।

এই রূপে ইস্রায়েলেরা সমস্ত বনের মধ্যে ভ্রমণ করিত।

দেখ, তাহারা কি পর্য্যন্ত সুখী ছিল ! কিনান দেশে যাইতে ঈশ্বর আপনি তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন, অতএব তাহার জন্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রশংসা করা উচিত ছিল। তিনি তাহাদিগেকে আকাশহইতে মান্না

ও পর্ব্বতহইতে জল দিয়া খাওয়াইতেন, এবং অতি মনো- রম্য দেশে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আরো তিনি তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নি- মিত্তে আপন পুত্রের মৃত্যু স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং এই স্বীকার স্মরণার্থে মেষ ইত্যাদি বলি উৎসর্গ করিতে কহিয়াছিলেন।

আমি বোধ করি যীশু আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়াছেন তাহা আমরা কখন ভুলিব না, ও স্বর্গ- নামে যে মনোরম্য দেশ আছে তাহা আমরা পাইব, এমত ভরসা করিতেছি। আমরা স্বর্গে যাইব ঈশ্বর এমত বাসনা করেন; ও তজ্জন্যে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন।

৩১ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পিত্তলের বেদীর উপরে কি২ বলি উৎসর্গ করা যাইত?
যাজকেরা কি২ নির্ব্বাণ হইতে দিত না?
কে স্বর্ণ মেজহইতে দর্শন রুটী উঠাইয়া খাইত?
ভজনালয়ের মধ্যে মহাপবিত্র স্থানে কে যাইতে পারিত?
লোকেরা কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিত?
আমাদের মহাযাজক কে?
তিনি আমাদের নিমিত্তে স্বর্গে কি করিতেছেন?
তাম্বু নির্ম্মাণকালে ইস্রায়েলেরা কোথায় বাস করিল?
যাজকেরা রূপার তূরী কি নিমিত্তে বাজাইত?
যখন মেঘ চলিতে লাগিল, তখন যাজকেরা তাম্বু লইয়া কি করিত?
কে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুক বহিত?
আমরা কোন মনোরম্য দেশে যাত্রা করিতেছি?

৩২ পাঠ।

মূসাদ্বারা দ্বাদশ চর প্রেরণ করণ।

শেষে ইস্রায়েল লোকেরা কিনান দেশের নিকটে আসিয়া তথাকার উচ্চ২ পর্ব্বত সকল দেখিতে পাইল; তাহাতে সে দেশ কি প্রকার ও তাহাতে কি প্রকার মনুষ্যেরা বাস করে, ইহা তাহারা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মূসাকে কহিল, এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার হেতু আমাদের কএক জনকে অগ্রে পাঠাইয়া দেও; তাহারা আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিউক।

মূসা কি ঐ লোককে পাঠাইতে সম্মত হইল? হাঁ, কিন্তু সে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার অপেক্ষা করিল।

কিছু কাল পরে ঈশ্বর ঐ দেশ দেখিতে মূসাকে দ্বাদশ জন লোক প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে মূসা বারো জন ইস্রায়েল বংশীয়কে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা কিনান দেশের মধ্যে গিয়া নগরে২ ও পর্ব্বত সকলের উপরে বেড়াইয়া দেখিয়া আইস। তথায় অনেক লোকেরা বাস করে কি না? ও তাহারা কি প্রকার লোক? বলবান কি বলহীন? আর সেখানে অনেক বৃক্ষ ও তৃণ শস্যাদি আছে কি না? এবং কি রূপ ফলাদি জন্মায়, তাহা আমাদিগকে দেখাইবার জন্যে তোমরা কতক গুলীন ফল সঙ্গে করিয়া আনিও।

তখন ঐ বারো জন চর যাত্রা করিল। তাহারা পর্ব্বতের উপরে ও জলাশয়ের ধারে২ গমন করিয়া সুন্দর মনোরম্য বাগান দেখিতে পাইল; কোন২ মাঠে মেষ

পাল চরিতেছে, এবং কোন২ ক্ষেত্রে ফলযুক্ত বৃক্ষ ও শস্য জন্মিতেছে, এবং ঐ বৃক্ষেতে মৌমাছি সকল চাক বাঁধিয়াছে, তাহাহইতে মধু ভূমিতে পড়িতেছে; এই২ সকল দেখিয়া তাহারা বড় হর্ষযুক্ত হইল। কিন্তু তাহারা আরও দেখিল, যে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অনেক নগর আছে, সেখানকার লোকেরা অতিবলবান, এবং তাহাদের মধ্যে কএক জন অতি দীর্ঘাকার লোক আছে।

অপর চরেরা এক পুষ্করিণীর নিকটে আইল। তাহার ধারে এক উত্তম দ্রাক্ষালতা জন্মিল; তাহার এক ডা-লেতে বড় এক কাঁদি পক্ব দ্রাক্ষাফল দেখিয়া চরেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা ইহা লইয়া ভ্রাতাদিগকে দেখাই। সে কাঁদি এমত ভারী যে এক জনেতে তাহা বহিতে পারিল না, অতএব তাহারা একটা যষ্টির মধ্য-দেশে ঝুলাইয়া দুই জনে দুই দিক কাঁধে করিয়া লইল। আর২ মনুষ্যেরা ডুম্বুরাদি অনেক২ ফল কুড়াইয়া শি-বিরে লইয়া গেল।

ঐ চরেরা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত কিনান দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আইল।

তাহারা পুনরায় শিবিরে আসিলে সকলে ঐ সুন্দর দ্রাক্ষাফলের কাঁদি দেখিল। অরণ্যের মধ্যে সে রূপ ফল ছিল না। পরে চরেরা কহিল, কিনান দেশ অতি উত্তম বটে, ও তাহাতে দুগ্ধ ও মধু যথেষ্ট আছে; কিন্তু সেখানকার লোকেরা উচ্চ২ প্রাচীর গাঁথিয়া বড়২ নগরে বাস করে, এই প্রযুক্ত আমরা তাহার ভিতরে যাইতে পারিব না। তাহারা অতি বলবান ও দীর্ঘাকার লোক,

অতএব তাহাদের দৃষ্টিতে বোধ হয় আমরা ফড়িঙ্গের মত ছিলাম।

এই কথা শুনিয়া ইস্রায়েলেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর বচসা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। সকলে কহিল, হায় ২! আমরা সেখানে গেলে মারা পড়িব।

ইস্রায়েলদের ঐ রূপ বচসা করা বড় মন্দ, কেননা ঈশ্বর তাহাদিগকে কিনানে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অতএব একথায় বিশ্বাস করা তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল।

চরগণের মধ্যে যিহোশূয় ও কালেব্ নামক দুই জন বড় ভাল মানুষ ছিল। তাহারা লোকদিগকে ভয় দেখাইতে বাঞ্ছা করিল না; তাহাতে কালেব উঠিয়া কহিল, চল, আমরা ঐ দেশে যাই, কেননা আমরা তাহার নিবাসিদিগকে জয় করিতে পারিব। কিন্তু আর দশ জন কহিল, কিনানীয়েরা আমাদিগের অপেক্ষা বলবান, অতএব আমরা তাহাদিগকে পারিব না।

ঐ দশ জন চর অতি দুষ্ট মনুষ্য ছিল, কেননা তাহারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে অবিশ্বাস করিত।

ইস্রায়েলেরা কান্দিতে২ সমস্ত রাত্রি পোহাইল। তাহারা মূসা ও হারোণের প্রতি রাগত হইয়া কহিল, তোমাদিগকে ধিক ২! মিসর দেশে কিম্বা বনের মধ্যে আমাদের মৃত্যু হইলে ভাল হইত; কারণ কিনান বাসিরা খড়্গদ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিয়া অবশেষে আমাদের স্ত্রী পুত্রাদি সকলকে প্রাণে মারিবে।

ইস্রায়েলেরা সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরকে প্রার্থনা না করিয়া কেবল এই প্রকার গণ্ডগোল করিল. পশ্চাৎ তাহারা কহিল

চল, আমরা সকলে মিসরে ফিরিয়া যাই। কিন্তু মূসা আমাদিগকে পুনর্ব্বার মিসরে লইয়া যাইবে না, ইহা জানিয়া তাহারা এই পরামর্শ করিল, এইক্ষণে আমাদিগকে মিসরে পুনর্ব্বার লইয়া যাইতে আমরা আর এক জন প্রধান সেনাপতিকে মনোনীত করি।

মূসা ও হারোণ ইস্রায়েলদের এই রূপ দুষ্ট কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া ভূমিতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িল।

পরে যিহোশূয় ও কালেব দাঁড়াইয়া লোকদিগকে কহিল, আমরা দেখিয়াছি সে অতি উত্তম দেশ বটে। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রাখি তবে তিনি আমাদিগকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। কিন্তু কিনানবাসিরা ঈশ্বরের আশ্রয় পাইবে না; অতএব তাহাদিগকে ভয় করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

ইস্রায়েল বংশীয়েরা যিহোশূয় ও কালেবের কথা শুনা দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহাদের প্রতি প্রস্তর ফেলিয়া তাহাদিগকে প্রাণে নষ্ট করিতে উদ্যোগ করিল। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর আপন তাম্বুর উপরে তেজস্বীরূপে প্রকাশমান হইলেন, তাহাতেই লোকেরা জানিল যে তিনি রাগান্বিত হইয়াছেন।

মূসা ভূমিতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, আর কতকাল পর্য্যন্ত এই লোকেরা আমাকে বিরক্ত করিবে? আমি এক মড়কদ্বারা ইহাদিগকে নষ্ট করিব।

তখন মূসা লোকদের জন্যে ঈশ্বরের নিকটে এই রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল। হে প্রভো, তুমি ইহাদের পাপ

ক্ষমা কর। ইহাদের বড় দোষ বটে, কিন্তু তুমি দয়ার সাগর হইয়া ইহাদিগকে অনেক বার ক্ষমা করিয়াছ।

ঈশ্বর মূসার প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন, ভাল, আমি উহাদের পাপ ক্ষমা করিলাম; এক্ষণে উহাদিগকে প্রাণে নষ্ট করিব না, কিন্তু কিনান দেশেও যাইতে দিব না। উহারা সকলে চল্লিশ বৎসর বনবাসে থাকিয়া মরিবে, পরে উহাদের সন্তানাদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কিনানে যাইবে। উহাদের মধ্যে কেবল যিহোশূয় ও কালেব এই দুই জন কিনান দেশে যাইতে পারিবে, কারণ ইহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছে।

মূসা ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ঈশ্বরের ঐ কথা কহাতে তাহারা শুনিয়া অতি অসুখী হইয়া পুনর্ব্বার বচসা করিতে লাগিল।

অল্প কালের মধ্যে যিহোশূয় ও কালেব ব্যতিরেকে চর সকল পীড়িত হইয়া মরিল।

ইস্রায়েলেরা দুঃখিত হইয়া এই রূপ ভাবনাতে কাতর হইল, যে হায় ২ আমরা মনোরম্য কিনান দেশ দেখিতে না পাইয়া বনেতেই প্রাণ ত্যাগ করিব। কিন্তু তাহারা মৃত্যুর যোগ্যপাত্র ছিল বটে, কেননা তাহারা ঈশ্বরের কথায় প্রত্যয় করিত না

আমরা যাচ্ঞা করিলে ঈশ্বর আপন আত্মা দান করিয়া আমাদিগকে স্বর্গে লইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন; অতএব হে আমার প্রিয় শিশুরা, যদি তোমরা তাঁহার অঙ্গীকারে প্রত্যয় কর, তবে তাঁহার আত্মা পাইবার জন্যে প্রার্থনা করিও। কিন্তু যদি তোমরা স্বর্গের চিন্তা ছাড়িয়া ঈশ্বরের

আত্মা পাইবার হেতু তাঁহাকে প্রার্থনা না কর, তবে তিনি রাগত হইয়া তোমাদিগকে কহিবেন, তোমরা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবা না।

৩২ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

মূসা বারো জন চরকে কিনান দেশে কেন পাঠাইল ?
চরেরা ফিরিয়া আসিবার সময়ে কি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল ?
তাহারা কিনান দেশের বিষয়ে কি কহিল ?
তাহারা কিনানীয় লোকদের বিষয়ে কি কহিল ?
দুই জন ভাল চরের নাম কি ?
কিনানীয় লোকদিগকে ভয় করা ইস্রায়েলদের উচিত ছিল না কেন ?
মূসা লোকদের দুষ্ট বচসা শুনিয়া কি করিল ?
তখন ঈশ্বর তাহাকে কি কহিলেন ?
তিনি কি বলিলেন ছোট ছেল্যারাও বনের মধ্যে মরিবে ?
তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাহাকে কিনানে যাইতে দিবেন ?
ইস্রায়েলের সন্তানেরা কত বৎসর পরে কিনানে যাইবে ?

---

৩৩ পাঠ।

মূসা ও হারোণের পাপের বিষয়।

ইস্রায়েল বংশীয়েরা বনের মধ্যে অনেক বৎসর থাকিয়া স্থানে২ ভ্রমণ করিত। পরে যেখানে জল পাওয়া যায় না, এমন স্থানে তাহারা গিয়া পৌছিল।

সে সময়ে তাহারা কি পূর্ব্বমত পরস্পর গণ্ডগোল করিল, কিম্বা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল ?

তাহারা যখনং কোন দুঃখ পাইত, তখনই মূসা ও হারোণের প্রতি বিরক্ত হইত, এক্ষণেও সেই রূপ হইল।

ফলতঃ তাহারা কহিল, পূর্ব্বে আমাদের মৃত্যু হইলে ভাল হইত। তোমাদিগকে ধিক্! তোমরা কি নিমিত্তে আমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া বনের মধ্যে আনিলা? এখানে ডুম্বুর আঙ্গুর ইত্যাদি কোন প্রকার উত্তম ফল ও জল পাওয়া যায় না।

তাহাদিগকে আপন দুষ্টতাজন্য বনে বাস করিতে হইল, ইহা তাহাদের স্মরণ ছিল না। যদি তাহারা ঈশ্বরকে মানিত, তবে অনায়াসে কিনানে গিয়া প্রত্যেকে আপনং বৃক্ষ ছায়াতে বসিয়া ফলাদি খাইতে পাইত।

মূসা ও হারোণ লোকদের এইরূপ বচনা শুনিয়া তাম্বুর অগ্রে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যষ্টি হাতে লইয়া সকল লোকদের সাক্ষাতে পর্ব্বতের নিকটে গিয়া তাহাকে আজ্ঞা করিলে তাহাহইতে জল আসিবে, ইহাতে মনুষ্য ও পশু সকল যথেষ্ট পান করিয়া তৃপ্ত হইবে।

ইহা শুনিয়া মূসা যষ্টি হাতে লইয়া লোক সকলকে ডাকিয়া কহিল, আমরা যাহা করি তাহা তোমরা দেখ। পরে মূসা ও হারোণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ওরে বচসাকারিরা, তোমাদের জন্যে কি আমাদিগকে পাহাড়হইতে জল বাহির করিতে হইবে?

তখন মূসা যষ্টি হস্তে তুলিয়া দুইবার পর্ব্বতকে আঘাত করিল, তাহাতে পর্ব্বতহইতে স্রোত বহিয়া জল বাহির হইলে মনুষ্য ও পশু সকলে পান করিতে লাগিল।

হে শিশুগণ, তোমাদের কি এমত বোধ হয় যে মূসা পর্ব্বতকে মারিয়া ভাল কর্ম্ম করিল; ঈশ্বর তাহাকে পা-

হাতে আঘাত করিতে বলেন নাই, কেবল তাহাকে আজ্ঞা দিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু মূসা ও হারোণ ক্রোধান্বিত হইয়া পর্ব্বতকে মারিয়াছিল, তজ্জন্য ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

তোমাদের কি এমত বোধ হয় যে ঈশ্বর তন্নিমিত্তে তাহাদিগকে দণ্ড দিলেন? হাঁ, তিনি মূসা ও হারোণকে ভাল বাসিতেন বটে, অথাচ তাহারা কুকর্ম্ম করিলে তিনি অবশ্য তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। ঈশ্বর তাহাদের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন বটে, তথাপি তাহাদিগকে কিছু দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সে কি দণ্ড তাহা বলি শুন।

ঈশ্বর মূসা ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা আমাকে অপমান করিয়াছ, এই প্রযুক্ত কিনান দেশে যাইতে না পাইয়া এই বনেতেই মরিবা

হায়২ কি খেদজনক দণ্ড! দেখ, মূসা মনোরম্য কিনান দেশকে দেখিতে বড় ইচ্ছুক হইয়াও তাহাকে বনের মধ্যে মরিতে হইল। সে আপন দোষ মার্জ্জনা হেতু ঈশ্বরকে অনেক প্রার্থনা করিলেও তিনি সেই দণ্ড ক্ষমা করিলেন না, বরং কহিলেন, আমাকে এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিও না। তাহাতে মূসা নিশ্চয় জানিল, এই দণ্ড আমাকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে।

পৃথিবীর সকল মনুষ্যহইতে মূসা অতি ধৈর্য্যশীল ছিল। দেখ, ইস্রায়েলেরা তাহার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অনেকবার বচসা করিত, তথাপি সে কোন উত্তর করিত না, কিন্তু অবশেষে সে ক্রোধের বশীভূত হইল। ঈশ্বর

ক্রোধি লোকদিগকে ঘৃণা করেন। কেবল যীশু খ্রীষ্ট কখনো কাহার প্রতি ক্রোধ বাক্য বলিতেন না; তাঁহার ন্যায় যে আমরা ধৈর্য্য হই ঈশ্বরের এমত বাঞ্ছা।

হে আমার প্রিয় ছেল্যারা, তোমরা কি ক্রোধী নহ? তোমরা কি চড় ও ধাক্কা খাইয়া প্রতিহিংসা কর না? যদি কোন ছেল্যা তোমাদিগকে গালি দেয়, তবে কি তাহাকে গালি না দিয়া সহ্য করিতে পার? তোমরা যেন যীশুর সমান ধীর হও এই হেতু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর; তিনি তোমাদিগকে এমত স্বভাব দিতে পারেন।

মূসা স্বভাবতঃ বড় ধীর ছিল বটে, তথাপি সে এক বার ক্রোধের বশীভূত হইয়াছিল। তবে তাহাকে এরূপ দণ্ড করাতে কি ঈশ্বরের নির্দয়তা প্রকাশ হইল না? না! ঈশ্বর কখন নির্দয় হইতে পারেন না। কিন্তু মনুষ্যেরা অবাধ্য হইলে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য দণ্ড দেন, ইহা ইস্রায়েলদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তিনি আপনার প্রিয় সেবক মূসাকেও দণ্ড দিলেন।

পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হারোণের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে তিনি মূসাকে কহিলেন, তুমি ও হারোণ এবং হারোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিন জনে পর্ব্বতের উপরে যাও, তাহাতে সেখানে পৌঁছিয়া তুমি হারোণের বস্ত্রাদি লইয়া তাহার পুত্রকে পরাইবা, পরে হারোণ সেখানেই মরিবে। ঈশ্বর হারোণের পুত্রকে প্রধান যাজক পদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে আপন পিতার বস্ত্রাদি পরিতে অনুমতি দিলেন।

ঈশ্বরের এমত আজ্ঞা পাইয়া হারোণ প্রধান যাজকের

উত্তমং বস্ত্র পরিধান করিল; বিশেষতঃ ঐ নীলবর্ণ ও স্বর্ণ ঘুঙ্গুরযুক্ত লবেদা, ও তদুপরি এফোদ, ও দীপ্তিময় বুকপাটা এবং স্বর্ণমণ্ডিত মুকুট ইত্যাদি পরিয়া সে মূসাও আপন পুত্রের সহিত পর্ব্বতের উপরে উঠিল। তাহাদের গমন কালে সকল লোক দেখিতে লাগিল। হারোণ জানিত যে আমাকে পর্ব্বতহইতে আর নামিতে হইবে না, তত্রাপি সে ঈশ্বরকে মান্য করিয়া সুস্থির পূর্ব্বক আপন দোষের দণ্ড সহ্য করিল।

সকলে পর্ব্বতের উপরে পৌছিলে মূসা আপন ভ্রাতা হারোণের শরীরহইতে বস্ত্রাদি খুলিয়া তাহার পুত্রকে পরাইল। পরে সেইখানে হারোণের মৃত্যু হইল, তাহাতে মূসা ও হারোণের পুত্র তাহার মৃত দেহ পর্ব্বতের উপরে রাখিয়া একত্র নামিয়া আইল। তখন ইস্রায়েলেরা দেখিল যে হারোণ মরিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রধান যাজকপদে নিযুক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর হারোণের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহার আত্মাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। যদ্যপি হারোণ রাগান্বিত না হইত, তবে সে বাঁচিয়া কিনান দেশ শীঘ্র দেখিতে পাইত। মূসা জানিত যে আমাকেও শীঘ্র মরিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বর তাহার মৃত্যুর কিছু বিলম্ব করিলেন।

৩৩ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

লোকেরা জল খাইতে না পাইয়া কি করিল ?
জল পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর মূসাকে কি করিতে বলিলেন ?
মূসা পর্ব্বতকে কিছু না বলিয়া কি করিল ?
মূসা ও হারোণ লোকদিগকে কি বলিল ?
ঈশ্বর তাহাদিগকে কি দণ্ড দিতে স্থির করিলেন ?

মূসা প্রার্থনা করিলেও ঈশ্বর কি সেই দণ্ড ক্ষমা করিলেন না ?
সে কি স্বাভাবিক ক্রোধি মানুষ ছিল ?
কেহ ধৈর্য্যশীল লোকের প্রতি অন্যায় করিলে সে কি করে ?
হারোণ কি নিমিত্তে পর্ব্বতের উপরে গেল ?
তখন সে কি বস্ত্র পরিধান করিল ?
মূসা হারোণের বস্ত্র খুলিয়া কাহাকে পরাইল ?
হারোণের মৃত্যুর পরে কে মহাযাজক হইল ?

---

২৪ পাঠ

মূসাদ্বারা ঊর্দ্ধে পিত্তলের সর্প স্থাপন।

ইস্রায়েল বংশীয়েরা অনেক বৎসর বনেতে ভ্রমণ করিয়াছিল। কোন২ সময়ে তাহারা কিনান দেশের নিকটে পৌছিল, কিন্তু সে সময়ে মেঘ উঠিয়া অন্যদিগে যাওয়াতে তাহাদিগকে বনের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে হইল। তাহারা মনোরম্য কিনান দেশে যাইতে না পাইয়া বড় অসুখী হইল। যদি তাহারা দুষ্টাচরণ না করিত, তবে শীঘ্র কিনান দেশে যাইতে পাইত; কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের দণ্ডের নিমিত্তে সেই দেশে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

তাহারা ঐ দণ্ড কি রূপে সহ্য করিল? তোমরা জান যে তাহারা সর্ব্বদা গণ্ডগোল করিত, এবং ঈশ্বরের ও মূসার বিরুদ্ধে কথা বলিত; যথা, আমাদিগকে কি নিমিত্তে মিসরের বাহিরে আনিয়াছ? আমরা এই বনেতেই মরিব, কেননা এখানে রুটী কিম্বা জল কিছুই নাই; আর আমরা এই মান্না নিত্য২ খাইতে চাহি না।

মান্না কি উত্তম খাদ্য ছিল না? হাঁ, সে শাদা ও পরি-

স্বার ও মধুর মত মিষ্ট অথচ স্বর্গীয় দূতগণের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ছিল, এবং শস্যের মত ভূমিতে না জন্মিয়া স্বর্গহইতে আসিত; তথাপি সেই অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েলেরা মান্না খাইতে ক্লেশ বোধ করিয়া ঘৃণা করিত।

ঈশ্বর এবার তাহাদিগকে বড় ভয়ানক দণ্ড করিলেন। তোমরা জান যে ঐ বনের মধ্যে ভয়ানক সর্প ও বিছা ইত্যাদি অনেক২ হিংস্রক জন্তু থাকিলেও ঈশ্বর ইস্রায়েলদিগকে তাহাদের দংশনহইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে দংশন করিতে বড় বিষাল সর্প পাঠাইয়া দিলেন। সে সর্প মানুষকে



কামড়াইলে অগ্নির মত জ্বালা করিত। ঐ সর্প সকল তাহাদের তাম্বুতে সাঁধাইল, তাহাতে ইস্রায়েলেরা কোন মতে তাহাদিগকে এড়াইতে পারিল না। তাহারা যেখানে২ যাইত সর্প তাহাদের পশ্চাৎ২ গিয়া তাহাদিগকে দংশন করিত।

এইরূপে অনেক ইস্রায়েলেরা ঐ সর্পদ্বারা দংশিত

হইয়া অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া মরিল। কোন ঔষধাদিদ্বারা এই সর্প দংশনের প্রতিকার হইত না, তাহাতে যত লোককে কামড়াইল সকলেই মারা পড়িল।

ইস্রায়েলেরা ইহা দেখিয়া মূসার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা ঈশ্বরের ও আপনার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া বড় পাপ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে সর্পের উপদ্রবহইতে মুক্ত করিতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন; কেননা সর্প সকল আমাদের প্রত্যেকের তাম্বুর ভিতরে সাঁধাইয়াছে।

মূসা কি তাহাদের জন্যে আরবার ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিল? কি এই কথা কহিল, তোমরা আপন২ কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি পাইলা, আমি আর তোমাদের সাহায্য করিব না? মূসা এমত কথা না কহিয়া দয়াবান ও ক্ষমাশীল হইয়া লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিল।

ঈশ্বর মূসার প্রার্থনা শুনিয়া দংশিত লোকদের প্রতিকারের উপায় মূসাকে জানাইয়া দিলেন। ঈশ্বর মূসাকে কি করিতে কহিলেন? তিনি দংশিত স্থানে কোন ঔষধ কিম্বা মলম্ দিতে অনুমতি না দিয়া মূসাকে কহিলেন, তুমি একটা পিত্তলের সর্প গড়িয়া খুঁটির অগ্রে বাঁধিয়া সকল লোকদের সাক্ষাতে ঊর্দ্ধে উঠাও, তাহাতে দংশিত ব্যক্তিরা তাহা দেখিবামাত্রেই আরাম হইবে।

এরূপ প্রতিকারে তোমাদের কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না?

মূসা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিছু পিত্তল গলাইয়া সেই দংশনকারি সর্পের মত এক সর্পের মূর্ত্তি গড়িল, পরে তাহা খুঁটির অগ্রে বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইয়া

সকল দংশিত ব্যক্তিদিগকে আরাম হইবার নিমিত্তে তাহার প্রতি তাকাইতে আজ্ঞা করিল।



তখন যে লোকেরা দংশিত ছিল, তাহারা পিত্তলের সর্পের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; তাহাতে তাহাদের সকল ক্লেশ ও ব্যথা দূরে গেলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সর্পাঘাতে পীড়িত ব্যক্তিরা কি সকলেই ঐ পিত্তলের সর্পের প্রতি তাকাইল? তাহা আমি নিশ্চয় জানি না? কি জানি, কেহ২ এমত বলিয়া থাকিবে, ঐ গঠিত সর্পের

প্রতি তাকাইলে কি প্রকারে আমরা প্রতিকার পাইব। যাহারা এমত কথা কহিল তাহারা অবশ্য মারা পড়িল।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, এক সর্প আমাদিগকেও বিশেষতঃ আমাদের আত্মাকে দংশন করিয়াছে, ইহা কি তোমরা জান? আমি কোন্ সর্পের কথা কহিতেছি? সে শয়তান রূপ বৃদ্ধ সর্প। সেই আমাদের আত্মাকে দংশন করিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের স্বভাবকে দুষ্ট করিয়াছে। তোমরা শুনিয়া থাকিবা আদম ও হবা যখন এদন বাগানে বাস করিত, তখন শয়তান সর্প বেশ ধরিয়া তাহাদিগকে দুরাচারি করিয়াছিল। আমিরাও সেই আদম ও হবার বংশ হওয়াতে দুরাচারী হইয়াছি। কে আমাদের আত্মাকে ঐ দংশনহইতে প্রতিকার করিতে পারে? কেননা যদি আমরা ভাল না হই তবে আমাদের আত্মা পাপে মগ্ন হইয়া মরিবে।

যীশু আপন আত্মা আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইয়া আমাদিগকে আরাম অর্থাৎ পবিত্র করিতে পারেন।

যেরূপ পিত্তলের সর্প এক খুঁটির উপরে ছিল, তদ্রূপ যীশুও ক্রুশের উপরে টাঙ্গান ছিলেন। এক্ষণে যীশুর প্রতি তাকাইয়া দেখিতে হইবে। যীশুর প্রতি তাকাইবার অর্থ কি? আমরা স্বচক্ষে যীশুকে ক্রুশেতে টাঙ্গান দেখিলেও তাহাতে আমাদের কিছু লাভ হইত না; কেননা অনেক দুষ্ট লোকেরা যীশুর মরণের সময়ে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু পরামনন করিল না। তাঁহার প্রতি দেখার অর্থ এই, তাঁহার বিষয় ভাবনা করা ও তাঁহাকে ভাল বাসা। হে শিশুরা, যীশু আমাদের জন্যে মরিয়াছেন,

এরূপ ভাবনা যখন তোমাদের মনের মধ্যে উদয় হয়, এবং তজ্জন্যে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মে, তখন তোমরা আপনাং আত্মাদ্বারা তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখ।

হে আমারি প্রিয় শিশুগণ, আমি ভরসা করি যে তোমরা সকলে যীশুকে চিন্তা করিবা; তাহাতে ঈশ্বর তোমাদিগকে পবিত্র করিবার হেতু আপন পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তঃকরণে প্রেরণ করিবেন, ও নিত্যং স্বর্গে বাস করিতে দিবেন।

৩৪ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

ঈশ্বর ইস্রায়েলদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করাইলে তাহারা কি করিল?

তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্তে কোন্ সর্প প্রেরণ করিলেন?

ঈশ্বর মূষাকে কি করিতে আজ্ঞা করিলেন?

আমাদের আত্মা কিসে ভ্রষ্ট হইয়াছিল?

শয়তান কোন্ সময় অবধি মনুষ্যদের আত্মাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে?

আমাদের আত্মাকে বাঁচাইবার নিমিত্তে কাহার প্রতি তাকাইতে হইবে?

আমরা কি চর্ম্ম চক্ষুদ্বারা যীশুর প্রতি দৃষ্টি করিব?

তবে যীশুর প্রতি দৃষ্টি করণের অর্থ কি?

---

৩৫ পাঠ।

মূসার মৃত্যুর বিষয়।

মূসার মৃত্যু সময় সন্নিকট হইল। ইস্রায়েলেরা শীঘ্র কিনান দেশে যাইবে, কিন্তু মূসা তাহাদের সহিত যাইতে পারিল না।

মূসা অরণ্যে বাস করিবার সময়ে কতক গুলিন পুস্তককে লিখিয়াছিল, এক্ষণে সে সকল প্রায় সাঙ্গ হইল। ঐ পুস্তকে কি২ বিষয় লেখা ছিল, তাহা কি তোমরা শুনিতে বাঞ্ছা কর? তবে তাহা বলি শুন।

মূসা ঐ পুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রকরণ, ও আদমের ফল খাওনের বিবরণ, ও কাবিলদ্বারা হাবিলের হত্যার বিষয়, ও নোয়া, ইব্রাহীম, ইস্‌হাক, ও য়াকূবের বিবরণ, এবং যূষফের ও তাহার দুষ্ট ভ্রাতাগণের কথা, আর আপনি শিশুকালে কি প্রকারে জলহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, ও মিসর দেশে দশ প্রকার উৎপাত, এবং ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, ও তাম্বুনির্ম্মাণের বিধি, ও আপনার পাপের বিষয়, ইত্যাদি ঐ পাঁচখান পুস্তকের মধ্যে লিখিল। মূসার রচিত ঐ গ্রন্থ সকল আমরা ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগে আজি পর্য্যন্ত পড়িতে পারি।

জগতের সৃষ্টিকালে মূসা জন্মে নাই, তবে সে কি প্রকারে তাহার বিবরণ লিখিতে পারিল? তাহাকে কি কোন মনুষ্য বলিয়াছিল? না। ঈশ্বর যখন জগতের সৃষ্টি করিলেন, তখন কেহ জন্মে নাই, সুতরাং কোন মনুষ্য তাহা দেখে নাই, কিন্তু ঈশ্বর আপনি মূসাকে কহিলেন।

মূসার লিখিবার সময়ে ঈশ্বর আপন পবিত্র আত্মাদ্বারা তাহার মনে বুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন, তাহাতে কি লেখা কর্ত্তব্য তাহা সে সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারিল।

তোমরা যে প্রকার পুস্তক পড়িতেছ মূসা এই রূপ পুস্তককে লিখিত না; বরং দোকানে কাপড় যেমন জড়ান থাকে সেই মত তাহার কাগজ ছিল। ঐ পাঁচ খান পুস্তক

লিখিত হইলে মূসার আদিপুস্তক যাত্রাপুস্তক ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হইল। মূসা সেই সকল পুস্তক লিখিয়া যাজকদিগকে অতিসাবধান পূর্ব্বক রাখিতে আদেশ করিয়া কহিল, তোমরা এই পুস্তক সকলকে ছেল্যা ও স্ত্রী ও পুরুষ তাবতের নিকটে পাঠ করিবা, যেন তাহারা ঈশ্বরের অভিমতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে।

মূসা জানিত, ইস্রায়েলদিগের নিকটহইতে আমাকে শীঘ্র যাইতে হইবে, তজ্জন্যে সে আপনার মৃত্যুর অগ্রে ঐ পুস্তক সকল কোন ভাল লোকের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল। ইস্রায়েলেরা মূসার প্রতি এত কুব্যবহার করিলেও সে তাহাদিগকে ভাল বাসিত; অতএব সে তাহাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে যাচ্ঞা করিল, তাহাতে তিনি তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন, তোমার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলদের রক্ষার্থে আমি অন্য এক ব্যক্তিকে স্থির করিয়াছি।

সে কোন্ মনুষ্য, তোমরা কি তাহা জান? তাহার নাম যিহোশূয়। সে চরগণের মধ্যে এক জন, এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সে মূসার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিল। মূসা ঐ অবসরে তাহাকে অনেক প্রকার জ্ঞান প্রদান করিয়াছিল; অতএব তাহার মরণানন্তর যিহোশূয় ইস্রায়েলদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে ইহা শুনিয়া মূসা বড় সন্তুষ্ট হইল।

পরে মূসা যিহোশূয়কে ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাকে ইস্রায়েলদিগকে কিনানদেশে লইয়া যাইবার ভার দিবেন; তাহাতে তুমি সাহসিক হও, কেননা তোমাকে তথাকার দুষ্ট লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ভয় করিও না কারণ ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করিবেন. ও

সর্ব্বদা তোমার সহিত থাকিবেন। তিনি কখন তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

মূসা মরিবার পূর্ব্বে ইস্রায়েলদিগকে সদুপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহিল, আজি আমার ১২০ বৎসর বয়স সমাপন হইল; এক্ষণে আমার মরণ সন্নিকট হইতেছে। আমি ঈশ্বরের নিকটে পাপ করিয়াছি, তজ্জন্যে কিনান দেশে যাইতে পারিলাম না; কিন্তু যিহোশূয় তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবে। তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে সচেষ্ট হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা প্রতিমাপূজা কর, কিম্বা দুষ্টাচারী হও, তবে তিনি তোমাদিগকে অবশ্য দণ্ড দিবেন।

ঈশ্বর মূসাকে বলিয়াছিলেন, তুমি ইস্রায়েলদিগকে এক গান শিক্ষা করাও, তাহাতে তোমার মৃত্যুর পরে তাহারা ঐ গান নিত্যং গাইয়া আমার কর্ম্ম সকল স্মরণে রাখিবে।

হে আমার প্রিয় শিশুগণ, তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ে উত্তমং গান শিখিয়া থাকিবা। তোমাদিগকে ঐ গান কি নিমিত্তে বারং পাঠ করান যায়, তাহা কি তোমরা জান? কেবল ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভক্তি জন্মাইবার নিমিত্তে। কোনং ভাল শিশুরা প্রাতঃকালে জাগিবামাত্র ঐ গান সকল মুখেং আওড়ায়।

মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া ঐ রূপ ধর্ম্মগীত ইস্রায়েলদিগকে শিখাইল, পরে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একেবারে বিদায় হইল।

তখন ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি ঐ উচ্চ পর্ব্বতের

উপরে একাকী যাও। তুমি মনোরম্য কিনান দেশে যাইতে পাইবা না, কিন্তু ঐ স্থানহইতে তাহা দেখিবা।

মূসা কিনানে যাইতে না পাইয়াও তাহা দেখিবার আশয়ে তুষ্ট হইয়া একাকী পর্ব্বতের উপরে গেল। সে অতিবৃদ্ধ হইয়াও দুর্ব্বল ছিল না, ফলতঃ যুবা কালে যে রূপ বেড়াইত ও চক্ষে ভাল দেখিত তদ্রূপ বৃদ্ধকালেও দেখিতে পাইত। তাহার চক্ষে ঝাপসা বোধ হইত না, তাহাতে সে লেখা পড়া করিত ও দূরের বস্তু দেখিতে পাইত; সুতরাং ঈশ্বর তাহাকে দুর্ব্বল কিম্বা অন্ধ হইতে দিলেন না।

আমার বোধ হয় ইস্রায়েলেরা মূসাকে একাকী পর্ব্বতের উপরে যাইতে দেখিয়া বড় খেদিত হইল, কারণ তাহারা জানিতে পারিল যে আমরা তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। আমি ভরসা করি তাহারা যে তাহাকে পর্ব্বতের ধারে এমত বিরক্ত করিয়াছিল ও তাহার প্রতি বারং কুব্যবহার করিত, ইহা মনে করিয়া তাহারা বড় খেদিত হইল। আহা! মূসা তাহাদের কেমন দয়ালু বন্ধু ছিল।

মূসা পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দূরহইতে কিনান দেশের অধিকাংশ দেখিতে পাইল। ইস্রায়েলেরা ঐ মনোরম্য দেশে বাস করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়া মূসা সন্তুষ্ট হইল।

মূসা ঐ পর্ব্বতের উপরহইতে কিনান দেশ দেখিয়া মরিল। তাহার মরণ কালের বাক্য শুনিতে ও কবরের বস্ত্র পরাইতে এবং মক্ষিকাধারা তাহার শরীর ঢাকিতে ভাই বন্ধু কেহই তাহার নিকটে ছিল না।

তবে কি ঈশ্বর মূসার শরীর পশু পক্ষিদিগকে খাইতে দিলেন? না। ঈশ্বর আপনি মূসার দেহ সেই পর্ব্বতের কোন গুপ্তস্থানে কবর দেওয়াইলেন।

যে দূতগণ মূসার আত্মাকে স্বর্গে লইয়া গেল কেবল তাহারাই তাহার কবরস্থান জানিত।

শেষদিনে তুরী বাজিলে মূসা সেই গুপ্ত কবরহইতে উঠিয়া আকাশের তারাসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।

এই রূপে মূসার মৃত্যু হইল। ঈশ্বর মনুষ্যদের মধ্যে কেবল তাহারই সহিত বন্ধুভাবে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া কথা-বার্ত্তা করিতেন।

মূসার বিষয় তোমাদিগকে আর কহিব না। তোমরা স্বর্গে গমন করিলে তাহাকে দেখিতে পাইবা। তোমাদের স্মরণ থাকিবে, সে মিসর দেশের রাজা হইতে পারিত, কেননা ফিরৌণ রাজার কন্যা তাহাকে জলহইতে বাঁচাইয়া আপন পোষ্য পুত্ররূপে প্রতিপালন করিয়াছিল। কিন্তু মূসা দীনহীন ইস্রায়েল বংশীয়দের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়া মিসরের রাজা হইতে চাহিল না।

মূসা আপনি ধনী ও মান্য হইতে না চাহিয়া দুঃখি ইস্রায়েল বংশীয়দের সাহায্য করিতে মনস্থ করিল; ইহাতে তোমরা কি বোধ কর, সে ভাল করিয়াছিল?

দেখ, ঈশ্বর মূসাকে ভাল বাসিতেন, এবং তাহাকে আপন বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গে লইলেন।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, আমি ভরসা করি যে তোমরাও মূসার মত হইয়া দীনহীন লোকদিগকে সাহায্য করিবা, ও তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিষয় শিখাইবা। যীশু

খ্রীষ্ট তোমাদেরই প্রতি কেমন দয়ালু ইহা বিবেচনা কর; আমরা যেন ঈশ্বরকে জানিয়া পরিত্রাণ পাই, এই জন্যে তিনি স্বর্গের সুখ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আইলেন।

৩৫ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

মূসা পাঁচ পুস্তকের মধ্যে কি ২ বিষয় লিখিয়াছিল?
সে ঐ সকল বিষয় কেমন করিয়া জানিল?
মূসা ঐ পুস্তক ইস্রায়েলদের নিকটে পাঠ করিতে কাহাকে কহিল?
সে আপন কর্ম্মের ভার কাহার নিকটে সমর্পণ করিয়া গেল?
ঈশ্বর কি নিমিত্তে মূসাকে পর্ব্বতের উপরে যাইতে বলিলেন?
কে মূসাকে কবর দিল?
ঈশ্বর মূসার সহিত কিরূপে কথাবার্ত্তা করিতেন?
তোমরা মূসার মত হইলে কি রূপ ব্যবহার করিবা

---

৩৬ পাঠ।

যিহোশূয় ইস্রায়েলদের অধ্যক্ষ।

ইস্রায়েলেরা কিনান দেশের নিকটে পৌঁছিয়া মূসার মৃত্যুর জন্যে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু মূসার পরিবর্ত্তে যিহোশূয় এইক্ষণে তাহাদের অধ্যক্ষ হইল। ইহার পরে তাহাদের যে২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা যিহোশূয় তাহাদিগকে বলিয়া দিত। ঈশ্বর যিহোশূয়ের সঙ্গে কথা কহিতেন, এবং সে ঈশ্বরের বাক্য লোকদিগকে জানাইত।

ইস্রায়েলদিগকে শীঘ্র যুদ্ধ করিতে হইল। তাহারা কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে? কিনান বাসি দুষ্ট লোকদিগের সহিত। ঈশ্বর তাহাদের দুষ্টাচার প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড করিতে

এবং তাহাদের দেশ ইস্রায়েলদিগকে দান করিতে মানস করিলেন।

কিনান দেশ এবং ঐ বনের মধ্যে এক বৃহৎ নদী ছিল, ঐ নদী পার না হইলে কিনান দেশে যাইতে পারিত না। তাহারা অন্য পারহইতে কিনানের ঘাসবিশিষ্ট পাহাড় সকল এবং উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক বড় নগর দেখিতে পাইল। সেই নগরের নাম যিরীহো, তথায় অনেক দুষ্ট লোক বসতি করিত। ইস্রায়েলেরা জানিত যে আমাদিগকে ঐ নগরবাসিদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

যিহোশূয় দুই জন চরকে ঐ নগরের অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া কহিল, তোমরা নগরের ভিতরে গিয়া দেখ, সে কেমন স্থান, ও তথায় কি প্রকার মনুষ্য থাকে; পরে আসিয়া আমাকে সংবাদ দেও।

যিরীহোবাসিরা পাছে ঐ দুই জন চরকে হত্যা করে এই জন্যে যিহোশূয় তাহাদিগকে গোপনে যাইতে কহিল, তাহাতে নদীর যেখানে গভীর জল ছিল না সেই খান দিয়া চরেরা হাঁটিয়া পার হইল।

সন্ধ্যা হইলেই যিরীহো নগরের দ্বার বন্ধ হইত, সেই হেতু চরেরা কিঞ্চিৎ বেলা থাকিতে তথায় পৌছিয়া রাহব নামে এক শরাইকর্ত্রীর আলয়ে গেল। সেই শরাই নগরের প্রাচীরের নিকটে ছিল।

চরেরা মনে করিল, কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু নগরবাসি এক জন তাহাদিগকে দেখিয়া রাজার নিকটে সমাচার দিল, যে দুই জন ইস্রায়েল লোক আসিয়া রাহবের শরাইতে আছে।

যিরীহোর রাজা জানিত, যে ইস্রায়েলেরা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, অতএব সে ঐ চরকে নষ্ট করিতে স্থির করিয়া রাহবের বাটীহইতে তাহাদিগকে আনাইতে কএক জন লোককে পাঠাইল।

তখন চরেরা কি করিল, বা কোন্ স্থানে গেল? ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি রাহবের মনে দয়া উদয় করাইলেন। রাজার লোকেরা আসিবার পূর্ব্বে রাহব চরগণকে আপনার বাটীর ছাতে লইয়া গিয়া কতক গুলিন পাট তাহাদের উপরে চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল।

যিরীহো রাজার প্রেরিত লোকেরা চরগণকে রাহবের বাটীতে না পাইয়া নগরের বাহিরে পর্ব্বতের মধ্যে ও নদীর তীরেতে অন্বেষণ করিতে গেল। পরে রাজার লোক সকল বিদায় হইলে চরেরা পাটরাশিহইতে বাহির হইল, তাহাতে রাহব তাহাদের সহিত কথা কহিবার নিমিত্তে উপরে উঠিল। সে সময়ে অন্ধকার থাকাতে কেহ কাহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না।

রাহব প্রতিমাপূজা করিতে শিক্ষা পাইয়াছিল,* কিন্তু এক্ষণে তাহা অবজ্ঞা করিয়া সে সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিল। তাহার এই ভয় মনে ছিল, যে ইস্রায়েলেরা যিরীহো বাসিদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে আমাকে সপরিবারে নষ্ট করিবে। অতএব সে চরদের নিকটে এই নিবেদন করিল, আমি বিলক্ষণ জানিতেছি যে ঈশ্বর তোমাদিগকে কিনান দেশ অধিকার করিতে দিবেন; ও তোমরা কিনানীয়তাবৎ লোককে নষ্ট করিবা, এই জন্য

সকলের মনে আছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে লাল সমুদ্র পার হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা শুনিয়াছি; অতএব তোমাদেরই ঈশ্বর সত্য। এক্ষণে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, আমি যেরূপ তোমাদের প্রতি দয়াবান্ হইয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ দয়ালু হইয়া আমাকে ও আমার পিতা মাতা ভগিনী ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবা।

তোমাদের কি বোধ হয়, যে চরেরা রাহব ও তাহার পরিবারকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিল? হাঁ করিল। রাহব দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে গোপনে রাখাতে ও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাতে চরেরা তাহাকে ও তাহার আত্মীয় সকলকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

রাহব তাহাদের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বড় সন্তুষ্টা হইল। পরে চরেরা তাহাকে শক্ত করিয়া বলিল, তুমি যদি আমাদের আসিবার কথা কাহাকে না বল, তবে আমরা তোমার ও তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী সকলের প্রাণ অবশ্য বাঁচাইব।

পরে চরেরা যেন নগরহইতে পলায়ন করে রাহব তাহাদের এমত সাহায্য করিল। তাহারা কি ফটক দিয়া বাহির হইতে পারিত? না, কেননা রাত্রি প্রযুক্ত সে দ্বার বন্ধ ছিল। তাহারা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেই ধরা পড়িয়া নষ্ট হইত, কিন্তু রাহব তাহাদিগকে একটা পথ দেখাইয়া দিল।

রাহবের বাটী যিরীহো নগরের প্রাচীরের নিকটে থাকাতে তাহার একটা জানালা ঐ নগরের প্রান্তভাগে ছিল। সে জানালা অতি উচ্চ, কিন্তু রাহব তাহাতে এক

গাছা লম্বা লাল দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে চরেরা একে২ ঐ দড়ি ধরিয়া নামিল।

চরেরা প্রাচীরের বাহিরে নীচে দাঁড়াইয়া রাহবকে কহিল, ওগো, তুমি আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীদিগকে আনাইয়া বাটীতে রাখ; এবং এই দড়ি জানালায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেও, তাহাতে ইস্রায়েলেরা এই নগরের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া ইহা দেখিলে এ বাটীর লোককে কখন বধ করিবে না। কিন্তু সে সময়ে যদি তোমরা এই ঘরহইতে বাহির হও, তবে নষ্ট হইবা। আর আমরা যে এখানে আসিয়াছিলাম, তুমি একথা কাহাকে না কহিয়া গোপনে রাখিবা।

ইহা বলিয়া চরেরা প্রস্থান করিল; কিন্তু যিরীহোবাসিরা আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্তে নদীর দিগে চাহিয়া আছে, এই ভয়ে তাহারা তিন দিবস পর্য্যন্ত পর্ব্বতের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পরে তাহারা যিহোশূয়ের নিকটে ফিরিয়া গিয়া এই সকল ঘটনার বিবরণ কহিল।

যিরীহোবাসিরা ভীত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া যিহোশূয় নিশ্চয় জানিল যে ঈশ্বর আমাদিগকে কিনান দেশ জয় করিতে সাহায্য করিবেন।

চরেরা যিহোশূয়কে বলিল, রাহবের বাটীর জানালাতে এক গাছা রাঙ্গা দড়ি বান্ধা আছে, তাহা দেখিয়া আপনি চিনিতে পারিবেন।

তাহাতে যিহোশূয় তাবৎ লোককে বলিল, সাবধান, তোমরা ঐ বাটীর এক প্রাণিকেও বধ করিও না।

হে শিশুরা, তোমাদের কি এমত বোধ হয়, যে রাহব

জানালায় দড়ি বাঁধিতে ভুলিয়াছিল? না, সে ভুলে নাই, বরং সেই রজ্জু বাঁধিয়া শরাইতে আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী সকলকে আনাইল; কিন্তু চরদের বিষয় যিরীহোবাসি দুষ্ট লোকদিগকে সে কিছু কহিল না, তাহাতে কি নিমিত্তে জানালায় রাঙ্গা দড়ি বাঁধিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

ভাল, তোমরা কি মনে কর যে রাহব তাহা করিয়া ভীতা হইল? না; সে চরদের কথায় নির্ভর দিয়া প্রত্যয় করিল যে তাহারা ঐ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। দেখ, যখন যিরীহোবাসি লোক সকল নষ্ট হইবে, তখন আমি সপরিবারে রক্ষা পাইব, ইহা বিশ্বাস করিয়া রাহব ঈশ্বরকে অবশ্য ধন্যবাদ করিল।

হে প্রিয় শিশুগণ, যে দিবসে তাবৎ দুষ্ট লোকেরা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এমত দিবস শীঘ্র আসিবে। তোমরা বিচার দিনের কথা শুনিয়া থাকিবা। তোমরা কি এমত ভরসা কর না, যে ঈশ্বর সে দিবসে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? তবে রাহবের মত কর্ম্ম কর, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে আপনাদের রক্ষার্থে প্রার্থনা কর, কেননা তোমরা যাচ্ঞা করিলে তিনি অবশ্য রক্ষা করিবেন। যদি ঈশ্বরকে সত্য রূপে ভয় কর, তবে যাহাতে তিনি রাগান্বিত হন এমত দুষ্কর্ম্ম করিও না, বরং সৎকর্ম্ম করিতে ও যীশুর অনুরোধে পাপের মার্জ্জনা পাইতে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের নিবেদন শুনিয়া বিচারদিনে আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তোমাদিগকে দুঃখ পাইতে দিবেন না।

৩৬ পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

মুসার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলদের কর্ত্তা কে হইল?
ইস্রায়েলেরা নদীর ওপারে কোন্ নগরকে দেখিতে পাইল?
যিহোশূয় দুই জন চরকে সেই নগরে কি নিমিত্তে পাঠাইল?
তাহারা কাহার ঘরে গিয়া রহিল?
কে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে আইল?
রাহব চরদিগকে কোন্ স্থানে লুকাইল?
সে তাহাদের নিকটে কি নিবেদন করিল?
কেমন করিয়া চরেরা নগরের বাহিরে আইল?
তাহারা কি জন্যে রাহবকে লাল দড়ি জানালায় বাঁধিতে বলিল
ঈশ্বর কোন্ দিনে ত্বরায় দুষ্ট লোককে নষ্ট করিবেন।

---

৩৭ পাঠ।

যিহোশূয়দ্বারা ইস্রায়েলদের নদী পার হওন।

ইস্রায়েল লোকেরা এক্ষণে কিনান দেশের নিকটে ছিল, কিন্তু অরণ্য ও কিনানের মধ্য দিয়া যর্দ্দন নামে এক গভীর নদী বহিত। তাহা ইস্রায়েলেরা কি রূপে পার হইবে? তাহারা কি নৌকায় যাইতে পারিবে? না, এত লোককে পার করিতে নৌকা গড়িবার কাষ্ঠ কোথায় পাওয়া যাইবে?

তাহারা কি সেতু বাঁধিয়া পার হইতে পারিত? না। সেতু বাঁধিবার সময়ে ইস্রায়েলদের প্রতি কিনানবাসিরা তীর মারিত। তাহারা কি সাঁতার দিয়া পার হইত? না।

স্ত্রীলোক ও বালকেরা কিরূপে সাঁতার দিতে পারিবে? আর তাম্বু সকলই বা কিরূপে লইয়া যাইবে?

ঈশ্বরই ইস্রায়েলদিগকে নদী পার হইতে সাহায্য করিলেন। তিনি যিহোশূয়কে কি করিতে কহিলেন, তাহা শুন।

যিহোশূয় অতি প্রাতে উঠিয়া সকল লোককে ডাকাইয়া কহিল, যাজকেরা যেখানে সাক্ষ্য সিন্দুককে লইয়া গমন করে, তাহা দেখিয়া তোমরা তাঁহাদের পশ্চাৎ২ যাও, কিন্তু অতি নিকটে গমন করিও না।

পরে যিহোশূয় যাজকদিগকে ঐ সিন্দুক লইয়া অগ্রে যাইতে কহিল। যাজকেরা শাদা কাপড় পরিয়া ও জুতা খুলিয়া যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে ঐ নীল কাপড়ে জড়ান সিন্দুক লইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইল।

তখন যিহোশূয় তাহাদিগকে সেইস্থানে দাঁড়াইতে কহিয়া ইস্রায়েলদিগকে বলিল, তোমরা এখন ঈশ্বরের এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখ, যাজকেরা জলে পা দিবামাত্র নদীর মধ্যে শুষ্ক পথ হইবে।

ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদের সামগ্রী সকল লইয়া যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইয়া যাজকদের প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন যিহোশূয় যাজকদিগকে জলে নামিতে বলিল।

যাজকেরা জল ছুঁইবা মাত্র আগামি জল স্থগিত হইয়া এক পার্শ্বে প্রাচীরের মত উচ্চ হইয়া রহিল, ও স্রোতের জল সর্ব্বাংশ বহিয়া গেলে শুষ্ক পথ হইল; তাহাতে যাজকেরা নদীর মধ্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইলে যিহোশূয় সকল লোককে যর্দ্দন নদী পার হইতে কহিল।

লোক সকলের পার হওন সময়ে যাজকেরা নদীর

মধ্যস্থলে স্থিরৰূপে দাঁড়াইয়া রহিল। অপর সকলে কিনান দেশে গিয়া উঠিল, কেবল যিহোশূয়ের ইচ্ছামতে বারো জন মনুষ্য সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, দেখ, যাজকেরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, সেখানে তোমরা বারোখান পাথর পাইবা; তাহা তুলিয়া লইয়া কিনানে চল।

এই কথাতে ঐ বারো জন প্রত্যেকে এক২ খান পাথর কাঁধে লইয়া অন্য পারে শুষ্ক পথ দিয়া চলিল।

পরে যিহোশূয় ঐ প্রস্তর গুলা কিনান দেশে নদীর ধারে রাখিতে আজ্ঞা করিল। কি নিমিত্তে পাথর গুলা ঐ স্থানে রাখিতে কহিল, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার? যর্দ্দন নদীতে আশ্চর্য্য রূপে শুষ্ক পথ করা গিয়াছে, কেবল ইহাই স্মরণে রাখিবার নিমিত্তে সে ঐ আজ্ঞা করিল। ঈশ্বর জানিতেন যে বহু দিবস গত বালকগণ সেই বারোখান পাথর দেখিয়া আপন২ পিতাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিবে, এই প্রস্তর সকল পূর্ব্বে জলের নীচে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে নদীর মধ্য দিয়া পথ করিলেন, তাহাতে তাঁহার দয়া স্মরণ করণার্থে আমরা এই পাথর সকল এস্থলে রাখিয়াছি।

ছেল্যারা কোন দ্রব্য দেখিয়া তাহার মর্ম্ম জানিতে চাহিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, এবং তিনি এমত ইচ্ছা করেন যেন তাহারা আমার আশ্চর্য্য কর্ম্মের ও সদ্গুণের বিষয়ে জ্ঞান পায়।

যে সময়ে ঐ বার জন পাথর লইয়া পার হইতেছিল সেই সময়ে যাজকেরা নদীর মধ্যস্থানে স্থিররূপে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু তাহারা ডেঙ্গায় উঠিলে পর যিহোশূয় যাজ-

কগণকে আসিতে কহিল, তাহাতে তাহারাও পার হইয়া আইলে নদীর জল গড়াইয়া পূর্ব্বমত হইল।

বোধ হয়, ঐ সময়ে ইস্রায়েলেরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহারা ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিরাপদে কিনানে আসিয়া পৌঁছিল। ঈশ্বর তাহাদের প্রতি দয়াবান হইয়া কিনানবাসি তাবৎ দুষ্ট লোকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। হে শিশুরা, ঈশ্বর কি নিমিত্তে কিনানীয় লোকদিগকে নষ্ট করিতে স্থির করিয়াছিলেন? তাহারা প্রতিমাপূজা ও আরং দুষ্কর্ম্ম করিত, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিতে মানস করিলেন।

যিরীহো নগরের রাজা আপনার উচ্চ প্রাচীরে উঠিয়া ইস্রায়েলদিগকে নদী পার হইয়া আসিতে দেখিল তাহাতে সে ও তাহার লোক সকল বড় ভীত হইল, কেবল রাহব ভয় করে নাই। সে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রাখিয়া আপন রক্ষার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল।

যাজকেরা আপন স্কন্ধহইতে সাক্ষ্য সিন্দুক নামাইল। পরে ইস্রায়েলেরা তাম্বু ফেলিয়া যিরীহোর বাহিরে শিবির স্থাপন করিল। ইস্রায়েলেরা দেওয়ালের জানালায় রাঙ্গা দড়ি দেখিয়া রাহবের বাটী চিনিতে পারিল; তাহাতে যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই বাটীর লোকদের কোন ক্ষতি করিও না।

ইস্রায়েল লোকেরা যেন নগরের ভিতরে না আসিতে পারে এই জন্যে যিরীহো বাসিরা নগরের দ্বার বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কোন ব্যক্তি বাহিরে যাইতে পারিল না।

ঐ দুষ্ট লোকেরা পুনর্ব্বার নদীর ধারে২ আর বেড়াইতে পাইবে না কেননা তাহাদের মরণ কাল সন্নিকট হইল। হায়২! কি নিমিত্তে তাহারা পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইল না?

হে আমার প্রিয় শিশুগণ, আমাসকলের শেষ বিচার দিন উপস্থিত হইবে; এক্ষণে আমরা আপন২ পাপের কারণ ভাবিত হইয়া পবিত্র আত্মা পাইবার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি। যদি ছেল্যারা মিথ্যা কথা কহে, এবং ঝকড়া ও মারিপিট করে, কিম্বা অবাধ্য হয় তবে তাহারা অন্তিম কালে অবশ্য দুঃখ পাইবে।

কিন্তু আমি ভরসা করি যে তোমরা সকলই ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া রক্ষা প্রাপ্ত হও।

৩৭ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

ইস্রায়েলেরা কিনান দেশের নিকটে পৌঁছিলে তাহাদিগকে কোন নদী পার হইতে হইল?

যিহোশূয় যাজকদিগকে কি করিতে কহিল?

যাজকেরা নদীতে পা দিলে কি হইল?

যখন লোক সকল নদী পার হইতেছিল, তখন যাজকেরা কোথায় দাঁড়াইয়া রহিল?

যিহোশূয় বারো জন লোককে নদীহইতে পাথর উঠাইয়া কিনান দেশের কিনারাতে কেন স্থাপন করিতে কহিল?

নদীর জল পুনরায় গড়াইয়া সেই শুষ্ক পথ কখন ঢাকিল

ইস্রায়েলেরা কত কাল পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিল

যিরীহো নিবাসিদের মধ্যে ঈশ্বর কাহাকে বাঁচাইতে স্থির করিলেন?

ঈশ্বর যিরীহো নিবাসিদিগকে নষ্ট করিতে ইস্রায়েলদিগকে কৈন আজ্ঞা করিলেন?

৩৮ পাঠ।

যিহোশূয়দ্বারা যিরীহোর উচ্ছিন্ন হওন।

ইস্রায়েল সন্তানেরা যিরীহো নগরের চতুর্দ্দিগে তাম্বু ফেলিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞার অপেক্ষায় রহিল; কেননা তাহারা তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে নগরের বড়২ ফটক দিয়া সাঁধাইতে পারিল না।

যিহোশূয় ইস্রায়েলদের প্রধান সেনাপতি ছিল; সে ঈশ্বরের সাহায্যেতে নির্ভর দিয়া অতি সাহসিক হইল।

যিরীহোর বাহিরে বাস করিবার সময়ে যিহোশূয়ের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, এমত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এক্ষণে তোমাদিগকে কহিব।



এক দিন যিহোশূয় এক জন খড়্গধারি যোদ্ধাকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। যিহোশূয় জানিল, এ মনুষ্য ইস্রায়েলদের মধ্যে কেহ নহে, কিন্তু ইনি কে, তাহা সে চিনিতে পারিল না। অতএব সে তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাদের সাহায্য করিতে কিম্বা যিরীহো বাসিদের সাহায্য করিতে আসিয়াছ?

তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর দিল, আমি ঈশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছি। তখন যিহোশূয় তাঁহাকে চিনিতে পারিল।

হে শিশুরা, সে ব্যক্তি কে, তাহা কি তোমরা কহিতে পার?

সে ব্যক্তি তাবৎ মনুষ্য ও স্বর্গীয় দূতগণহইতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

যীশু ইহার অনেক কাল পরেই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আপন পিতার সহিত সর্ব্বদা স্বর্গে বাস করিয়া কখন২ মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে নামিতেন।

যীশু সেই সময়ে স্বর্গহইতে নামিয়া যিহোশূয়ের সহিত কথোপকথন করিলেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় দয়া প্রকাশ হইল কি না?

যিহোশূয় এই মহাপুরুষের পরিচয় পাইয়া দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে আরাধনা করিয়া কহিল, হে প্রভো! আপনার এই দাসকে কি আজ্ঞা করেন?

তাহাতে ঈশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ কহিল, এই স্থান পবিত্র, অতএব তুমি আপন পাদুকা খোল।

তখন যিহোশূয় পাদুকা খুলিয়া প্রভু কি কহেন সেই

অপেক্ষায় রহিল। তোমরা কি জান, সে স্থান কেন পবিত্র হইল? কারণ ঈশ্বর সেখানে ছিলেন।

পরে যিরীহোবাসিদের বিপক্ষে কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা প্রভু যিহোশূয়কে বলিয়া দিলেন। সেরূপ যুদ্ধ করা পূর্ব্বে প্রকাশ ছিল না; ফলতঃ প্রভু কি রূপ যুদ্ধ করিতে কহিলেন, তাহা তোমরা শীঘ্র শুনিবা।

প্রভু স্বর্গেতে ফিরিয়া গেলে পর যিহোশূয় যাজকদিগকে এবং ইস্রায়েল লোকদিগকে ডাকাইয়া যেং কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিল; বিশেষতঃ সে কএক জন যাজককে সাক্ষ্য সিন্দুক লইয়া যাইতে কহিল।

অপর সে আর সাত জন যাজককে কহিল, তোমরা প্রত্যেকে এক ২ শিঙ্গা লইয়া সিন্দুকের সম্মুখে ভেরীর মত বাজাইতেং লোকদের অগ্রে চল।

তখন যিহোশূয় সকল সেনাগণকে যাজকদের অগ্রে২ যাইতে কহিল, এবং স্ত্রী ও ছেল্যা সুদ্ধ আর২ লোক সকলকে যাজকদের পশ্চাৎ২ যাইতে কহিল।

সকলকে কোথায় যাইতে হইবে? যিহোশূয় তাহাদিগকে যিরীহো নগরের চতুর্দ্দিগে বেড়াইতে আজ্ঞা করিল। প্রথমে খড়্গ ও বর্ষাধারি সেনাগণ চলিল; তাহাদের পশ্চাৎ সাত জন যাজক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া শিঙ্গা বাজাইতে২ গেল; তাহাদের পরে আর২ যাজকেরা সিন্দুক লইয়া চলিল; সকলের শেষে সাধারণ লোকেরা গমন করিল।

বোধ হয় তোমরা এত লোককে কখন একত্র যাইতে দেখ নাই। তাহাদের যাইবার পূর্ব্বে যিহোশূয় তাহাদি-

গকে কহিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে চীৎকার শব্দ করিতে না বলি, সেই পর্য্যন্ত তোমরা সকলে নীরব হইয়া থাক।

সৈন্যেরা জয়ী হইলে জয়ধ্বনি করে, কিন্তু ইস্রায়েলেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন শব্দ করিতে পারিল না। তাহারা সকলে একবার যিরীহোর প্রাচীরের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া আইল।

তখন যিরীহোবাসিরা শিঙ্গার শব্দ শুনিল, ও ইস্রায়েলদিগকে ও সেনাগণকে বর্শা ও খড়্গ লইয়া বেড়াইতে দেখিল। বোধ হয়, তাহারা মনে করিল, ইস্রায়েলেরা আমাদিগকে তীর মারিতে ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছে, ইহাতে তাহারা বড় ভীত হইয়া থাকিবে। রাহব আপন বন্ধুবর্গ লইয়া বাটীতে সাবধানে রহিল।

ইস্রায়েলেরা একবার নগরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিল. পরে, তাহারা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে আর কিছু না করিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আইল।

পর দিনে যিহোশূয় পুনরায় সকল লোককে ঐ রূপে নগরের চারিদিগে ভ্রমণ করাইয়া তাম্বুতে আনিল। ঐ রূপে তাহারা নীরব হইয়া ছয় দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ কেবল যিরীহোর চতুর্দ্দিগে বেড়াইয়া তাম্বুতে আসিত।

ইহা শুনিয়া কি তোমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় না? নগরের চতুর্দ্দিগে বেড়াইবার তাহাদের কি আবশ্যক ছিল? অবশেষে কি ঘটিল তাহা শুন।

ইস্রায়েলেরা উক্ত রূপে যিহোশূয়ের আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিল, কিন্তু তাহার কথাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তা-

হারা ইহার কারণ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। বোধ হয়, যিরীহোবাসিরা এই প্রকার কর্ম্ম দেখিয়া কেবল পরিহাস করিয়া অনুমান করিত, উহারা কখন নগরের ভিতরে আসিতে পারিবে না।

ছয় দিবস পরে যিহোশূয় ইস্রায়েলদিগকে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বমত নগরের চতুর্দ্দিগে বেড়াইতে কহিল, কিন্তু তাহাদের বেড়ান সমাপ্ত হইলে সে তাহাদিগকে তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে না কহিয়া পুনর্ব্বার বেড়াইতে কহিল। সেই দিবস তাহারা সাতবার যিরীহো নগরের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল।

তাহাদের সাত বার নগর বেষ্টন হইলে পর যিহোশূয় কহিল, যাজকেরা শিঙ্গা বাজাইলে তোমরা জয়ধ্বনি করিও. কেননা ঈশ্বর তোমাদের হাতে ঐ নগর সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহা শীঘ্র অধিকার করিবা। তোমরা রাহব ও তাহার সহবাসি বন্ধুগণকে রক্ষা করিয়া আর সকলকে অবশ্য নষ্ট করিবা। তোমরা যিরীহোতে অনেক২ সুন্দর দ্রব্যাদি পাইবা, কিন্তু আপনাদের নিমিত্তে কিছুমাত্র না রাখিয়া প্রভুর নিমিত্তে স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল ও লৌহময় বাটি থালা সকল আনিবা; যাহা২ পাইবা সকল ঈশ্বরের তাম্বুতে আনিবা, কারণ তিনি যিরীহো নগরবাসি ও তাহাদের সম্পত্তি সকলকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।

যিহোশূয়ের এই কথা সাঙ্গ হইলে যাজকেরা শিঙ্গা বাজাইল, তাহাতে সকল লোক এক মহাশব্দ করিল। সেই সময়ে যিরীহো নগরের প্রাচীর সকল ভূমিতে পড়িয়া গেল, তাহাতে অতিশয় ভয়ানক শব্দ হইল।

তখন যিরীহোবাসিরা জানিতে পারিল, আমাদের মরণ-কাল সন্নিকট হইয়াছে।

পরে ঐ দুই জন চর রাহবের বাটীতে গিয়া তাহাকে ও তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে আনিয়া ইস্রায়েলদের তাম্বুর নিকটে নিরাপদে রাখিল। তাহারা বাটীহইতে আপন২ সকল বস্তু আনিয়া ইস্রায়েলদের সহিত স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে লাগিল। আঃ রাহব কেমন ধন্যা! সে এক্ষণে সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা করিতে সুযোগ পাইল, ও ঈশ্বরের বেদিতে বলিদান করিতে যাজকদিগকে দেখিল, এবং ঈশ্বরের মেষস্বরূপ হইয়া যিনি পরে জগতে আসিবেন, তাঁহার রক্তদ্বারা কি প্রকারে সে পাপিহইতে পরিত্রাণ পাইবে তাহাও শুনিতে লাগিল।

যিরীহোবাসিদের প্রতি কি ঘটিল? তাহারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ও তাহাদের মেষ গাভী ইত্যাদি পশু সকল নষ্ট হইল, এক প্রাণীও রক্ষা পাইল না। ইস্রায়েলেরা সকলকে খড়্গদ্বারা মারিল, ও গৃহ সকলেতে অগ্নি দিয়া দাহ করাইল; কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল ও লৌহময় পাত্র সকল ঈশ্বরের তাম্বুতে যাজকদের নিকটে আনিল।

যিরীহো নগরের অবস্থা অন্য২ কিনানবাসিরা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া কহিল, হা! যিহোশূয় কেমন মহাবীর!

তাহার পক্ষ হইয়া কোন সেনাপতি যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা জান? কে বা যিরীহোর প্রাচীর ফেলাইয়া দিল? যে মনুষ্যকে যিহোশূয় পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, তিনি বই তো না; কারণ তিনি স্বর্গীয় দূতগণের সেনাপতি ছিলেন। মনুষ্যহইতে স্বর্গীয় দূতেরা অতি বলবান, এবং

যাত্ত তাহাদের অধ্যক্ষ। তিনি প্রাচীর ভাঙ্গিতে ও নির্ম্মাণ করিতে ও প্রাণে মারিতে ও বাঁচাইতে ও নরকে বদ্ধ রাখিতে এবং স্বর্গে লইতে সমর্থ হন।

হে আমার প্রিয় বাছা সকল, তোমাদের নিমিত্তে তাঁহাকে কি করিতে বল? আইস, যেমত যিরীহো নগর দগ্ধ করিবার সময়ে তিনি রাহবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার জগৎ দগ্ধ হইবার সময়ে আমাদের রক্ষা করিতে তাঁহাকে প্রার্থনা করি।

৩৮ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা

যিরীহো নগরের নিকটে যিহোশূয় যাহার হাতে খড়্গ দেখিয়াছিল সে কে?

কি প্রকারে ঐ নগরকে জয় করিতে হইবে, ইহা কে যিহোশূয়কে জানাইল?

শিঙ্গা কে বাজাইল?

ইস্রায়েলেরা কত দিন পর্য্যন্ত যিরীহো নগরকে বেষ্টন করিল?

সপ্তম দিনে তাহারা তাহা কতবার বেষ্টন করিল?

পরে যাজকেরা ও লোক সকল কি করিল?

তাহাতে কি হইল?

যিরীহো নিবাসিদের প্রতি কি ঘটিল?

সেই নগরের কি হইল?

যিরীহো দগ্ধ হওনের কথা স্মরণ করিলে কোন্ দিবস মনে পড়ে?

---

৩৯ পাঠ।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর বিষয়।

ইস্রায়েলেরা যিরীহো নগরের প্রতি কি করিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। যিরীহো ব্যতিরেকে কিনানে আরও

অনেক নগর ছিল; ইস্রায়েলেরা সে সকল নগরবাসিদের সহিত যুদ্ধ করিল।

কিনানীয় লোক সকল যিহোশূয়ের বিষয় শুনিয়া ভীত হইল বটে, তথাপি তাহারা খড়্গ ও বর্শা লইয়া তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আইল। কে জয়ী হইল?

ঈশ্বর ইস্রায়েলদিগের সাহায্য করাতে তাঁহারাই সর্ব্বদা জয়ী হইত। তাহারা একই নগরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগরবাসি লোককে নষ্ট করিল। পরে অন্য নগরে গিয়া তাহার লোকদিগকে প্রাণে হত্যা করিল; এই রূপে তাহারা সমস্ত কিনান দেশে সাঁতাইয়া তথাকার প্রায় সকল লোককে মারিল।

ঈশ্বর যিরীহো নগরের প্রাচীর যে রূপে ফেলাইয়াছিলেন সেই রূপ অন্য নগরের প্রাচীর ফেলান নাই, তাহাতে ঐ সকল নগর জয় করিবার নিমিত্তে ইস্রায়েলদিগকে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইল।

অবশেষে যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানদিগকে কহিল, কিনানবাসি লোকেরা মরিয়াছে; এখন আমি তোমাদিগকে এখানে থাকিবার স্থান দিব। ইহা কহিয়া যিহোশূয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে একং বাগান ও ক্ষেত্র ও কয়া এবং উত্তমং দ্রব্যে পরিপূর্ণ বাটী দিল।

তখন ইস্রায়েলেরা বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যেকে আপনং বাগানের ডুমুর ও আঙ্গুরাদি বৃক্ষের তলাতে বসিয়া তাহাদের ফল খাইতে ও কপ হইতে জল পান করিতে লাগিল।

তাহারা কি আপনারা ঐ ঘরবাটী নির্ম্মাণ করিল? না, তাহাদের নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক ছিল না; তাহারা

কিনানীয় লোকদের বাটীতে বাস করিত। ঐ দুষ্ট লোকেরা বাটী নির্ম্মাণ ও কূপ খনন ও বাগানে বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর তাহাদেরহইতে লইয়া ইস্রায়েলদিগকে দিলেন।

ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে কি দিতে পারেন? হাঁ পারেন, কেননা তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সকলই তাঁহার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারেন। তিনি কখনং দুষ্টলোকহইতে আপন দত্ত বস্তু সকল কাড়িয়া লন।

ইস্রায়েলেরা যখন স্বং বাগানে নিশ্চিন্তরূপে বসিয়া থাকিত, তখন তাহাদের এই মত চিন্তা করা কর্ত্তব্য ছিল, ঈশ্বর এত ঐশ্বর্য্য দিয়া আমাদের প্রতি কি পর্য্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ভাল বাসা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে আমার প্রিয় শিশুগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকেও অনেক দ্রব্যাদি দিয়াছেন কি না? তজ্জন্যে ঈশ্বরকে ভাল বাসা কি তোমাদেরও কর্ত্তব্য হয় না?

ইস্রায়েলেরা ভাল মানুষ বলিয়া কি ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ সকল অনুগ্রহ করিয়াছিলেন? না, উহারা প্রায় দুষ্ট ও অবাধ্য ছিল। তবে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি কি নিমিত্তে এত দয়ালু হইলেন?

ঈশ্বর ইব্রাহীমকে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের স্মরণে থাকিবে। তিনি ইব্রাহীমের বংশকে কিনান দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আপন বাক্য প্রতিপালন করিলেন। তিনি আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ইস্রায়েলদিগকে কিনান দেশে আনিলেন।

যিহোশূয় সকল লোককে ঈশ্বরের তাম্বুতে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে কহিল, কিন্তু কোনং লোক দূরত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বদা আসিতে না পারিয়া কখনং আসিত।

দুষ্ট কিনানবাসিরা যে সকল প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিল, ঈশ্বর তাহা পূজা করিতে নিবারণ করিলেন। ইস্রায়েলেরা আপনং ক্ষেত্র ও বাগানের মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত পুত্তলী পাইত, কিন্তু সে সকল দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহারা তাহা বাটীর মধ্যে আনিয়া রাখিতে পারিত না, কেননা ঈশ্বর প্রতিমা সকলকে ঘৃণা করিতেন; অতএব তাহারা তাহা অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিত।

অপর যিহোশূয় বৃদ্ধ হইলে আপনার মরণ নিকটবর্ত্তী জানিয়া ইস্রায়েলদের সহিত কথাবার্ত্তা করিবার হেতু সকলকে ডাকাইল

যিহোশূয় এক দেবদারু বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত এই কথা কহিতে লাগিল; আমি শীঘ্র মরিব। আমার মরণান্তে তোমরা কি প্রতিমা পূজা করিবা, অথবা সত্য ঈশ্বর যিনি তোমাদের প্রতি এরূপ দয়ালু আছেন তাঁহাকেই পূজা করিবা?

হে শিশুরা, তোমাদের এক্ষণে কি বোধ হয়, ইস্রায়েলেরা কাহাকে পূজা করিতে বাঞ্ছা প্রকাশ করিল? তাহারা সকলে কহিল, আমরা ঈশ্বরকে পূজা করিব। তাহাতে যিহোশূয় কহিল, যদি তোমরা ঈশ্বরকে পূজা কর, তবে প্রতিমা পূজা কখন করিও না।

তখন তাহারা উত্তর দিল, আমরা কেবল ঈশ্বরেরই সেবা করিব। যিহোশূয় কহিল তোমরা ঈশ্বরের সেবা

করিতে প্রতিজ্ঞা করিল; অতএব এই প্রতিজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও। ইহা বলিয়া যিহোশূয় এক বহিতে ইস্রায়েলদের কথা সকল লিখিয়া রাখিল।

অপর যিহোশূয় একখান বৃহৎ পাথর দেবদারু বৃক্ষতলে রাখিয়া কহিল, দেখ, তোমাদের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবার নিমিত্তে আমি এই প্রস্তর এস্থানে স্থাপন করিলাম। ইহা কহিয়া সে সকলকে বিদায় করিল।

কিছু কাল পরেই যিহোশূয়ের মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার বয়স ১০০ এক শত বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

ইস্রায়েলেরা কি আপনাদের ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল? অর্থাৎ তাহারা প্রতিমা পূজা করিল কি না? তাহারা প্রথমে প্রতিমা পূজা করিত না বটে, কিন্তু পশ্চাৎ ঈশ্বরের সেবা করিতে বিরক্ত হইয়া তাহারা প্রতিমা পূজা ও আরং দুষ্কর্ম্ম সকল করিতে লাগিল।

হে আমার প্রিয় শিশুরা, কি জানি তোমাদের পিতা মাতা তোমাদিগকে প্রতিমা পূজা করিতে শিখায় নাই; কিন্তু তোমরা অন্য প্রকার মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকিবা। তোমরা কি কখন অবাধ্য ও রাগত হও নাই? এবং মিথ্যা কথা কহ নাই?

তোমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে কি করিতে হবে? সর্ব্বদা সত্য কথা কহ, ও পিতা মাতাকে মান্য কর, এবং পরস্পর দয়াশীল হও. এই সকল কর্ম্মেতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

ঈশ্বর তোমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে কি তোমরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহ না? দেখ, তিনি

তোমাদিগকে আহার ও বস্ত্র ও বাটী ও আত্মীয় লোক এবং শরীর ও আত্মা দিয়াছেন; তাহা কেবল নয়, তিনি আপন পুত্রকেও তোমাদের পরিত্রাণ করিবার নিমিত্তে দান করিয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের যেন ভক্তি হয়, ও তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা তুষ্ট করিতে পার, এই হেতু তাঁহার নিকটে নিত্য প্রার্থনা কর।

৩৯ পাঠের জিজ্ঞাসা কথা।

যিহোশূয় কিনানবাসিদিগকে জয় করিয়া ইস্রায়েলদিগকে কি দিল?
ঈশ্বর ইস্রায়েলদের প্রতি কেন এত অনুগ্রহ করিলেন?
তিনি কি জন্যে কিনানীয় লোকদিগকে নষ্ট করিতে ইস্রায়েলদের প্রতি আজ্ঞা দিলেন?
যিহোশূয় কোন্ স্থানে ঈশ্বরের তাম্বু স্থাপন করিল?
ঈশ্বর কিনান দেশের প্রতিমার বিষয়ে ইস্রায়েলদিগকে কি আজ্ঞা করিলেন?
যিহোশূয় মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েলদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিল?
ইস্রায়েলেরা যিহোশূয়ের নিকটে কি প্রতিজ্ঞা করিল?
যিহোশূয় দেবদারু বৃক্ষের তলে কি নিমিত্তে প্রস্তর স্থাপন করিল?
কি জন্যে ঈশ্বরকে প্রেম করা ও তাঁহাকে তুষ্ট করা আমাদের কর্ত্তব্য?